বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

বিপদ

শওকত হোসেন

সবা প্রকাশনী

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট SUVOM

ওয়েস্টার্ন-৬৯

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

বিপদ

শওকত হোসেন

ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে এলো ইয়েলোহর্স শহরের ওপর। সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে আচমকা হাজির হয়েছে এক শাইয়্যান ইণ্ডিয়ান। ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে সে, খুন হচ্ছে মানুষ, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়লো শহরবাসী। রক্তমাংসের মানুষ নয় যেন লোকটা—চলমান অশরীরী—ফাঁদ পেতে তাকে ধরা যায় না, স্পর্শ করে না গুলিও। কিন্তু যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে লোকটাকে। দায়িত্ব পড়লো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসনের কাঁধে। ধূর্ত শাইয়্যানের বিরুদ্ধে কি করবে সে একা?

বাইশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন-৬৯

বিপদ

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

শওকত হোসেন

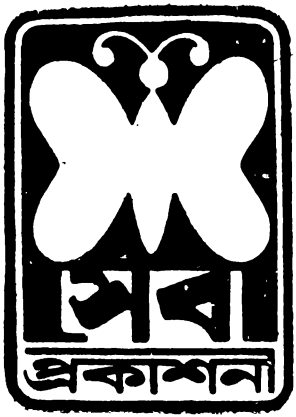

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

রচনা : বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BIPAD
By Saokot Hossain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বিপদ

শওকত হোসেন

ওয়েস্টার্ন

বিপদ

শওকত হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও পৃষ্ঠা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পেশ করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটিও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

—প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—লেখক।

এক

ইয়েলোহর্স শহর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ পেছনে ফেলে আসার পর জিনিসটা নজরে পড়লো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসনের। সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে, ঝিমোচ্ছিলো, হঠাৎ করে তাই ওটা চিনে উঠতে পারলো না। শিরদাঁড়া সোজা করে স্যাডলে বসে ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোলো অচেনা জিনিসটার উদ্দেশে। আধমাইলটাক দূরে থাকতেই কি দেখতে হবে বুঝে ফেললো শেরিফ। ওটা একটা মানুষের দেহ, নিথর পড়ে আছে।

অনেকটা পথ ঘুরে বাতাসের উল্টোদিক থেকে দেহটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, যাতে ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়ে না বসে। দীর্ঘ সময় স্যাডলে কাটিয়ে শরীরে যেন খিল ধরে গেছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লো সে, পা বাড়ালো, এবং কাছে পৌঁছার অনেক আগেই লোকটাকে চিনতে পারলো শেরিফ অ্যাণ্ডারসন। ড্যান কুপার, মারা গেছে।

বীভৎস দৃশ্য। গৃহযুদ্ধের পর আজ পর্যন্ত এ-ধরনের কিছু আর চোখে পড়েনি অ্যাণ্ডারসনের। ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে কুপারের: ছুরি দিয়ে তলপেট থেকে পাঁজরের মাঝখান অবদি দু'ফাঁক করে দিয়েছে কে যেন। বোঝা যায়, হামাগুড়ি দিয়ে শহরে যাবার চেষ্টা করেছিলো

কুপার। খোদা জানেন, কতক্ষণ ধরে বেচারা নাড়িভুঁড়ি পেটের ভেতর আটকে রাখার ব্যর্থচেষ্টা করেছে। এইখানে আসার পর হার মানতে বাধ্য হয়েছে মৃত্যুর কাছে, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ধুলোয়। একই ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে এখনো, খামচি মারার কায়দায় বালিতে দেবে আছে একটা হাত।

কুপারের ট্রেইলের দিকে তাকালো ডিন অ্যাণ্ডারসন, তারপর অনুসরণ করলো কয়েক কদম। ময়দার বস্তা টানাহ্যাঁচড়া করলে যা হবে, ট্রেইলটা ঠিক তেমনি। এখন আর কুপারের জন্যে কিছু করার নেই ডিনের, বড় জোর কে এবং কেন ওর এই অবস্থা করেছে জানার চেষ্টা করতে পারে। নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো শেরিফ, স্যাডলে চেপে কুপারের ট্রেইল বরাবর এগোতে শুরু করলো।

ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ডিন অ্যাণ্ডারসনের। কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে ব্যাপারটা। ও যতদূর জানে কুপারের শত্রু থাকা দূরে থাক, তাকে কেউ অপছন্দও করতো না, বরং সুনজরেই দেখতো সবাই। শহরের জেনারেল স্টোর আর স্যালুনের মালিক ছিলো ড্যান কুপার। পাশাপাশি দাঁড়ানো ও-দুটো। নিপাট ভদ্রলোক ছিলো কুপার, কিন্তু এমন ভাবে ওকে হত্যা করেছে খুনী যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতো! কে করলো কাজটা?

ডিন অ্যাণ্ডারসন কলর‍্যাডো টেরিটোরির কোমাঞ্চি কাউন্টির শেরিফ। দুবছর হলো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে প্রাক্তন শেরিফ ব্যাংকস, সেই থেকে এই দায়িত্বে রয়েছে সে। আগে ডেপুটি শেরিফ ছিলো, শেরিফ মারা যাওয়ায় নিজ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেয়, পরে শেরিফ পদে নির্বাচনে প্রার্থী হলে কেউ বিরোধিতা করেনি।

অ্যাণ্ডারসনের বয়স এখন তিরিশের কোঠায়, একহারা গড়ন, তামাটে গায়ের রঙ, মাথায় কালো চুল, চমৎকার করে ছাঁটা এক-জোড়া গোঁফ ঠোঁটে। নিজেকে সুদর্শন ভাবে না অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু পৌরষদীপ্ত এক ধরনের আকর্ষণ-ক্ষমতা আছে ওর, সম্ভবত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর যোগ্যতার কারণেই জন্মেছে এটা।

কলর‍্যাডো টেরিটোরির সবচেয়ে কম জনবহুল এলাকা কোমাঞ্চি কাউন্টি, ইয়েলোহর্সই কাউন্টি সিট, এখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাঁইত্রিশ। কিন্তু আয়তনের হিসাবে খুব ছোট নয় ইয়েলোহর্স: পূর্ব-পশ্চিমে ষাট মাইল, উত্তরে সীমানা তিরিশ মাইল এবং দক্ষিণে বিশ মাইল। ফলে শেরিফের দায়িত্ব পালন করতে যথেষ্ট ধকল পোহাতে হয় ডিন অ্যাণ্ডারসনকে।

যতটা ভেবেছিলো অ্যাণ্ডারসন, দেখা গেল কুপারের ট্রেইল তার চেয়েও দীর্ঘ, একটা রিজের চূড়ায় উঠে ওপাশে একটা গভীর খাদে নেমেছে তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেছে সামনে, ফের আর একটা রিজের ঢাল বেয়ে উঠেছে ওপরে। মারাত্মক আহত অবস্থায় এতখানি পথ পার হতে কুপারকে কত কষ্ট করতে হয়েছে ভেবে শিউরে উঠলো শেরিফ, মনে মনে শপথ নিলো খুনী যে-ই হোক, তাকে খুঁজে বার করবে সে, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না। কুপারের ওপর হামলা চালানোর স্থানটা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিলো শেরিফ, জায়গাটায় একবার ভালোভাবে তদন্ত চালিয়ে কুপারের লাশের কাছে ফিরে যাবে আবার, লাশ নিয়ে শহরের পথ ধরবে। তারপর খুনীর পিছু ধাওয়া করতে হবে।

দ্বিতীয় রিজের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কুপারের আক্রান্ত হওয়ার জায়গাটা দেখা যাবে, ভেবেছিলো শেরিফ, ওর অনুমান ভুল হলো না। স্যাডল-

সহ পড়ে রয়েছে কুপারের ঘোড়াটা, লাগামও রয়েছে যথাস্থানে। ঘোড়াটা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, নিজের ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত এগোলো সেদিকে।

গুলি করে হত্যা করা হয়নি কুপারের ঘোড়াটাকে, জবাই করা হয়েছে! মাটিতে রক্ত আর পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল আহত অবস্থায়ও অনেকখানি এগিয়েছিলো ঘোড়াটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ত-ক্ষরণে দুর্বল হয়ে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে।

শিরদাঁড়ার কাছে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসনের, শিহরণ নয়, তবে কাছাকাছি অনুভূতি। পাকস্থলীর ভেতরটা ফাঁকা লাগছে। চোখ তুলে চারপাশে দিগন্ত বরাবর নজর বোলালো সে। কিছুই দেখতে পেলো না। স্যাডল থেকে নামলো অ্যাণ্ডারসন।

ধস্তাধস্তির চিহ্ন চোখে পড়লো বালিতে, এক জায়গায় অনেকখানি রক্তের আস্তরণ, শুকিয়ে আসছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে কুপারের ট্রেইল। হামাগুড়ি শুরু করার আগে বালির ওপর দুটো হরফ লিখে রেখে গেছে কুপার। বাতাসের ঝাপটায় মুছে এলেও বোঝা যায়, দুটো হরফের একটা 'আই' অন্যটা 'এন'।

শব্দটা শেষ করেনি কুপার, কারণটা স্পষ্ট নয়, হয়তো বুঝে গিয়েছিলো মরতে বসেছে, ভেবেছিলো বাড়ি ফেরার চেষ্টা করাই বেশি জরুরি। ব্যাপারটা অবশ্য এখন গুরুত্বহীন। কারণ আগেই বালির ওপর কুপারের হামলাকারীর মোকাসিনের ছাপ দেখতে পেয়েছে সে, হরফ দুটো ওর বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করলো কেবল। ইণ্ডিয়ান হামলায় প্রাণ দিয়েছে ড্যান কুপার। এমনভাবে ওকে হত্যা করা হয়েছে যে শুনলেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবে যে কারো।

ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে যাবার অবস্থা হলো অ্যাণ্ডারসনের, প্রবল হয়ে উঠলো মেরুদণ্ডের কাছে শিরশিরে অনুভূতি। কেন যেন মন বলছে হত্যাকাণ্ডের কারণও জানে। ওর সন্দেহ সত্যি হলে অচিরেই গোটা ইয়েলোহর্স শহরের ওপর ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে!

স্যাডলে চেপে ঘোড়া নিয়ে আবার কুপারের লাশের কাছে ফিরে এলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন। অস্বস্তির সঙ্গে বারবার ডান, বাম আর পেছনে নজর বোলাচ্ছে, যেন কেউ হামলা করবে!

ঘটনাটা মাস ছয়েক আগের, মনে আছে শেরিফের, ইয়েলোহর্সের আনুমানিক শ-খানেক মাইল দূরে শাইয়্যান ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে হামলা চালায় একদল উচ্ছৃংখল শ্বেতাঙ্গ। টেরিটোরিয়াল রাজধানী থেকে এসেছিলো ওরা, ওই হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পুরোগ্রাম। ঘটনার পর অন্তত দুমাস ইয়েলোহর্সবাসীরা দিনরাত চব্বিশঘণ্টা বিপদাশঙ্কায় তটস্থ থেকেছে, কিন্তু কোনরকম অঘটন ঘটেনি, ফলে আস্তে আস্তে স্বস্তি ফিরে এসেছে সবার মাঝে।

ইণ্ডিয়ান গ্রামে হামলাকারী দলে একজন সার্কাস-মালিকও ছিলো। সার্কাস-দল নিয়ে ইয়েলোহর্সে আসে লোকটা, মাত্র দেড়দিন এখানে ছিলো সে, কারণ ওই সময়ের মধ্যেই প্রায় সবার সার্কাস দেখা হয়ে যায়।

লোকটা যখন শহরে আসে ডিন অ্যাণ্ডারসন তখন ইয়েলোহর্সের বাইরে ছিলো। ফেরারী এক ঘোড়াচোর ধরতে শহর ছাড়তে হয়েছিলো। ফিরে আসার পর ঘটনাটা জানতে পারে; সেই লোকটার সার্কাস-দলে দুটো কয়োট, ধূসর একটা প্রেইরি উল্ফ, একটা বনবেড়াল, পাহাড়ী সিংহের একটা বাচ্চা, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিঃসাড়

কয়েকটা র‍্যাটল সাপ, ঝিমধরা একটা গিলা মনস্টার আর একটা রগচটা ব্যাজার।

কিন্তু ওই সার্কাস-দলে অস্বাভাবিক দুটো প্রাণীও ছিলো : শাই-য়্যান শিশু, উত্তরের সেই লড়াইয়ের সময় ওদের বন্দী করে সার্কাস-মালিক। অন্যান্য জানোয়ারের মতো ওদেরও একটা খাঁচায় আটকে রেখেছিলো সে, জেনি উইলসন এসে জোর করে ওদের বের করে নিয়েছিলো শেষে। সার্কাস-তাঁবুর ভেতরটা ছিলো একেবারে ঠাণ্ডা, উত্তাপের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি, তার ওপর বাচ্চাদুটোর পরনে কোনো গরমকাপড় ছিলো না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো ওরা, কাশির চোটে দম বন্ধ হবার অবস্থা হচ্ছিলো, হয়তো এ-কার-ণেই জেনি উইলসনকে বাধা দেয়নি সার্কাস-মালিক।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি বাচ্চাদুটোকে। জেনি উইলসন ওদের উদ্ধার করার পরদিনই মারা যায় একজন, এবং তার পরের দিন অন্যজন। ওদের জন্যে ছোট একজোড়া কফিন তৈরি করে দেয় বব ভিনসেন্ট, তারপর পাহাড়ের কোলে গোর দেয়া হয় লাশ দুটোকে, শহরের পার্ট-টাইম পাদ্রি বিল ওয়াটলি ওদের আত্মার শান্তি কামনা করে বাইবেল পাঠ করেছিলো, যদিও খ্রিস্টান ছিলো না ওরা।

এখন, চিন্তাটা উড়িয়ে দিতে পারছে না শেরিফ অ্যাণ্ডারসন, সম্ভবত সেই বাচ্চাদুটোরই কোনো আত্মীয়, হয়তো বাবা, হাজির হয়েছে এখানে; কিন্তু ক্রুদ্ধ ইণ্ডিয়ানের প্রতিশোধস্পৃহা মেটানোর জন্যে আরো কতজনকে প্রাণ দিতে হবে বুঝতে পারে না অ্যাণ্ডারসন।

কুপারের লাশের কাছে ফিরে এলো শেরিফ। কুপারকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, ওকে ঘোড়ার পিঠে তোলা সহজ হবে না।

প্রথমে কম্বল দিয়ে লাশটা মুড়ে নিলো অ্যাণ্ডারসন, আপাদমস্তক বাঁধলো দড়ি দিয়ে, তারপর কোলে তুলে নিলো। আড়াআড়িভাবে লাশটা স্যাডলে ফেলে শক্ত করে বাঁধলো আবার, এবার নিজেও জিনে উঠে রওনা দিলো শহর অভিমুখে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ইয়েলোহর্সে পৌঁছুলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। শহর হিসাবে আহামরি গোছের কিছু নয় ইয়েলোহর্স, আর পাঁচটা সীমান্ত শহরের মতো: একমাত্র রাস্তাটা চলে গেছে সোজা, দুপাশে সারিবদ্ধ দালানকোঠা; আশপাশে গোটা কয়েক কেবিন, কুঁড়েঘর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তিনটা বড় বাড়ি রয়েছে এখানে, একটার মালিক ড্যান কুপার, একটা বব ভিনসেন্টের—শহরের লিভারি আস্তাবলের মালিক সে—অন্যটার মালিকের নাম জেনি উইলসন। আস্তাবলের খানিকটা অংশ 'লাম্বারইয়ার্ড' হিসাবে ব্যবহার করে বব ভিনসেন্ট, দক্ষ কাঠমিস্ত্রি সে, প্রয়োজনে শহরবাসীদের আসবাবপত্র অথবা কফিন বানায়।

লিভারি বার্নের দিকে বাঁক নিলো শেরিফ অ্যাণ্ডারসন, ঢাল বেয়ে ভেতরে ঢুকলো, তারপর নামলো স্যাডল থেকে। ওকে ফিরতে দেখেছিলো অনেকেই, খোলা দরজায় ভিড় করতে শুরু করলো তারা। দড়ির বাঁধন খুলে ভিনসেন্টের সাহায্যে কুপারের লাশ স্যাডল থেকে সযত্নে নামালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর ধরাধরি করে আস্তাবলের 'লাম্বারইয়ার্ডে' নিয়ে এলো।

ভিনসেন্ট জিজ্ঞেস করলো, 'কার লাশ?'

'ড্যান কুপার।'

শিস বাজালো ভিনসেন্ট। 'কি হয়েছে?'

'কেউ খুন করেছে।'

'কিভাবে ?'

'দেখলেই বুঝতে পারবে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'কিন্তু দয়া করে এখন কাউকে জানিয়ো না। ময়দার বস্তার মতো ফেড়েছে ওকে কেউ একজন।'

হঠাৎ রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল ভিনসেণ্টের চেহারা, দুচোখে বিস্ময়। 'এমন জঘন্য কাজ করতে যাবে কে ?'

জবাব দিলো না অ্যাণ্ডারসন, কারণ এরই মধ্যে ভিড় জমে গেছে দরজার কাছে। সবার প্রশ্ন উপেক্ষা করে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো শেরিফ, তারপর এগোলো কুপারের বাড়ির দিকে। স্ত্রী আর দুটো ছেলে রেখে গেছে কুপার। অ্যাণ্ডারসন জানে, ওকেই সবার আগে পৌঁছে দিতে হবে দুঃসংবাদটা।

সারাটা পথ নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন : কুপারের প্রাণহানীর সঙ্গে আসলে ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের মৃত্যুর কোনো যোগ নেই। কিন্তু সে ভালোই জানে বাচ্চাদুটোর মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্রব না থাকলে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করতো না কোনো ইণ্ডিয়ান।

আচ্ছা, বাচ্চারা কোথায় মারা গেছে জানলো কিভাবে শাইয়্যান লোকটা ? প্রশ্নটা চিন্তিত করে তোলে ডিন অ্যাণ্ডারসনকে। নিশ্চয়ই সেই সার্কাস-মালিককে খুঁজে বের করেছিলো সে, ভাবলো আপন-মনে। হয়তো তার সঙ্গে কথা বলার মতো ইংরেজি জ্ঞান তার আছে কিংবা কোনো দোভাষীর সাহায্য নিয়েছিলো। যা হোক, একটা জিনিস পরিষ্কার সার্কাস-মালিক ইণ্ডিয়ানের কাছে কিছুই গোপন করেনি। মানুষের পেট থেকে কথা বার করার সমস্ত কৌশল অবশ্য জানে ইণ্ডিয়ানরা।

ইয়েলোহর্সের সবচেয়ে সচ্ছল মানুষ ছিলো কুপার, তার বাড়ি

দেখেই সেটা বোঝা যায় : বড়সড় দোতলা বাড়ি, ডেনভারে এইরকম দলান দেখা যায়, শাদা বাড়িটার চারপাশে শাদা বেড়ার ঘের, সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া উঠোন। সদর দরজায় কাচের একটা চৌকো জানালামতো আছে, তার নিচেই কলিং বেল। কিন্তু বেল বাজাতে হলো না ওকে। আগেই আসতে দেখেছিলো ওকে মিসেস কুপার, দরজা খুলে পোর্চে এসে দাঁড়ালো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার সঙ্গে মিলিত হলো শেরিফ। এখন, উজ্জ্বল সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে, কুপারের মৃত্যুটাকে অবিশ্বাস্য ঠেকছে ওর কাছে।

স্বাস্থ্যবতী মহিলা মিসেস কুপার। 'গুড আফটারনুন, মিঃ অ্যাণ্ডারসন,' বললো সে।

হ্যাট খুলে মাথা নোয়ালো অ্যাণ্ডারসন, সরাসরি আসল কথা পাড়লো সে, জানে এটাই সবচেয়ে ভালো। 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, ম্যা'ম। মিঃ কুপার আর বেঁচে নেই।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহিলার চেহারা। অ্যাণ্ডারসনের মনে হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। হাত ধরে তার পতন ঠেকালো শেরিফ, ঘরে এনে সযত্নে একটা সোফায় বসিয়ে দিলো। অবিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে মিসেস কুপার বললো, 'এ কি করে সম্ভব? সকালেই তো সুস্থ বেরিয়ে গেল ও!'

'ঠিক, ম্যা'ম।'

'নিশ্চয়ই ভুল করছো, কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে!'

'না, ম্যা'ম। মিঃ কুপারকে আমি চিনি। কোনো ভুল হয়নি।'

অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে অনন্তের দিকে চেয়ে রইলো মিসেস কুপার। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো অ্যাণ্ডারসন, অবশেষে বললো, 'মিসেস কুপার?'

ফাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো মিসেস কুপার। 'অ্যাঁ?'

'তুমি ঠিক আছো তো? আমি গিয়ে কাউকে পাঠাই, তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে?'

'কি হয়েছে? দুর্ঘটনা? পড়ে গিয়েছিলো স্যাডল থেকে?'

এই প্রশ্ন শুনতে হবে, জানতো অ্যাণ্ডারসন, তবু ভয় লাগছিলো। 'না, ম্যা'ম, খুন করা হয়েছে।'

'খুন? কে?'

'জানি না। তবে জানবো। এখুনি খুনীকে ধরার জন্যে বের হবো আমি।'

জবাব দিলো না মিসেস কুপার। ওর ছেলেরা এখন কোথায়, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। একটা ছেলের বয়স সাত বছর, অপরজনের নয়। অন্য বাচ্চাদের কাছ থেকে ওরা বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনুক, চায়না অ্যাণ্ডারসন, তাই বললো, 'ছেলেরা কোথায়, ম্যা'ম? আর কারো মুখে শোনার চেয়ে মনে হয় কথাটা তুমি বললেই ভালো হতো।'

মুখ তুলে চাইলো মিসেস কুপার। 'ঠিক। ধন্যবাদ, মিঃ অ্যাণ্ডারসন। এখুনি ওদের ডাকছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। ঘোড়ার কাছে আসার আগেই শুনলো ছেলেদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে মিসেস কুপার। ছোট্ট শহর ইয়েলোহর্স, প্রায় সবাই শুনতে পাবে ওর গলার আওয়াজ। মায়ের ডাক শুনে ছুটে যাবে ছেলেদুটো, জানবে বাবা হারানোর কথা।

সোজা শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন। সূর্যের দিকে তাকালো একবার, ট্রেইল অস্পষ্ট হয়ে আসার আগে কমপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় মিলবে অনুসরণ করার জন্যে। এত অল্প সময়ের

মধ্যে অবশ্য কিছু খুঁজে পাওয়ার আশা করছে না সে। হয়তো দেখা যাবে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে শাইয়্যান, কিংবা, যদি তার মন চায়, অদৃশ্য হয়ে গেছে তল্লাট ছেড়ে।

কিন্তু অ্যাণ্ডারসনের বিশ্বাস: দূরে কোথাও যায়নি ইণ্ডিয়ান। যাবেও না। কাছেপিঠেই থাকবে সে—দশ-বারো মাইলের মধ্যে—এবং আবার হামলা চালানোর ফাঁক খুঁজবে। লোকটা কুপারকে নাগালে পেলো কিভাবে? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। বোঝাই যায়, হামলা হতে পারে, এরকম কোনো সন্দেহ জাগেনি ড্যানের মনে।

কে জানে, ওকেই হয়তো পরের শিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে ইণ্ডিয়ানটা, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। এখন কি করবে সে? শহরে গিয়ে দলবল নিয়ে আসবে আবার? সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু সমস্যা আছে, খুনী যে একজন ইণ্ডিয়ান, জানাজানি হয়ে যাবে, অ্যাণ্ডারসন তা চায় না—যতক্ষণ না ওর সন্দেহের পক্ষে নিরেট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

কুপারের হত্যাকাণ্ডের জায়গাটায় পৌঁছুলো শেরিফ অ্যাণ্ডারসন, তারপর শাইয়্যানের ট্রেইল অনুসরণ করে এগোলো। মোকাসিনের ছাপ একটা টিলার মাথায় উঠে নেমে গেছে ওপাশে। উল্টোদিকের একটা গিরিখাতে ঘোড়া রেখে এসেছিলো শাইয়্যান, জায়গাটা খুঁজে পেলো অ্যাণ্ডারসন। অনেক দূর থেকে কুপারকে দেখতে পেয়েছে সে, ভাবলো শেরিফ, তারপর পায়ে হেঁটে একেবারে তার কাছে চলে গেছে, আহত হবার ভান করেছিলো বোধ হয়, তাকে সাহায্য করতে গেছে তখন কুপার, ফলে প্রাণ হারিয়েছে। ইণ্ডিয়ানটাকে দেখামাত্র কয়োটের মতো গুলি করে মারা উচিত ছিলো তার। কিন্তু তেমন মানুষ ছিলো না কুপার, তাছাড়া সঙ্গে কখনো অস্ত্র রাখতো না সে।

অ্যাণ্ডারসনের অনুমান ঠিক, ঘোড়ায় চাপার পর নির্দিষ্ট কোনো-দিকে যায়নি ইণ্ডিয়ানের ট্রেইল। নিরুদ্দেশ ঘুরে বেরিয়েছে লোকটা, তারপর আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের পথ ধরেছে। প্রায় দুঘণ্টা অবিরাম অনুসরণ করার পর হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন খেয়াল করলো একটা রিজের-চূড়া থেকে কুপার যেখানে প্রাণ হারিয়েছে সেই জায়গাটা দেখা যায়।

আরো একবার মেরুদণ্ডের কাছে শিরশির করে উঠলো তার। ও যখন ব্যাকট্র্যাক করে কুপারের আক্রান্ত হওয়ার জায়গাটার দিকে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ওপর নজর রাখছিলো ইণ্ডিয়ানটা! কুপারের লাশ নিয়ে শহরে ফিরে গেছে অ্যাণ্ডারসন, দেখেছে খুনী।

অ্যাণ্ডারসন উপলব্ধি করলো, ওর সন্দেহ মোটেও অমূলক নয়। সেই বাচ্চাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই এখানে হাজির হয়েছে শাইয়্যান।

ইয়েলোহর্সের ওপর তার সমস্ত ক্রোধ।

ভয়ের কথা: জেনি উইলসনের বাড়িতেই মারা গিয়েছিলো বাচ্চাদুটো!

দুই

শহরে ফিরেই শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন টের পেলো কুপারের মৃত্যুর ব্যাপারে মুখ বুজে থাকেনি বব ভিনসেণ্ট। জেনারেল স্টোরের সামনে লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে, সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। অ্যাণ্ডারসন বুঝলো এখন আর কথাটা চেপে যাবার যুক্তি নেই, লাভ হবে না কোনো। সরাসরি জটলার উদ্দেশে এগিয়ে গেল ও, স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটা বাঁধলো হিচরেইলে। হাজার হোক, এরাই ভোট দিয়ে তাকে শেরিফ নির্বাচিত করেছে, ভাবলো, তো এখন যখন সন্দেহের অবকাশ নেই, সত্যি কথা জানানো ওর কর্তব্য।

একসঙ্গে ছ-সাতজন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো অ্যাণ্ডারসনের উদ্দেশে। জবাবে শেরিফ বললো, 'স্যালুনে চলো সবাই। আমি ক্লান্ত, এক গ্লাস বিয়্যার না হলে আর পারছি না, পরে সব বলবো।'

স্যালুনে ঢুকে বারের দিকে এগিয়ে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন। বার-টেণ্ডারের নাম জন শার্প, বুলেটের খোলের মতো চকচকে টাক তার মাথায়, কুঁতকুঁতে চোখ, ডিন অ্যাণ্ডারসনের দিকে চেয়ে সে জানতে চাইলো, 'কি দেবো, ডিন?' কুপারকে স্যালুন চালাতে সাহায্য করতো শার্প, স্যালুন বন্ধ থাকলে স্টোরেও কাজ করে।

'বিয়্যার,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

বাইরে অস্ত যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সূর্য, উজ্জ্বল কমলা রঙের ছোপ আকাশে। রাস্তায় কেমন তামাটে একটা আভা।

বিয়্যারভর্তি একটা মগ বারের ওপর দিয়ে অ্যাণ্ডারসনের দিকে ঠেলে দিলো জন শার্প। শেরিফের পেছন পেছন যারা স্যালুনে ঢুকেছিলো, তাদের দিকে নজর দিলো এবার। তৃষ্ণার্তের মতো মগের অর্ধেক বিয়্যার এক চুমুকে শেষ করে ফেললো ডিন অ্যাণ্ডারসন, বারের ওপর নামিয়ে রাখলো মগটা। জানে, ওর কথা শোনার পর আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যাবে এরা, অবশ্য বিপদের আসল চেহারা চেনা থাকলে অনেক অনাবশ্যক ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'ড্যানের খুনী ইণ্ডিয়ানটার ট্রেইল অনুসরণ করেছি আমি, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, তারপর ড্যান যেখানে মারা গেছে সেখানেই ফিরে এসেছে আবার। আমি ড্যানের লাশ ঘোড়ায় তোলার সময় আমার ওপর নজর রাখছিলো লোকটা।'

ইণ্ডিয়ান বাচ্চারা মারা গেলে কবর দেয়ার সময় ওদের আত্মার শান্তির জন্যে বাইবেল পাঠ করেছিলো শহরের পার্ট-টাইম পাদ্রি বিল ওয়াটলি। সারা সপ্তাহ সাধারণত কামারের কাজ করে সে, তবে রোববারে বোর্ডিংহাউসের পারলারে প্রার্থনাসভা পরিচালনা করে, লোকটা জানতে চাইলো, 'ড্যানকে সে খুন করতে চাইলো কেন? এমন নৃশংসভাবে?'

'সার্কাস-দলের সেই বাচ্চাদুটোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে,' জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন, 'ছমাস আগে আমরা ওদের কবর দিয়েছিলাম, মনে আছে?'

কেউ কিছু বললো না।

আবার কথা বললো অ্যাণ্ডারসন। 'আমি যদ্দূর বুঝতে পারছি,

ওই বাচ্চাদুটোর কোনোরকম আত্মীয় সে, খুব সম্ভব বাবা। ওদের বন্দী করার সময় লড়াইতে হয়তো আহত হয়েছিলো লোকটা, কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেছে, প্রতিশোধ নিতে হাজির হয়েছে এখানে।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে লম্বা করে শ্বাস টানলো রজার ফোর্ড। 'কিন্তু তাই বলে আমাদের সবার বিরুদ্ধে?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। ইচ্ছে হলো বলে, সেই সার্কাসদলটা দেড়দিন শহরে ছিলো, এই সময়টুকু অসুস্থ বাচ্চাদুটোকে খাঁচায় বন্দী দেখেও তোমরা টুঁ শব্দ করোনি কেউ, ওদের উদ্ধারের চেষ্টাও চালাওনি, এ-কারণেই তার ক্ষোভ। একমাত্র জেনি উইলসন খবর পেয়েই ঝড়ের বেগে সার্কাসের তাঁবুতে ছুটে এসেছিলো, উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো ওদের।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারছে, ওর মতো একই কথা ভাবছে সবাই। ওদের চোখে অপরাধ-বোধের ছায়া পড়েছে, অনুতপ্ত চেহারা, এবং সবাই আতঙ্কিত। অবশেষে ওয়াটলি বললো, 'যে করে হোক ঠেকাতে হবে ওকে, শেরিফ আর কেউ খুন হবার আগেই।'

'আমি চেষ্টা করবো,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

'কি করবে?'

'এখনো কিছু ঠিক করিনি। তবে এটুকু বুঝে গেছি লোকটাকে ট্রেইল করে লাভ হবে না। বুনোহাঁসের পিছু ধাওয়ার শামিল হবে ব্যাপারটা। আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে। এখান থেকে কোথাও যাচ্ছে না লোকটা, ইয়েলোহর্সের কাছেপিঠেই থাকবে, অপেক্ষা করবে আবার কখন শহরের কেউ একাকী তার খপ্পরে গিয়ে পড়বে তার জন্যে। তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ, এখন থেকে সবসময়

দল বেঁধে থাকার চেষ্টা করবে, এবং সশস্ত্র থাকবে সবাই।' অবশিষ্ট বিয়্যার শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন। খিধে পেয়েছে। মনে পড়লো, দুদিন আগে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আজ রাতে সাপারের দাওয়াত দিয়েছিলো জেনি উইলসন।

সহসা জেনির বাড়িতে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, ক্ষুধার্ত বলে হয়তো, কিংবা জেনিকে সে পছন্দ করে সেজন্যে; আবার এ-ও হতে পারে ইণ্ডিয়ানটা আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, কথাটা মনে পড়ায় ভীত হয়ে পড়েছে শেরিফ। জেনির নিরাপত্তার ব্যাপারে ও উদ্বিগ্ন, মনে মনে স্বীকার গেল অ্যাণ্ডারসন। ওর বাড়িতে মারা গিয়েছিলো সেই বাচ্চাদুটো, কথাটা সার্কাস-মালিকের কাছ থেকে জেনে নেয়া ইণ্ডিয়ানের জন্যে কঠিন কোনো কাজ নয়, যেহেতু শহরের নাম-ঠিকানা সে ঠিকই জেনে নিয়েছে।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন, রাস্তা পেরুলো। আকাশের রঙ এখন গোলাপি-ধূসর।

লিভারি বার্নের ওপাশে প্রায় একশ' গজ দূরের একমাত্র বাড়িটাই জেনি উইলসনের। ফাঁকা জায়গাটুকু শুকনো ঘাসে ছাওয়া, পায়ে হেঁটে দূরত্বটা অতিক্রম করলো অ্যাণ্ডারসন। বাতাসে অদ্ভুত একটা সৌরভ ভাসছে: মাংস রান্নার গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে শুকনো ঘাসের সুবাস আর লিভারি বার্নের পেছনের কোরালের গন্ধ।

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন উপলব্ধি করলো, আজ রাতে ছেলেকে নিয়ে জেনির পক্ষে নিজের বাড়িতে থাকা সম্ভব হবে না। ইণ্ডিয়ান লোক-টাকে গ্রেপ্তার অথবা হত্যা না করা পর্যন্ত কোনোভাবেই এখানে রাত কাটাতে দেয়া যাবে না কাউকে। বাড়িটার একশ' গজের মধ্যে আর

কোনো দালানকোঠা কিংবা আশ্রয় নেই। সুতরাং জেসকে নিয়ে বোর্ডিংহাউসে চলে আসতে হবে ওকে। ছেলেসহ মিসেস কুপারকেও নিয়ে আসতে হবে।

জেনির বাড়িটা ছোটখাট, তবে ছিমছাম। ইয়েলোহর্সের সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি, প্রায় দশবছর আগে স্টেজ কোচের 'ওয়ে স্টেশন' হিসাবে বানানো হয়েছিলো। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি দেয়াল কালের আঁচড়ে ধূসর হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো যথেষ্ট মজবুত; কিন্তু বাড়িটায় জানালা আছে, সহজেই ঢুকতে পারবে ইণ্ডিয়ান লোকটা।

রান্নাঘরের জানালায় আলোর আভাস। আকাশের রঙ আবার বদলে গেছে, এখন খাকি। দরজায় টোকা দিলো অ্যাণ্ডারসন, কবাট খুলে দিলো জেনি।

জেনির চেহারা এমন যে দেখলে যে কারো ভালো লেগে যাবে; পরিপূর্ণ নারী, কোথাও খুঁত নেই, মরাল গ্রীবা, মাখনের মতো ফর্সা গায়ের রঙ, ভরাট মুখ—সদাপ্রফুল্ল। কিন্তু মেয়েটার চোখ দেখে অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো কুপারের মৃত্যুর কথা ওর কানেও পৌঁছেছে, তার দৃষ্টিতে এখন ভয়।

'এসো, ডিন,' বললো জেনি, 'দাওয়াতের কথা মনে আছে দেখে খুশি হয়েছি।'

বোর্ডিংহাউসে ঝাড়পোঁছ আর খাবার সার্ভ করার চাকরি করে জেনি উইলসন, কাজটা পুরুষমানুষের, কিন্তু এ-নিয়ে তার কোনো সঙ্কোচ নেই। নিঃসঙ্গ একজন মহিলাকে জীবিকার তাগিদে যখন কাজ করতে হয়, উন্নাসিক হলে তার চলে না। কাজ না করলে আহার জুটবে কোত্থেকে?

দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়নি জেনি, তাই ঢুকতে পারছে না

অ্যাণ্ডারসন, হাসলো ও, দুহাতে বাহু ধরলো মেয়েটার, ইচ্ছে করলো আলিঙ্গন করে, ইচ্ছেটা দমন করলো। মেয়েটা ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাছাড়া এই ধরনের চিন্তাভাবনা ওর জন্যে শোভন নয়, পরে পস্তাতে হতে পারে। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে না, আসলে ওকে পছন্দ করে জেনি, ভালোবাসে মনে মনে, বয়সের পার্থক্য ওর কাছে কোনো বাধা নয়। ওদের সম্পর্কটা স্রেফ বন্ধুত্বের, অ্যাণ্ডারসনের এই ভাব ওকে আহত করে।

জেনিকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। ওঅশস্ট্যাণ্ডে হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসলো। খুদে জেস আগেই বসে পড়েছে, গম্ভীর চোখে ওকে জরিপ করছে। চার বছর বয়স ছেলেটার, অ্যাণ্ডারসনকে বেশ পছন্দ করে, কিন্তু ওর কাছে আসতে কেন কে জানে লজ্জা পায়। জেসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো অ্যাণ্ডারসন, চোখ ফেরালো জেনির দিকে।

চুলোর আঁচে চেহারা লাল হয়ে আছে বলে মনে হলো ওর, নাকি ওর ছোঁয়ায় লজ্জা পেয়েছে? অ্যাণ্ডারসন ভাবলো, ওদের বয়সের পার্থক্যটা যদি বেশি না হতো! যদিও জানে, এ-ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই।

'খবরটা আমি শুনেছি,' বলে আড়চোখে জেসের দিকে তাকালো জেনি উইলসন।

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। টেবিলের কাছে এসে থালাবাসন সাজাতে শুরু করলো জেনি। মিষ্টি একটা সৌরভ ভেসে আসছে মেয়েটির শরীর থেকে। অ্যাণ্ডারসনের আবার ইচ্ছে হলো ওকে আলিঙ্গন করে, নিজেকে সংযত রাখলো সে। টেবিল সাজিয়ে আবার চুলোর কাছে ফিরে গেল জেনি।

অ্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'সব ?'

ওর দিকে ফিরলো জেনি, এখন আর লালচে ভাবটা নেই চেহারায়। 'সব।'

'আমার বিশ্বাস,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'লোকটা সেই বাচ্চাদের বাবা কিংবা কোনো আত্মীয়। সম্ভবত যুদ্ধে আহত হওয়ায় অসুস্থ ছিলো এতদিন, সেরে ওঠামাত্র ছুটে এসেছে বদলা নিতে।'

'কিন্তু কুপারকে বেছে নিলো কেন ?'

'এ-শহরের সবাইকে ঘৃণা করে সে।'

অ্যাণ্ডারসনের চেহারা জরিপ করছে জেস, যেন বোঝার চেষ্টা করেছে ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু। কুপারের কি হয়েছে জানে না ছেলেটা, সুতরাং তার পক্ষে পুরো ব্যাপারটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। না বুঝলেই ভালো, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, ওকে আতঙ্কিত করে তোলার কোনো দরকার নেই।

ডাচ-আভেনের ঢাকনা সরিয়ে মাংস বাড়লো জেনি উইলসন। স্ট্যু বাড়তে আরম্ভ করলো তারপর। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে, এই মুহূর্তে ইণ্ডিয়ান লোকটার কথা ভাবছে জেনি।

'জেসকে নিয়ে আজরাতে বোর্ডিংহাউসে থাকতে হবে তোমাকে,' বললো ও।

পাঁই করে ঘুরলো জেনি, দুচোখে স্পষ্ট আতঙ্ক। 'লোকটা শহরেও হামলা করতে আসবে ভাবছো ?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'হয়তো আসবে না। কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে কাজ কি ? বাচ্চাদুটো কিন্তু তোমার এখানেই মারা গিয়েছিলো, লোকটা কিভাবে জানবে যে আসলে ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছো তুমি ?'

নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো জেনি উইলসন, অসুস্থ বাচ্চা-দুটোর করুণ মৃত্যুর শোক ভেসে উঠলো তার চোখে। অবশেষে মাথা দোলালো। 'ঠিক আছে,' বললো সে।

জেসের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'আগামী কটা দিন মায়ের কাছাকাছি থাকবে, ঠিক আছে?'

'কেন?'

ভুরু কোঁচকালো অ্যাণ্ডারসন, ইতস্তত করলো, শেষমেষ বললো, 'দরকার আছে।'

আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো জেস, কিন্তু জেনি প্লেটে খাবার তুলে দেয়ায় ভুলে গেল সে, খেতে শুরু করলো। জেনির বসার অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর নিজের প্লেটে খাবার তুলে নিলো।

প্রায় চার বছর আগে স্বামী হারিয়েছে জেনি। স্টেজকোচ ড্রাইভার ছিলো সে, একদিন পাহাড়ের ওপর থেকে স্টেজ উল্টে যাওয়ায় নিহত হয়।

তারপর শহর আর আশপাশের সব র‍্যাঞ্চের অবিবাহিত ছেলেরা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে জেনি। স্রেফ বিয়ের জন্যে বিয়ে করতে রাজি নয় সে। প্রথম স্বামীকে ও ভালোবাসতো, তার চেয়ে কম যোগ্য কারো হাতে নিজেকে সঁপে দেয়ার ইচ্ছে নেই ওর। জেনি এখন স্বাবলম্বী, কারো মন জুগিয়ে চলতে হয় না।

কিন্তু ডিন অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার পর বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে জেনির মনে। সে জানে, অ্যাণ্ডারসন সুদর্শন সুপুরুষ নয়, জানে ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ করে সে, প্রায়ই শহর ছেড়ে

দূরে চলে যেতে হয়, যখন-তখন তার প্রাণ হারানোর আশঙ্কা আছে; কিন্তু তবু কেন যেন অ্যাণ্ডারসনের উপস্থিতিতে বদলে যায় জেনি, ওর সামান্য ছোঁয়ায় শিহরণ বোধ করে। ঘাসের ওপর দিয়ে তখন ওকে আসতে দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গিয়েছিলো ওর। জেনি জানে, অ্যাণ্ডারসন বয়সে ওর চেয়ে বড়, তবু তার প্রতি ওর দুর্বলতা এতটুকু কমেনি, যদিও অ্যাণ্ডারসনের কাছে বয়সের পার্থক্যটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খোলাখুলি ওকে বিয়ের কথা বলা ছাড়া আর কিছু করতে বাদ রাখেনি জেনি। একজন পুরুষের মন জয় করার জন্যে যা কিছু করার সে করেছে। অ্যাণ্ডারসনকে যে ভালোবাসে, আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছে; কিন্তু কেন যেন মনে হয়, ওকে পরিপূর্ণ নারী হিসাবে দেখে না অ্যাণ্ডারসন, এমন ভাব করে যেন জেনি একটা ছোট্ট মেয়ে, কিংবা তার কোনো নিকট আত্মীয়।

অ্যাণ্ডারসনের খাওয়া দেখলো জেনি, দৃষ্টিতে এক ধরনের অভিমান। আরো এগোনো যায়, জানে, কিন্তু মনের সায় মিলছে না। একটা মেয়ে যখন কোনো পুরুষের প্রতি দুর্বলতা বোধ করে, তখন সেই পুরুষেরও উচিত মেয়েটার প্রতি দুর্বলতা বোধ করা। নইলে শোভন হবে কিভাবে ব্যাপারটা?

চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে এবার কুপারের হত্যাকারী ইণ্ডিয়ান লোকটার কথা ভাবার চেষ্টা করে জেনি উইলসন। কুপারকে নির্দয়ভাবে খুন করেছে লোকটা। তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেও হত্যাকাণ্ডটা মানতে পারছে না ও। ইণ্ডিয়ানরা যদি জেসকে ওভাবে খাঁচায় পুরে সেই বাচ্চাদুটোর মতো সার্কাসে দেখাতো, এবং তার ফলে মারা যেত জেস, ওর নিজেরও এইরকম মানসিক অবস্থা হতো।

জেনি জানে, এমন কিছু ঘটলে সে-ও ওই ইণ্ডিয়ানের মতো প্রতিশোধস্পৃহায় খেপে উঠবে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসম্ভব সেইসব কাজ করে বসবে অবলীলায়।

খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বাইরে গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো। ন্যাপকিনে মুখ মুছলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর উঠে দাঁড়ালো, মুহূর্তের জন্যে অনড় থেকে জানালার দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, অবশেষে ধীর গলায় বললো, 'তোমরা কি কি নেয়ার আছে গুছিয়ে ফেলো, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে দ্রুত দরজা খুললো ডিন অ্যাণ্ডারসন, চট করে বেরিয়ে এসেই ফের আটকে দিলো কবাট। বাইরে থেকে কেউ এদিকে যদি নজর রেখেও থাকে বড়জোর এক মুহূর্তের জন্যে ওকে দেখেছে সে।

নিজের জায়গায় বেশ কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে রইলো জেনি উইলসন, বাইরে থেকে কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা তার অপেক্ষা করলো। না, কিছুই শোনা গেল না। তবু ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল ওর সারা শরীরে। ভীতিকর অনুভূতিটা মন থেকে দূর করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলো সে।

টেবিল থেকে এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিতে শুরু করলো জেনি। চুলো থেকে চায়ের কেতলি নামিয়ে ডিশপ্যানে গরমপানি ঢাললো, সাবান গুলে ফেনা তৈরি করলো, তারপর সব থালাবাসন ডুবিয়ে দিলো গরম পানিতে।

মানসচক্ষে সে দেখতে পাচ্ছে, বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাণ্ডারসন, বন্ধ কবাটের ওপাশে অদৃশ্য। হঠাৎ জেনি উপলব্ধি করলো,

এই মুহূর্তে বাইরে ডিন না থাকলে রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো সে।

'মা,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো জেস, 'আমি বাইরে খেলতে যাই?'

মাথা নাড়লো জেনি। 'না। বরং এক কাজ করো, চিলেকোঠা থেকে কার্পেটব্যাগটা নামিয়ে আনো। আজ রাতে বোর্ডিংহাউসে থাকতে যাচ্ছি আমরা। বেশ মজা হবে, কি বলো?' জেসের জবাব শুনতে পেলো না জেনি। জানালার চৌকো অন্ধকার কাঠামোর দিকে চোখ, সরাতে পারছে না।

বাইরে কোথাও রয়েছে ইণ্ডিয়ান লোকটা, সতর্ক, খাপ পেতে আছে শিকারের অপেক্ষায়, আবার হামলা চালাবেই, তার আগেই ডিন অ্যাণ্ডারসন তাকে ধরতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম।

পরিস্থিতি ডিনের অনুকূল নয়। এক কদম এগিয়ে আছে শাই-য়্যান, লোকচক্ষুর আড়ালে, অন্ধকারে ছায়ার মতো ঘাপটি মেরে রয়েছে, শহরের কেউ ভুলক্রমে তার খপ্পরে গিয়ে পড়লেই খুন করবে। কেউ সামান্য ভুল করলেই প্রাণ দিয়ে তার খেসারত দিতে হবে। একা সবদিক সামলানো ডিন অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে সম্ভব নয়।

মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠলো জেস, কার্পেটব্যাগ নামিয়ে দিলো জেনির হাতে। অনেক কষ্টে জানালা থেকে চোখ সরিয়ে আনলো জেনি, অতিপ্রয়োজনীয় আর দামি কিছু জিনিসপত্র ব্যাগে ঢোকাতে শুরু করলো।

ব্যাগ গোছানো শেষ হলে অন্যমনস্কভাবে খানিক আগে ধোয়া বাসনকোসন মুছে একপাশে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলো রোজকার মতো।

মৃদু টোকা পড়লো দরজায়, ভেতরে ঢুকলো অ্যাণ্ডারসন, চেহারা

কঠিন এবং সতর্ক, অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এসেছে বলে চোখ-জোড়া কুঁচকে গেছে।

'আমরা তৈরি, ডিন,' বললো জেনি।

'ঠিক আছে,' আলো নিবিয়ে ফের দরজার দিকে এগিয়ে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন, আগে বেরুলো সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বললো, 'জেস, মায়ের হাত ধরে থেকো।'

জেনির হাত ধরলো জেস। ওদের আগে আগে সামনে এগোলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, দুহাত মুক্ত, তৈরি, বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপ।

বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ে গেল হঠাৎ জেনির। 'মৃত্যু-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াবো আমি, কিন্তু শয়তানের ভয় করবো না, কেননা ঈশ্বর আমার সহায়।'

ইণ্ডিয়ান লোকটা যতক্ষণ বাইরে ঘাপটি মেরে থাকবে ততক্ষণ ইয়েলোহর্স একটা 'মৃত্যু-উপত্যকা' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন যখন কাছে আছে, ওর ভয়ের কিছু নেই।

তিন

শুকনো ঘাসে খসখসে শব্দ হচ্ছে, সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে ওরা। স্যালুন আর বোর্ডিংহাউসের ভেতরের আলোকে বহুদূরের মনে হচ্ছে। আতঙ্কে বারবার ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে জেনি উইলসন, চারদিকের ছায়া আর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ওর পিঠের মাংস যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরো তিন-চারবার চারপাশে নজর বোলালো জেনি, ভীত। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো সর্বশক্তিতে জেসের হাত চেপে ধরেছে সে, ব্যথা পাচ্ছে বেচারা, কিন্তু টুঁ শব্দও করছে না।

সামনে হালকা সহজ-পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে ডিন অ্যাণ্ডারসন, বুট পরা শ্বেতাঙ্গ নয়, মোকাসিন পায়ে এক ইণ্ডিয়ান যেন, শব্দহীন। শেরিফের মাথাও বারবার এপাশ-ওপাশ ফিরছে, শাইয়্যান কোত্থেকে হামলা চালানোর চেষ্টা করতে পারে বোঝার চেষ্টা করছে।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে জেনি উইলসনের। ঘামে ভিজে গেছে মুহাতের তালু। শিরশির করছে সারা শরীর। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর কেউ একটা বোমা বসিয়ে দিয়েছে, সামান্যতম শব্দেই বিস্ফোরিত হবে, সেই ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে।

আচমকা অন্ধকার থেকে ভেসে এলো চিৎকারটা, যেন নরকের অতল গহ্বর থেকে উঠে আসছে।-ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল জেনি, মনে হচ্ছে গায়ের ঘাম জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাবে। মেয়েমানুষের আর্তনাদের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো চিৎকারটা, কাঁপতে কাঁপতে অস্পষ্ট হলো ক্রমশ, তারপর জোরালো হয়ে উঠলো আবার।

হঠাৎ জেনি বুঝতে পারলো থমকে দাঁড়িয়েছে সে, এরচেয়ে মারাত্মক বোকামি আর হতে পারে না। ওদিকে রিভলভার হাতে আর্তনাদটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে তাকিয়েছে ডিন অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না সে। আগের মতোই নিকষ অন্ধকার চারদিকে, শুধুই অন্ধকার, ওখান থেকে যে-কোনো মুহূর্তে ধেয়ে আসতে পারে মৃত্যু-দূত।

জেনির মনে হলো বেশ কয়েকমিনিট ধরে এইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, কিন্তু আসলে এক মুহূর্তের বেশি নয়, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশমাত্র। হঠাৎ জেসকে কোলে তুলে নিলো অ্যাণ্ডারসন। কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলো রিভলভারটা। বিশাল হাতে আঁকড়ে ধরলো জেনির ছোট্ট মসৃণ হাত, তারপর সোজা ছুটলো সামনে, হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার দশা হলো জেনির, সামলে নিলো কোনোমতে। অ্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'জলদি চলো!' কর্কশ, অপরিচিত শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। 'ইণ্ডিয়ানটার কাছে বোধ হয় বন্দুক নেই, থাকলে এতক্ষণে নির্ঘাৎ গুলি করতো!'

আবার হোঁচট খেতে গিয়েও নিজেকে সামলালো জেনি উইলসন।

বিশালদেহী অ্যাণ্ডারসন অস্বাভাবিক দ্রুত দৌড়াচ্ছে, ওর সঙ্গে তাল মেলানো ছাড়া জেনির উপায় নেই, পিছিয়ে পড়া চলবে না। বিশাল হাতে ধরে ওকে টেনে নিয়ে ছুটছে অ্যাণ্ডারসন, দেরি করার

কিংবা বিশ্রামের কোনো সুযোগই দিচ্ছে না।

আর্তনাদের শব্দটা এখন থেমে গেছে, সারা শহরে আবার নেমে এসেছে কবরের নিস্তব্ধতা। কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ানের আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠছে চারদিকে—দালানকোঠা আর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে।

জেনির শিরদাঁড়ার শিরশিরে অনুভূতিটা এতটুকু কমেনি। রাস্তার কিনারায় পৌঁছুলো ওরা, ছোটার গতি আরো বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন, রাস্তা পেরুলো দুজনা। বোর্ডিংহাউসের জানালায় উৎসুক কয়েকটা মুখ দেখা যাচ্ছে; ওদিকে পাশের স্যালুন থেকে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র একদল লোক।

বোর্ডিংহাউসে ঢোকার আগে থামা দূরে থাক এতটুকু গতি কমালো না ডিন অ্যাণ্ডারসন। ভেতরে ঢুকে থামলো ও, জেনির হাত ছেড়ে কোল থেকে নামালো জেসকে। কোনো কথা বললো না, কিন্তু ওর দৃষ্টি দেখেই জেনি বুঝলো ওদের দুজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে অ্যাণ্ডারসন। দেরি না করে আবার হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল শেরিফ, পোর্চের কাঠের পাটাতনে তার ভারি বুটের শব্দ উঠলো মুহূর্তের জন্যে।

জেনির ইচ্ছে হলো কোথাও লুকোয়, কিন্তু তেমন কিছু করলো না সে, কার্পেটব্যাগটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে দরজার কাছে ফিরে এলো। হঠাৎ করে এখন কেন যেন নিজের প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান মনে হচ্ছে অ্যাণ্ডারসনের জীবনকে। ডিন যেন অক্ষয় কোনো পাথর, যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়, যে কোনোদিন নিরাশ করবে না, দুর্বল হবে না কিংবা হারিয়ে যাবে না দূরে কোথাও। ডিনের উপস্থিতিতে নিরাপদ বোধ

করে জেনি। কিন্তু অ্যাণ্ডারসনকে ওর অবিনশ্বর মনে হলেও যুক্তি দিয়ে জেনি বুঝতে পারে বাস্তবে সে তা নয়।

পাশের স্যালুন থেকে আগেই দশ-বারোজনের একটা সশস্ত্র দল বেরিয়ে এসেছিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে একসঙ্গে উবু হয়ে দৌড়ে রাস্তার উল্টোদিকে রওনা দিলো ওরা। দলে ভারি বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সবাই, অস্ত্র তৈরি রেখেছে বিপদ মোকাবিলায়। অ্যাণ্ডারসন আবার বাইরে আসার আগেই রাস্তা পেরিয়ে ঘেসো জমিতে পা রাখলো ওরা।

জেনি যখন বোর্ডিংহাউসের দরজায় পৌঁছুলো, তার আগেই আরো অনেকে ভিড় জমিয়েছে ওখানে, ভিড় ঠেলে অন্ধকার পোর্চে এসে দাঁড়ালো জেনি। রাস্তার উল্টোদিকের লোকগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলো অ্যাণ্ডারসন। 'শোনো! ফিরে এসো তোমরা! অন্ধকারে ওকে ধরা যাবে না!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো কয়েকজন। একজন থমকে দাঁড়ালো পলকের জন্যে, কিন্তু অন্যদের ছুটতে দেখে নিজেও ছুটতে শুরু করলো আবার।

'আহ্, ফিরে এসো বলছি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! শিকারের নেশায় মেতেছে ওরা; দলে দশ-বারোজন থাকায় নিজেদের অপরাজেয় ভাবছে। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, স্থিরবিশ্বাস ওদের, এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় কেউ।

কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে, এভাবে ইণ্ডিয়ানটাকে মারতে গিয়ে আসলে নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওরা। দু-একজন বাদে শহরের প্রায় সব পুরুষই গেছে ওদিকে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছে শাইয়্যান, তার হাতে যদি এখন আবার কেউ মারা যায়, অসহায় হয়ে পড়বে আরেকটা পরিবার। অন্ধকারে হামলা চালিয়ে উধাও হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ান, তারপর আবার হামলা করবে নিজের সুবিধে মতো!

অ্যাণ্ডারসন নিশ্চিত শাইয়্যানের কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। থাকলে তখন চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতো। হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল হলো ওর: ইণ্ডিয়ানকে ধাওয়াকারী দলের প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র আছে। ওদের যে-কোনো একজনকে দলছাড়া করতে পারলেই বর্বরটা আরেকটা শিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে পাবে একটা রাইফেল কিংবা রিভলভার।

এখন ওদের পিছু নিয়ে লাভ নেই, ভাবলো শেরিফ, ফেরানো যাবে না। কিন্তু এখানে কিছু না করে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয় ওর পক্ষে, আরো একজনের মৃত্যু দেখতে চায় না কিছুতেই।

রিভলভার বাগিয়ে সশস্ত্র দলটা যেদিকে গেছে দ্রুত সেদিকে ছুটলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন। এখন আর ওদের দেখা যাচ্ছে না। হাঁক ছাড়লো অ্যাণ্ডারসন।

'অ্যাই, ফিরে এসো তোমরা!'

কোনো সাড়া মিললো না। বারবার ডানে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে দৌড়ুতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। এতক্ষণে হয়তো ভাগ হয়ে গেছে দলটা, ভাবলো ও, ইণ্ডিয়ানের বদলে নিজেদের কাউকে হত্যা করে বসতে পারে!

একটু পর পর সামনে থেকে গুলির শব্দ আসছে এখন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। শাইয়্যান যদি এখন ওদের ওপর পেছন থেকে চড়াও হয়, ওর গায়ে গুলি লাগার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। ও

ইণ্ডিয়ান নয়, সহসা বুঝে উঠতে পারবে না কেউ।

বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর ফিরতি পথ ধরলো, একপাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো জেনির বাড়িটা বিশাল দেখাচ্ছে। সতর্ক দৃষ্টিতে ছায়ায় ছায়ায় নজর বোলালো শেরিফ, কোন্‌টা কিসের ছায়া বোঝার চেষ্টা করলো, বোঝার উপায় নেই। কোনো নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় কিনা দেখলো—নেই; কোনোরকম অস্বাভাবিক শব্দ আসে কিনা শোনার জন্যে কান খাড়া করে রাখলো।

পেছনে এখনো বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। বোকার হদ্দ একেকটা! ভাবলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই রাস্তার কিনারে পৌঁছুলো সে, এপাশে আসার জন্যে পা বাড়ালো।

বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় অন্যান্যের সঙ্গে জেনির ফ্যাকাসে চেহারা আর আতঙ্কিত জেসকে দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন। জেনির অভিব্যক্তি ওর নজর এড়ালো না, মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো।

বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় উঠে এলো শেরিফ। 'ভেতরে যাও সবাই!' নির্দেশ দিলো সে। 'এতক্ষণ ইণ্ডিয়ানটার কাছে রাইফেল জাতীয় কিছু ছিলো না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা অস্ত্রের দখল পেয়েছে সে।'

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে একে অন্যের পথ আগলে দাঁড়ালো সবাই। ওরা ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর পাশের স্যালুনের দিকে এগিয়ে গেল। শহরের কয়েকজন প্রবীণ লোক স্যালুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু আগে জনতা যেদিকে গেছে সেদিকে তাদের নজর। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'সবাই ভেতরে যাও।' নীরবে নির্দেশ পালন করলো ওরা।

স্যালুনের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, জানালার আলোর নাগালের বাইরে। ওই দলটা যেদিকে গেছে সেদিক থেকে এখনো বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই অন্ধকারে শাইয়্যানকে ধরার প্রশ্নই ওঠে না, কথাটা বুঝতে ওদের কতক্ষণ লাগবে? অন্ধের মতো গুলি করছে ওরা, এ স্রেফ অপচয়, কি লাভ হচ্ছে!

আচমকা গুলির শব্দের সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো, মুহূর্তের জন্যে। তারপর নীরবতা, পরক্ষণে আবার গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ। কেউ নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, এরকম কিছুই আশঙ্কা করছিলো সে। এবার ফিরে আসবে ওরা, আহত সঙ্গীকে নিয়ে।

অপেক্ষা করতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন, অন্ধকার ভেদ করে রাস্তার উল্টোদিকে কি আছে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেল দুচোখ। ইণ্ডিয়ানটা যেন প্রেতাত্মা, তার সঙ্গে পারবে কি করে রক্তমাংসের মানুষ? অন্ধকারে তাকে দেখার উপায় নেই, আর দিনে যখন ট্রেইল করা সম্ভব তখনও ধরা যাবে না, কারণ কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে থাকার সুযোগ রয়েছে তার। বিপদ এড়াতে চাইলে শহরবাসীদের সামনে একটা পথই খোলা আছে একসঙ্গে ঘরের ভেতর বসে থাকা; কিন্তু অনন্তকাল তো সেটা সম্ভব নয়!

রাস্তার উল্টোদিকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো লোকগুলো। জ্যাক মফিট নামে এক লোক সবার আগে ছুটে এলো শেরিফের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'রজারকে ঘায়েল করেছে সে, খোদা, কি ভয়ঙ্কর!'

'মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাণ্ডারসন।

'কি জানি!' এখনো হাঁপাচ্ছে মফিট, 'না মরলেও বাঁচার আশা

নেই। ওকে নিয়ে আসছে ওরা!'

'ওর রাইফেল?' আবার প্রশ্ন করলো অ্যাণ্ডারসন।

অবিশ্বাসভরা চোখে ওর দিকে তাকালো মফিট। 'রাইফেল? আর কোনো কথা পেলে না? বেচারাকে ছুরির ঘাই মেরেছে হারামজাদাটা, ঝর্নার মতো দরদর করে রক্ত ঝরছে, আর তুমি কিনা জিজ্ঞেস করছো রাইফেলের কথা?'

'মাথা গরম করো না,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'খেপে ওঠার মতো কিছু বলিনি আমি। ইণ্ডিয়ানের কাছে এতক্ষণ কোনো রাইফেল ছিলো না, আমি জানতে চেয়েছি এখনো অবস্থা আগের মতোই আছে কিনা।'

মফিটের দৃষ্টিতে বিচিত্র ভাব ফুটে উঠলো এবার। 'দুঃখিত,' বললো সে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

আরো কয়েকজন ক্লান্ত পদক্ষেপে রাস্তা পেরিয়ে এলো। তারপর জন শার্প আর ম্যাক্স হ্যাটফিল্ডকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, রজার ফোর্ডকে বয়ে আনছে তারা। রজারের দেহে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই, কিন্তু ডিন বুঝতে পারছে খুব কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।

রক্তও দেখা গেল এবার। ফোর্ডের শরীরের সামনের দিক রক্তে ভিজে সপসপ করছে, জমাট বেঁধে যাচ্ছে ক্রমশ। একপাশে হেলে পড়েছে তার মাথা। ড্যান কুপারের ঘোড়ার মতো ওকেও জবাই করেছে ইণ্ডিয়ান।

শার্প আর হ্যাটফিল্ড স্যালুনে পৌঁছার পর অ্যাণ্ডারসন বললো, 'ভেতরে নিয়ে যাও ওকে, বোর্ডিংহাউসে গিয়ে কাজ নেই। বাচ্চা আর মেয়েরা এমনিতেই আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে!'

রজার ফোর্ডকে স্যালুনের ভেতরে নিয়ে গেল ওরা। পেছন পেছন

গেল অ্যাণ্ডারসন। একটা টেবিলে শুইয়ে দেয়া হলো ফোর্ডকে, ওর কব্জি হাতে তুলে নিলো শেরিফ, নাড়ি দেখলো, জানতো বৃথা; মারা গেছে রজার ফোর্ড! রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটেছে।

সোজা হয়ে শার্প আর হ্যাটফিল্ডের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালো। 'গুণে দেখো,' বললো, 'সবাই ফিরেছে কিনা।'

সবার মাথা গুণে দেখলো ওরা দুজন। তারপর শার্প বললো, 'হ্যাঁ, ফিরেছে।' ঘামে চিকচিক করছে ওর টাক মাথা, কুঁতকুঁতে চোখ জোড়ায় নগ্ন আতঙ্ক।

'ফোর্ডের রাইফেলটা কোথায়?' জানতে চাইলো অ্যাণ্ডারসন, 'আমার মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ানের হাতে পড়েছে ওটা!'

সবার চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি ফুটে উঠলো আস্তে আস্তে, দেরিতে হলেও এখন ওরা বুঝতে শুরু করেছে বোকার মতো অন্ধকারে ইণ্ডিয়ানকে ধাওয়া করতে গিয়ে নিজেদের কত বড় সর্বনাশের বীজ বুনে এসেছে। একজন প্রাণ হারিয়েছে, আরো কতজন না জানি মারা যাবে, কারণ এখন শত্রুর কাছে একটা রাইফেল রয়েছে, অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ইচ্ছেমতো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারবে সে।

আরো একটা অপ্রিয় অথচ অনিবার্য দায়িত্ব পালন করতে হবে এখন অ্যাণ্ডারসনকে। দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে যেতে হবে ফোর্ডের স্ত্রীর কাছে। ওরা ফোর্ডকে বয়ে আনার সময় মহিলা হয়তো বুঝতে পারেনি ওটা তার স্বামীরই লাশ!

স্যালুন থেকে বেরিয়ে আসার সময় সবাই যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'নেহাত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না কেউ। আর গেলেও দ্রুত অন্ধকারে মিশে যাবে,

যাতে ইণ্ডিয়ানটা নিশানা করতে না পারে। একা এমনকি আউট-হাউসেও যেয়ো না যেন।'

ওর সাবধানবাণী শুনে চুপ মেরে গেল সবাই। বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন, চট করে সরে দাঁড়ালো একপাশে, আলোর সীমানার বাইরে। তারপর দ্রুত পাশের বোর্ডিংহাউসের দিকে এগোলো। বোর্ডিংহাউসের দরজা ভেতর থেকে আটকানো, প্রত্যেকটা জানালায় পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়েছে। নক করলো শেরিফ দরজায়, কবাট খুলে গেল, ঝটপট ভেতরে ঢুকে পড়লো সে, আবার আটকে দিলো দরজা। 'মিসেস ফোর্ড কোথায়?' জানতে চাইলো।

মিসেস ফোর্ডের চেহারা দেখেই অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো ও কি বলতে এসেছে জানে মহিলা। ওর দিকে এগিয়ে এলো সে। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'রজার, ম্যা'ম, মারা গেছে।'

মাঝপথে থমকে দাঁড়ালো মিসেস ফোর্ড, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত। তারপর হঠাৎ অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, বিকৃত রূপ নিলো চোখ মুখ। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো শরীর। আরো কয়েকজন মহিলা এগিয়ে গেল মিসেস ফোর্ডের কাছে, ধরাধরি করে তাকে বোর্ডিংহাউসের পারলারে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। মহিলাকে আর দেখতে পেলো না শেরিফ, কিন্তু কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। কয়েকটা ছেলেমেয়ে হঠাৎ একসঙ্গে কান্না জুড়ে দিলো।

জোনিকে দেখতে পেয়ে ইশারায় কাছে ডাকলো অ্যাণ্ডারসন। জেনি আসার পর বললো, 'ফোর্ডের রাইফেলটা হাতিয়ে নিয়েছে শাইয়্যান। লক্ষ্য রেখো কেউ যেন বাইরে না যায়। দরকার হলে

কথাটা খুলে বলো সবাইকে।'

মাথা দোলালো জেনি উইলসন। বেরিয়ে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়ালো ডিন অ্যাণ্ডারসন, এই সময় ফিসফিস্ করে জেনি বললো, 'কি করবে এবার? আমরা কি এখানে বলির পাঁঠার মতো কতল হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবো অনন্তকাল?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। জবাবটা জানা নেই তার। ইণ্ডিয়ানকে ধরার একটা পথ খুঁজে ফিরছে সে মনে মনে, কিন্তু এখনো কোনো বুদ্ধি খেলেনি মাথায়। দলবেঁধে ধাওয়া করে ওকে অন্ধকারে ধরার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, দিনের আলোয় অনুসরণ করাও সম্ভব হয়নি; কিন্তু একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে!

'ববকে দুটো কফিন বানাতে বলে আসছি আমি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'তারপর রজারের চেহারা পরিষ্কার করবো, যাতে বেচারার স্ত্রী শেষ দেখা দেখে নিতে পারে!'

দুহাতে অ্যাণ্ডারসনের হাত মুঠি করে ধরলো জেনি উইলসন, শক্ত করে ধরে রাখলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছেড়ে দিলো।

বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন।

কয়েক মিনিট বোর্ডিংহাউসের পোর্চে দাঁড়িয়ে রইলো, চেয়ে রইলো অন্ধকারে, কোনোরকম নড়াচড়া চোখে পড়ে কিনা দেখার চেষ্টা করলো, তারপর দৌড় শুরু করলো, কে জানে, হয়তো দশ-বারোগজ দূরেই ঘাপটি মেরে আছে ইণ্ডিয়ানটা। স্যালুনের দিকে এগোলো ও।

চার

অ্যাণ্ডারসন দরজায় পা রাখতেই স্তব্ধ হয়ে গেল স্যালুনের গুঞ্জন। ইতিমধ্যে কয়েকজন মদ খেয়ে মাতাল হতে শুরু করেছে। বাকিরা তাকিয়ে আছে ফাঁকা দৃষ্টিতে। কথা নেই এখন কারো মুখে। সবাই ভাবছে সেই ইণ্ডিয়ানের কথা।

অ্যাণ্ডারসন ভাবলো, আশ্চর্য, একটামাত্র লোক কিভাবে একটা জনপদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু বাস্তব।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'বব কোথায়?'

টেবিলের ওপর দুহাতে মাথা গুঁজে বসেছিলো বব ভিনসেণ্ট, মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো, নেশায় ঝাপসা দৃষ্টি।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'দুটো কফিন বানাতে হবে তোমাকে, এখুনি কাজ শুরু করে দাও।'

উঠে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট। বাইরে যেতে হবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়লো সে। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'কমপক্ষে দুজন লোক ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত। কে যাবে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করলো। বাইরে যেতে রাজি নয় কেউ।

অবশেষে অনীহার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স হ্যাটফিল্ড, গম্ভীর

কণ্ঠে বললো, 'আমি যাবো।'

'আমিও,' বললো জ্যাক মফিট।

যার-যার অস্ত্র তুলে নিলো ওরা তিনজন, পা বাড়ালো দরজার দিকে। মনে মনে ডিন অ্যাণ্ডারসন প্রার্থনা করলো, ওরা লিভারি আস্তাবলে যাবার পথে কিংবা পৌঁছার পর কোনো বিপদ যেন না হয়। যদি কিছু ঘটে যায়, এরপর আর কাউকে কোনো কাজে বাইরে পাঠানো যাবে না!

কিন্তু এখানে, স্যালুনে কিংবা বোর্ডিংহাউসে দিনের পর দিন লোক-জনকে এভাবে বন্দী হয়ে থাকতে দিতে পারে না ও। ওদের ওপর যতই আতঙ্ক ভর করবে ততই প্রতিশোধস্পৃহ ইণ্ডিয়ানকে ধরার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। একে একে সবাইকে হত্যা করবে শাইয়্যান।

সহানুভূতি বোধ না করলেও শুরুতে লোকটার মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু এখন স্রেফ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে ওর মনে। আর যাই হোক, ইয়েলোহর্সবাসীরা তার বাচ্চাদের সার্কাসের জানোয়ার বানায়নি! এখানে কেউ তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়, বরং জেনি উইলসনই উদ্ধার করেছিলো ওদের, বাঁচানোর চেষ্টা করেছে; হ্যাঁ, ওদের উদ্ধার করতে একটু দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা জেনির অপরাধ নয়। প্রতিশোধ নিতে চাইলে সার্কাস-মালিক আর তার দলের বিরুদ্ধে লাগলেই তো পারে শাইয়্যান! কে জানে, হয়তো ইতিমধ্যে ও-কাজটা সেরে এসেছে সে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, নইলে ইয়েলোহর্সের কথা তার জানার কথা নয়।

বার-এ মৃদু কোলাহলের শব্দ শুনে সেদিকে তাকালো ডিন অ্যাণ্ডারসন। খানিক আগে যারা বেপরোয়াভাবে ইণ্ডিয়ানকে ধরতে গিয়েছিলো তারাই এখন একসঙ্গে মদ গিলছে, একটু পর পর ভুরু

কুঁচকে তাকাচ্ছে ওর দিকে, নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলাপ করছে। ফোর্ডের মৃত্যুর জন্যে হয়তো ওকেই দায়ী করছে, ভাবলো শেরিফ।

লিভারি আস্তাবলে বব ভিনসেন্টকে তার কাজকর্মে সাহায্য করে থাকে টিম ব্লেজার, চড়া গলায় সে বলে উঠলো, 'অ্যাই, শেরিফ! এদিকে শোনো!'

ব্লেজারের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। জন শার্পের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়া বিয়্যারের মগ তুলে নিলো। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো ব্লেজারের দিকে। 'কি বলবে, বলো।'

'কিছু না করে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছো কোন সুখে? ইণ্ডিয়ান হারামজাদাটা এরই মধ্যে দুজনকে খুন করেছে! এসব ঠেকানো না তোমার দায়িত্ব?'

মনে মনে বিরক্ত হলো অ্যাণ্ডারসন, সেই সঙ্গে হঠাৎ বুঝতে পারলো গতকাল কুপারের লাশ খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে সে। 'কি করতে বলো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'আর কিছু না হোক, তখন তো অন্তত আমাদের সঙ্গে যেতে পারতে। তুমি গেলে রজার ফোর্ডকে এভাবে মরতে হতো না।'

'আমি গিয়েছিলাম,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ফিরে আসতে বলেছি বারবার!'

'আমি তোমার ডাক শুনিনি!'

'তোমরা এলোপাতাড়ি গুলি আরম্ভ করায় ফিরে এসেছি আমি,' বললো অ্যাণ্ডারসন। 'ইণ্ডিয়ান ভেবে হয়তো আমাকেই মেরে বসতে।'

হেসে উঠলো কে যেন। কিন্তু ব্লেজার হাসলো না, কুঁচকে উঠলো তার দুচোখ, লাল বর্ণ ধারণ করলো চেহারা। 'আমাদের বোধ হয়

আরো সাহসী একজন শেরিফ রাখা দরকার ছিলো,' বললো সে।

দুহাত মুঠি পাকিয়ে উঠছে, টের পেলো অ্যাণ্ডারসন। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে শান্ত রেখে বললো, 'বোধ হয় ঠিকই বলেছো।' একটু থেমে আবার বললো, 'কিন্তু এখানে তেমন কেউ কি আছে?'

'ঠাট্টা হচ্ছে, না?' খেঁকিয়ে উঠলো ব্লেজার।

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'মোটেই না। কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে ফালতু কথা শোনার আগ্রহ আমার নেই। তখন তোমাদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলাম, আমার কথা না শুনে ছুটে গেছো পাগলের মতো, ফলে মারা গেছে রজার ফোর্ড আর তার রাইফেলটা হাতিয়ে নিয়েছে শাইয়্যান। আমাদের হত্যা করা এখন তার জন্যে অনেক সহজ হয়ে গেছে।'

ফোর্ট লিয়নের ক্যাভালরির ঘোড়া যোগান দেয় লুইস ক্লার্ক, সে বললো, 'কিন্তু একটা কিছু তো করা দরকার এখন। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত বসে থাকতে পারবো না আমরা।'

'রাতে এখানেই থাকতে হবে,' বললো অ্যাণ্ডারসন। 'দিনে অবশ্য ইচ্ছে হলে বের হওয়া যাবে, তখন কোনো বিপদ হবে না।'

'কিন্তু দিনদুপুরেই কুপারকে খুন করেছে সে।'

'তখন বিপদের জন্যে তৈরি ছিলো না কুপার। চিন্তাও করেনি ওকে হত্যা করা হতে পারে।'

শার্প জানতে চাইলো, 'আরেকটা বিয়্যার দেবো?'

মাথা দোলালো ডিন অ্যাণ্ডারসন। বিয়্যার নিয়ে দশ সেন্টের একটা মুদ্রা দিলো সে শার্পকে—দুগ্লাস বিয়্যারের দাম। শহরবাসীরা এখন ওর সমালোচনা করছে, কিন্তু ওদের কোনো দোষ ধরলো না অ্যাণ্ডারসন। শহরের শান্তি বজায় রাখার কথা ওর, অরাজকতা থেকে

শহরবাসীদের রক্ষা করার দায়িত্বই ওর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

একাই ইণ্ডিয়ানকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়বে কিনা ভাবলো একবার অ্যাণ্ডারসন, পরমুহূর্তে বিদায় করে দিলো চিন্তাটা। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে শাইয়্যানের, কিন্তু ওর বেলায় ব্যাপারটা উল্টো, অন্তত কয়েক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পাবে না। অনিশ্চিত অবস্থায় থাকতে হবে, এই সুযোগে হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না প্রতিপক্ষ। পরে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, আর কোনো উপায় যদি বের করা না যায়, তখন দেখা যাবে।

বিয়্যার শেষ করে দরজার দিকে এগোলো শেরিফ অ্যাণ্ডারসন। 'বোর্ডিংহাউসে যেতে চাও কেউ?'

কয়েকজন তাদের ইচ্ছার কথা জানালো। বোর্ডিংহাউসে ওদের স্ত্রী-সন্তানেরা রয়েছে।

'চলো তাহলে,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

দরজার কাছে সমবেত হলো ওরা, তৈরি হয়ে নিয়ে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'দলবেঁধে দ্রুত এগোতে হবে তোমাদের। ইণ্ডিয়ানের খোঁজে সতর্ক নজর রাখবো আমি।'

সবার আগে বেরিয়ে এলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটা ছায়া জরিপ করতে লাগলো, দলের অন্যরা স্যালুন থেকে বেরিয়েই দ্রুত এগোলো বোর্ডিংহাউসের উদ্দেশে।

কিছুই দেখলো না অ্যাণ্ডারসন, কোনো শব্দ নেই কোথাও; কিন্তু কেন যেন ওর মনে হচ্ছে কাছেপিঠেই আছে ইণ্ডিয়ান, নজর রাখছে ওদের ওপর, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। নেহাত বাধ্য না হলে বড়সড় কোনো দলের ওপর আক্রমণ চালাবে না সে। অপেক্ষা করবে।

শিকারকে একা পেতে চাইবে, যাতে অনায়াসে হত্যা করা যায়।

সবাই বোর্ডিংহাউসের ভেতরে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর সে-ও এগোলো। কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই বোর্ডিংহাউসে পৌঁছুলো সে, তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে পোর্চে উঠে এলো, আবার ছায়ায় এসে নীরবে দাঁড়ালো।

মুহূর্তের জন্যে ওর ইচ্ছে হলো এগিয়ে যায় সামনে, মুখোমুখি দাঁড়ায় ইণ্ডিয়ানের, মিটিয়ে ফেলে সব ঝামেলা। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে, তেমন কিছু করতে গেলে বোকামি হবে। ইণ্ডিয়ানের হাতের পুতুলে পরিণত হতে হবে ওকে। প্রতিপক্ষের অসীম ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না, লড়াইতে হেরে যাবে—এবং মরতে হবে। মরার আগে ইণ্ডিয়ানকে মারতে পারবে সে আশা কম।

ঝাড়া বিশ মিনিট বোর্ডিংহাউসের পোর্চে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। রাস্তার উল্টোদিক থেকে বব ভিনসেন্টের হাতুড়ি আর করাতের শব্দ আসছে। অবশেষে ইণ্ডিয়ানের দেখা পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে দ্রুত দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই আবার একইরকম দ্রুততায় আটকে দিলো কবাট।

লোকে গিজগিজ করছে বোর্ডিংহাউস পারলার। বাচ্চাদের বেশির ভাগই ঘুমাতে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে, একটু বেশি বয়সী যারা তাদের ছাড়া আর কাউকে দেখলো না শেরিফ। এক কোণে একটা সোফায় বসে আছে জেনি উইলসন, পাশে ওর কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে জেস। জেনির দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। 'কি ব্যাপার, কোনো কামরা পাওয়া যায়নি?'

মাথা দোলালো জেনি। 'পাওয়া গেছে। কিন্তু ওকে ঘুম থেকে

তুলতে ইচ্ছা করছিলো না, আর তাছাড়া লোকজনের ভিড়ে থাকতেই ভালো লাগছে আমার, একা থাকতে ইচ্ছা করছে না।'

'কামরাগুলো নিরাপদ,' বললো অ্যাণ্ডারসন, পরক্ষণে ভাবলো বোর্ডিংহাউসের কোনো শেড কিংবা পোর্চের ছাদ বেয়ে ইণ্ডিয়ানটার দোতলার কামরায় ঢুকে পড়ার আশঙ্কা আছে কিনা। হ্যাঁ, আছে! পেছনে আর সামনে দুদিকেই পোর্চ আছে এবং পোর্চ থেকে দোতলার কামরায় সহজেই ঢোকা সম্ভব।

ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মিসেস ফোর্ড, বোঝা যায় এতক্ষণ অপ্রত্যাশিত অতিথিদের শোবার ব্যবস্থা করার জন্যে দোতলার ঘরগুলো গোছগাছ করার কাজে ব্যস্ত ছিলো। এখনো তার চোখ লাল, তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে চেহারা। বিশালদেহী মহিলা মিসেস ফোর্ড, শহরের বাচ্চারা ওকে পছন্দ করে। তার নিজের ছেলেপুলে নেই, তাই সব বাচ্চাদেরই সে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে।

মিসেস ফোর্ডের সঙ্গে মিলিত হলো অ্যাণ্ডারসন। 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিলো। আর কেউ শুনে ফেলুক চাই না।'

মাথা দোলালো মিসেস ফোর্ড, ওকে নিয়ে একটা নির্জন কোণে চলে এলো।

'পোর্চগুলো নিয়ে ভাবনায় পড়েছি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'ওগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে দুদিকে দুটো কামরায় পাহারা বসানো প্রয়োজন। কোন্ কামরা থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে নজর রাখা যাবে বলে তোমার ধারণা?'

আবার মাথা দোলালো মহিলা, চোখে ভয়ের ছায়া।

'লুইস ক্লার্ককে ওর পরিবারের সঙ্গে সুবিধেজনক একটা কামরা

ছেড়ে দাও আর একটা কামরা দাও ম্যাক্স হ্যাটফিল্ডকে। কি করতে হবে আমি ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ঘুরে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ক্লার্কের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলো তাকে। ক্লার্ক কাছে আসার পর বললো, 'পোর্চগুলোর ছাদ বেয়ে উঠে দোতলার কামরাগুলোয় ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালাতে পারে ইণ্ডিয়ানটা। আমি চাই তুমি পেছন দিকে পাহারায় থাকো। যদি ঘুম পায়, বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, আমাকে জানিয়ো।'

'ঘুম পাবে না, অন্তত যতক্ষণ খুনীটা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। ক্লার্ককে ছেড়ে এলো সে। সপরিবারে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ক্লার্ক। হ্যাটফিল্ডকে সস্ত্রীক খুঁজে পেলো এবার শেরিফ, তাকে বললো সামনের দিকে নজর রাখতে। রাজি হয়ে গেল হ্যাটফিল্ড।

এবার আবার জেনি উইলসনের কাছে ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন। 'জেসকে ওপরে পৌঁছে দেবো?' জিজ্ঞেস করলো।

মাথা দোলালো জেনি, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। জেসকে না জাগিয়েই কোলে তুলে নিলো অ্যাণ্ডারসন। সিঁড়ির উদ্দেশে এগোলো জেনি, তাকে অনুসরণ করলো। নিজের কামরায় ঢুকলো জেনি, বাতি জ্বালাতে নেয়ায় অ্যাণ্ডারসন বললো, 'উঁহুঁ, থাক, অন্ধকারই ভালো।' এগিয়ে এসে জেসকে বিছানায় শুইয়ে দিলো সে, আগেই চাদর সরিয়ে জায়গা করে দিয়েছে জেনি।

জেসকে শুইয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, অন্ধকারে ঝাপসা লাগছে ওর চেহারা। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে শেরিফ বললো, 'ভেবো না। সামনে-পেছনে পাহারা আছে, ইণ্ডিয়ানটা পোর্চের ছাদ বেয়ে উঠতে পারবে না। তবু আমি বেরিয়ে

গেলে দরজা-জানালা শক্ত করে আটকে দিয়ো।'

অন্ধকারে আস্তে করে জেনির কপালে চুমু খেলো অ্যাণ্ডারসন। ভয়ার্ত হাসলো জেনি। দরজা গলে বেরিয়ে এলো শেরিফ, পেছনে কবাট বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো অ্যাণ্ডারসন।

সামনের দরজার কাছে টহল দিচ্ছে বিল ওয়াটলি। বিশালদেহী লোক, ওর দুটো বাহু গড়পড়তা মানুষের উরুর মতো মোটা, শক্তিশালী ঘাড়, গালে কালো চাপ-দাড়ি। অ্যাণ্ডারসনের দিকে এগিয়ে এলো সে, জানতে চাইলো, 'কি করতে যাচ্ছো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'জানি না। তোমার কোনো পরামর্শ আছে?'

'আমরা ওর সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারি। ওকে যদি বোঝানো যায় যে ইয়েলোহর্সে ওর বাচ্চারা মারা গেলেও তার পেছনে আমাদের হাত ছিলো না…'

'কোনো লাভ নেই…তাছাড়া আলাপ করবে কিভাবে, আমি তো কোনো পথ দেখি না,' বলে মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন।

'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, দোভাষী হিসাবে যদি কাউকে পাওয়া যায়।'

আবার মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'অর্থাৎ দুজন লোককে প্রকাশ্যে ওর কাছে যেতে দিতে হবে, কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। সে আগেই তোমাদের খুন করবে না, তার কি নিশ্চয়তা?'

'তাহলে কি করতে চাও তুমি?'

'ইণ্ডিয়ান লোকটা এ-শহরের দুজনকে খুন করেছে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আইনের চোখে এখন সে খুনী, ওকে যদি গ্রেপ্তার করা

নাও যায়, হত্যা করবো। এটাই আমার কাজ।'

'কিন্তু মনে করো তোমার বাচ্চারা যদি ওভাবে মারা যেতো, তুমিও কি এভাবে শোধ তুলতে চাইতে না?'

'মিঃ ওয়াটলি,' বললো অ্যাগুারসন, 'দয়া বা ক্ষমা দেখানোর কোনো স্থান নেই এখানে। ইয়েলোহর্সের প্রতিটি মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে শাইয়্যান। সে তার উদ্দেশ্য হাসিলের আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ওর মনের অবস্থা আমি বুঝি, কিন্তু তাই বলে পাইকারি হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্যে ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'সে একা,' বললো ওয়াটলি, 'তো তাকে ধরা তেমন কঠিন হওয়ার কথা নয়, হত্যা করার প্রয়োজন কি?'

'এরচেয়ে গ্রিজলি-ভালুক ধরা অনেক সহজ!' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো শেরিফ ডিন অ্যাগুারসন।

পাঁচ

বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন। রাস্তার ওপাশে লিভারি বার্ন থেকে ভেসে আসছে বব ভিনসেণ্টের হাতুড়ি চালানোর আওয়াজ, পরিচিতি এবং স্বস্তিদায়ক।

অ্যাণ্ডারসন শেরিফের দায়িত্ব পাওয়ার পর অথবা তার আগে দুর্ঘটনায় লোক মারা গেছে কিন্তু কখনো ইয়েলোহর্সে কোনো হত্যা-কাণ্ড ঘটেনি। অথচ গত দুদিনে পর পর দুজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারী এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

তবে আশার কথা, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, এতক্ষণে হয়তো ইণ্ডি-য়ানের রক্ততৃষ্ণা মিটে গেছে এবং যেমন আচমকা হাজির হয়েছিলো তেমনি আবার উধাও হয়ে যাবে এবার। প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিশ্চয়ই এ-শহরের ছত্রিশজন লোককে হত্যা করবে না সে, দশ-বারোজনকে করতেও বাধবে যে কারো।

ভেস্টের পকেট থেকে একটা সিগার বের করলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, দাঁতে কামড়ে গোড়া কাটলো, তারপর ঠোঁটে ঝোলালো, কিন্তু আগুন ধরালো না, অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়ে চললো ঠোঁটের ফাঁকে, তামাকের স্বাদ লাগছে জিভে।

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো অস্বাভাবিকরকমের উত্তেজিত

আর সতর্ক হয়ে আছে তার স্নায়ু। রাস্তার ওপাশের প্রত্যেকটা ছায়া তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছে ও। করাতে কাঠ চেরা আর হাতুড়ি ঠোকার শব্দ ভেসে আসছে লিভারি বার্ন থেকে, অবিরাম।

ইণ্ডিয়ান লোকটা হয়তো আজ রাতের মতো চলে গেছে শহর ছেড়ে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। সবার মনে আতঙ্কের বীজ বুনে সটকে পড়েছে অনেক আগেই, বহুদূরে চলে গেছে এতক্ষণে।

কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় নেই কোনো, আজ রাতে এ-শহরের কেউ ঘুমোনোর সাহস পাবে না। ফলে কাল সকালে, নির্ঘুম রাত কাটানোর পর, মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকবে সবার, অল্পে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, ঝগড়া লেগে যাবে তুচ্ছ কারণে। বারবার দাবি জানাবে শাইয়্যানকে গ্রেপ্তার কিংবা হত্যা করার।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ঝেড়ে ফেললো সব সংকোচ, হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে বোর্ডিংহাউসের এক কোণে এসে দাঁড়ালো, মুহূর্তের জন্যে অনড় দাঁড়িয়ে থেকে কান খাড়া করলো, প্রতিটি বস্তু, ক্ষীণ শব্দ, মৃদু গন্ধ—সব অনুভব করার চেষ্টা চালালো। ধেৎ, শেষে ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, হতচ্ছাড়া ইণ্ডিয়ানটা তো একজন মানুষই। ব্যাটার নিশ্চয়ই অলৌকিক ক্ষমতা নেই? সাধারণ একজন মানুষ সে, তাকে কেন হত্যা করা যাবে না?

পাক্কা পাঁচ মিনিট বোর্ডিংহাউসের কোণে দাঁড়িয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন। অবশেষে বাঁক নিয়ে স্যালুন আর বোর্ডিংহাউসের মাঝখানের সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে পড়লো, এগোলো সতর্ক পায়ে। হঠাৎ পায়ে বাধলো একটা টিনের কৌটা, টুং করে শব্দ হলো, জমে গেল অ্যাণ্ডারসন, মুহূর্তের জন্যে, তারপর আবার পা বাড়ালো।

ইণ্ডিয়ানের সবচেয়ে বড় সুবিধা, তাকে তেমন ঘোরাঘুরি করতে

হচ্ছে না। যেকোনো জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে সে, জানে শ্বেতাঙ্গ শত্রুদের কেউ না কেউ এক সময় তার খপ্পরে গিয়ে পড়বেই।

শাইয়্যানের নাগাল পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করছে জেনেও সামনে এগিয়ে চললো ডিন অ্যাণ্ডারসন। বোর্ডিংহাউসের পেছন-কোণে এসে দাঁড়ালো একবার, আবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ দালানের কোণ ছেড়ে বেরিয়েই ঝেড়ে দৌড় লাগালো পঞ্চাশ ফুট দূরের একটা কাঠের ঘরের একটা কোণের উদ্দেশে। গন্তব্যে পৌঁছে থামলো, কান খাড়া করে কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা দেখলো, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে চললো ছায়াগুলো।

হয়তো, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, রাস্তার ওপাশে আছে এখন শাই-য়্যান, ভিনসেণ্ট আর তার সঙ্গীদের আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে। কথাটা মনে হতেই একটু যেন স্বস্তি বোধ করলো শেরিফ, ঢিল পড়লো সতর্কতায়, পরক্ষণে বুঝতে পারলো এ মুহূর্তে অসতর্ক হওয়ার মানে হবে ইণ্ডিয়ানের হাতে যেচে নিজের প্রাণ তুলে দেয়া।

সতর্ক পদক্ষেপে কাঠের ঘরের চারপাশে একটা চক্কর দিলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, খানিক পর পর থেমে অস্বাভাবিক কোনো শব্দ আসে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আবার বোর্ডিংহাউসের কোণের উদ্দেশে ছুটলো সে।

ঠিক শোনা নয়, বরং বলা যায় হঠাৎ অনুভব করলো অ্যাণ্ডারসন, ফিসফিস জাতীয় একটা শব্দ, বাতাসে মৃদু আন্দোলন? ঘাসের খস-খস? পাঁই করে ঘুরলো শেরিফ। আবছা একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো ওর। লাঠি চালানোর কায়দায় রাইফেল ঘোরালো শাই-

য়্যান, সবেগে ওর মাথা বরাবর ধেয়ে এলো রাইফেলের ব্যারেল। ইণ্ডিয়ানের শরীরের ধোঁয়াটে গন্ধ পেলো অ্যাণ্ডারসন, নিজের অজান্তেই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে বাম হাত বাড়িয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলো আঘাতটা।

হাতের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো রাইফেলের ব্যারেলের, প্রচণ্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে গেল পুরো হাত। হাড় ভেঙেছে কিনা চিন্তা করার অবকাশ পেলো না শেরিফ, আবার হামলা চালালো ইণ্ডিয়ান, আরো জোরে। কোনোমতে এড়ালো ডিন, বুঝে গেছে একটু পরেই তীক্ষ্ণ ছুরি চালাবে শয়তানটা, ঠেকানো যাবে না। একা বেরিয়ে বোকামি করে ফেলেছে! কাজটা ঠিক হচ্ছে না জানতো, তবু যখন বেরিয়ে এসেছে, ভুলের মাশুল গুণতেই হবে!

আঘাত করার পরপরই রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে শাইয়্যান, কিংবা পড়ে গেছে। নিজের রিভলভারটা ইণ্ডিয়ানের গায়ে ঠেসে ধরলো অ্যাণ্ডারসন, চাপ দিলো ট্রিগারে। কিন্তু আগেই মোচড় খেয়ে পিছলে সরে গেল ইণ্ডিয়ান, বোর্ডিংহাউসের দেয়ালে বিঁধলো বুলেট। রিভলভার ছেড়ে দিলো শেরিফ, একমাত্র সুযোগটা এইমাত্র হারিয়েছে সে। ইণ্ডিয়ানের হাত জাপ্টে ধরলো এবার, ওই হাতে ছুরি ধরে রেখেছে লোকটা। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের খোঁচা লাগলো অ্যাণ্ডারসনের হাতে, যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো সে, গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করলো ক্ষতস্থান থেকে। চট করে এবার ইণ্ডিয়ানের কব্জি ধরে ফেললো অ্যাণ্ডারসন, শক্ত করে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না শেষ পর্যন্ত, কারণ রক্তে ভিজে মাছের মতো পিচ্ছিল হয়ে গেছে হাতটা।

মৃত্যুর এত কাছাকাছি আর কখনো উপস্থিত হয়নি অ্যাণ্ডারসন।

ওর পাঁজরে ঢুকছে এখন শাইয়্যানের ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা। পাঁজরের হাড়ে বাধা পেলো, মরিয়া হয়ে ছুরিটাই খামচে ধরলো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু ফসকে গেল ওটা। শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো এবার শেরিফ। দুহাঁটু একসঙ্গে ভাঁজ করে শরীরের সব শক্তি এক করে আঘাত চালালো শাইয়্যানের উরুসন্ধিতে।

অ্যাণ্ডারসনের হৃৎপিণ্ড বরাবর ছুরি বসিয়েছিলো ইণ্ডিয়ান, কিন্তু ওটা কেবল বুকের মাংস ভেদ করেছে, ক্ষতি করতে পারেনি এর বেশি। প্রচণ্ড আঘাতে শূন্যে উড়লো ইণ্ডিয়ান, দূরে গিয়ে পড়লো ধপাস করে। রাইফেলটা চট করে তুলে নিয়েই মাথা নিচু করে দৌড়ে পালালো সে, ব্যথা পেয়েছে সন্দেহ নেই। অন্ধকারে হারিয়ে গেল এক সময়।

যন্ত্রণা আর প্রচণ্ড হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, উবু হয়ে বসে রিভলভারটা তুলে নিলো মাটি থেকে। কোণ ঘুরে দ্রুত ছুটলো বোর্ডিংহাউসের সদর দরজার উদ্দেশে।

দরদর রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষতস্থানগুলো থেকে, অসাড় হয়ে গেছে একটা হাত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে ও। অপমানিত বোধ করছে অ্যাণ্ডারসন, কারণ শাইয়্যানের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। উরুসন্ধিতে হাঁটুর গুঁতো মারায় তলপেট ব্যথা করবে তার, কিন্তু বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে ওই ধকল সামলে উঠতে। অথচ এদিকে ওর নিজের শরীর অসাড় হয়ে যাবে, বেশ কিছুদিন লড়াইয়ের ক্ষমতা থাকবে না।

মেঝেতে রক্তের দাগ ফেলে বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো অ্যাণ্ডারসন, মিসেস ফোর্ড দেখতে পেলো ওকে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। ব্যাণ্ডেজ আনার জন্যে দ্রুত

ছুটে গেল আবার। মিনিট পেরোবার আগেই ফিরে এলো, একহাতে ব্যাণ্ডেজ অন্যহাতে একবোতল হুইস্কি নিয়ে।

ইতিমধ্যে চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে অ্যাণ্ডারসন, আহত হাতটা গাছের ভাঙা ডালের মতো ঝুলছে একপাশে, টুপটুপ রক্ত পড়ছে মেঝেয়, শুনতে পাচ্ছে সে। প্রচণ্ড ব্যথা অন্য হাতে, হাড়টাও ভেঙেছে কিনা কে জানে।

দ্রুত অথচ দক্ষ হাতে কাজ করে চললো মিসেস ফোর্ড। দশ মিনিটেই ক্ষতস্থানগুলোয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেল তার। অ্যাণ্ডারসনের কপাল ভালো, হাতের আঘাতটা তত গভীর নয়, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। গম্ভীর চেহারায় ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন। ওর ডান হাতে ছুরির ঘা লেগেছে, রাইফেলের ব্যারেলের আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে বাঁ হাত—হাড় না ভেঙে থাকলে কপাল ভালো বলতে হবে, আঘাত লেগেছে বুকে। সারা শরীরে এখন ব্যাণ্ডেজ, একটু নড়লেই কষ্ট হচ্ছে।

ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি সে; জিতে গেছে প্রতিপক্ষ, কিন্তু এখন অন্তত কেউ বলবে না ও লোকটাকে ধরার চেষ্টা করেনি। বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে ঢক ঢক করে অনেকখানি হুইস্কি গিললো শেরিফ, তারপর হেলান দিয়ে বসে দুচোখ বন্ধ করলো। মনে হচ্ছে চক্কর দিচ্ছে মাথা। একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সে।

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না ওর ঘুম, হাতের অসহনীয় ব্যথায় জেগে উঠলো, সোজা হয়ে বসলো সে চেয়ারে।

মিসেস ফোর্ড ছাড়া এখন বোর্ডিংহাউস পারলারে অন্য কেউ নেই, উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে। রাস্তার উল্টোদিক থেকে শোনা যাচ্ছে ভিনসেণ্টের হাতুড়ির শব্দ। অস্বস্তির সঙ্গে উঠে

দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন।

বোর্ডিংহাউস পারলারে একটা ল্যাম্প জ্বলছে কেবল, আলো কমানো। হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করলো অ্যাণ্ডারসন, কক করলো, সতর্কতার সঙ্গে রিলিজ করলো হ্যামার। আহত হাতে অস্ত্র ধরতে পারবে কিনা দেখতে চেয়েছিলো, পারবে বুঝতে পেরে স্বস্তি বোধ করলো। রিভলভার ধরতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু হাতের ব্যাণ্ডেজ ওর দক্ষতা কমাতে পারেনি।

কিন্তু বাম হাতের অবস্থা সঙ্গিন, ভীষণ ব্যথা করছে, ইণ্ডিয়ানের রাইফেলের আঘাতে হাড় ভেঙেছে কিনা বুঝতে পারলো না অ্যাণ্ডারসন।

পারলার থেকে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো। দরজার একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, দৃষ্টি বাইরের অন্ধকারে, সামান্যতম শব্দ শোনার জন্যে প্রস্তুত কান।

হঠাৎ মাথার ওপর, পোর্চের ছাদ ককিয়ে উঠলো। দেরি করলো না অ্যাণ্ডারসন, শব্দের উৎস কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে নষ্ট করলো না এক মুহূর্তও। ওটা কিসের শব্দ জানে। লাফ দিয়ে সামনে এগোলো শেরিফ, বারান্দার কিনারায় এসে বেপরোয়া ভঙ্গিতে লাফিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড় লাগালো মাঝখানে যাবার জন্যে।

সারা শরীর কেমন যেন শিরশির করছে, কারণ সে জানে ছাদের শব্দটা যদি শাইয়্যান না করে থাকে তাহলে আবার বুনো লোকটার ভয়ঙ্কর হামলার মুখোমুখি হতে হবে তাকে। রাস্তার মাঝখানে পৌঁছুলো অ্যাণ্ডারসন, রিভলভার বাগিয়ে চরকির মতো ঘুরলো পাঁই করে।

এক নজরেই বুঝলো ভুল সন্দেহ করেনি ও। ছাদে দাঁড়িয়ে সেই

ইণ্ডিয়ান। একটা জানালার সামনে।

রিভলভার তাক করলো অ্যাণ্ডারসন, ট্রিগারে টান দেবে, হঠাৎ অগ্নিশিখা দেখা গেল জানালায়। হ্যাটফিল্ড, ভাবলো শেরিফ। দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে শাইয়্যান, তার দিকে আবার রিভলভার ধরলো অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু লক্ষ্যস্থির করা যাচ্ছে না কিছুতেই। ইণ্ডিয়ান ছাদের প্রান্তে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো শেরিফ, তারপর পর পর দুবার গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো দুটো গুলিই ফসকে গেছে। কিন্তু আবার গুলি করার সাহস হলো না, বোর্ডিংহাউসের পাতলা দেয়াল ভেদ করে ঘুমন্ত কারো গায়ে লাগতে পারে, ঝুঁকি নিতে চাইলো না সে।

ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ইণ্ডিয়ান।

দোতলার জানালা থেকে চিৎকার করে উঠলো হ্যাটফিল্ড। 'পার পেয়ে গেল হারামজাদা। তুমিও লাগাতে পারলে না?'

'ঠিক মতো নিশানাই করতে পারিনি আমি,' বললো হ্যাটফিল্ড।

বোর্ডিংহাউসের দরজার উদ্দেশে ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন। ভেতরে ঢুকে কবাট আটকে দিলো। ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে সবাই, কারো পরনে বাইরে যাবার পোশাক, কেউ আবার ঘুমোনোর পোশাক পরে রয়েছে। সবাই আতঙ্কিত। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'সামনের পোর্চের ছাদ থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো লোকটা। ম্যাক্স আর আমি দুজনই গুলি করেছি, কিন্তু লাগাতে পারিনি। আপাতত আর ভয় নেই, তোমরা ঘুমাতে যেতে পারো।'

'ঘুম?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো মিসেস পারসন, 'ওখানে?' ওপরতলার দিকে ইঙ্গিত করলো, 'আমি পারবো না।' দেয়াল ঘেঁষে বসানো একটা সোফার দিকে দুসন্তানকে নিয়ে এগিয়ে গেল সে,

দুপাশে দুজনকে নিয়ে বসে পড়লো—যেন শকুনের হামলা থেকে বাঁচাতে বাচ্চাদের ডানার নিচে আশ্রয় দিয়েছে কোনো মুরগি।

সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে জেনি উইলসন আর জেস। অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। শেরিফ বুঝতে পারলো ওর শার্টে রক্তের দাগ আর হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখেছে জেনি উইলসন। দ্রুত সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো অতিক্রম করে নেমে এলো সে, ওকে অনুসরণ করলো জেস্।

জেনির দুচোখে উদ্বেগের ছাপ দেখে মনে মনে কেন যেন আরো একবার খুশি হয়ে উঠলো ডিন অ্যাণ্ডারসন।

'তুমি চোট পেয়েছো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো জেনি।

'একটু আগে শাইয়্যানের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলাম।' মাথা দুলিয়ে বললো শেরিফ।

'আমাকে জানানোর একটু দরকার মনে করলে না!'

'তুমি ঘুমাচ্ছিলে। মিসেস ফোর্ড ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।'

'একা ধরতে গিয়েছিলে লোকটাকে?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন, বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

'আরো ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত তোমার, ডিন অ্যাণ্ডারসন!'

হাসলো অ্যাণ্ডারসন। 'ইয়েস, ম্যা'ম।'

'ইয়ার্কি মেরো না! কি হয়েছিলো একটু আগে? ওই লোকটাই ছিলো ছাদে?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে তখন হ্যাট-ফিল্ডকে জানালায় পাহারা বসিয়েছিলাম। পোর্চে শব্দ হতে লোক-টার উপস্থিতি টের পেয়ে যাই আমি। কিন্তু আমরা কেউই গুলি লাগাতে পারিনি ওকে, অক্ষত রয়ে গেছে শত্রু।'

ফ্যাকাসে চেহারা জেনির, আতঙ্কিত দুচোখ, ভাবছে হয়তো ওর কামরাতেই ঢোকার চেষ্টা করছিলো শাইয়্যান। অ্যাণ্ডারসনের শার্টের ছেঁড়া রক্তে ভেজা অংশগুলোর দিকে তাকালো জেনি, ফাঁক দিয়ে ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে।

'বেশি লাগেনি তো?' জানতে চাইলো জেনি।

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন, ভাবছে ইণ্ডিয়ানের ছুরিটা আর ইঞ্চি দুএক ভেতরে ঢুকলেই কুপারের অবস্থা হতো তারও।

'এ যেন দুঃস্বপ্ন!' বললো জেনি, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ভয়াবহ সব ঘটনা!'

'অবিশ্বাস্য অথচ বাস্তব। কিন্তু এখন জেগে থেকে কোনো লাভ হবে না, যাও, কোনো একটা সোফায় বসে ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

'তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আবার বোকার মতো কিছু করে বসবে না তুমি।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'ঠিক আছে।' ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আবার লাগতে যাবার একটুও ইচ্ছা ওর নেই। একবার কোনোমতে প্রাণে বেঁচে এসেছে, ওদিকে একরকম অক্ষত রয়ে গেছে শাইয়্যান। এখন ওর যা অবস্থা, ওই হিংস্র শত্রুর সঙ্গে কোনোভাবেই পেরে উঠবে না।

উদ্বিগ্ন চেহারায় একমুহূর্ত ওকে জরিপ করলো জেনি। 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? সত্যি করে বলো!'

'আমি ঠিকই আছি,' বললো অ্যাণ্ডারসন। জেসের দিকে তাকালো, ঘুমে দুচোখ বুজে আসছে ছেলেটার। কি ঘটছে এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি সে, বোঝার কথাও নয়। না বুঝলে অবশ্য এক-দিক থেকে ভালোই। ঘুরে দাঁড়ালো জেনি, জেসকে নিয়ে পা

বাড়ালো সামনে। দরজার দিকে মুখ করা একটা চেয়ারে বসে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। ইণ্ডিয়ানটা যখন দোতলার জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছে, এখানেও আসতে পারে।

শরীরে দুটো ক্ষত আর একটা অসাড় হাত নিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে বসলো অ্যাণ্ডারসন। তাকিয়ে রইলো সদর দরজার দিকে, ভাবছে আর কতক্ষণ—কতদিন চলবে এভাবে!

ছয়

চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু কিছুতেই এলো না ঘুম। ইয়েলোহর্সে এখন যা ঘটছে একে দুঃস্বপ্ন বললেও কম বলা হয়। অবিশ্বাস্য, কল্পনার অতীত।

রাস্তার ওদিক থেকে এখনো ভেসে আসছে বব ভিনসেন্টের একঘেয়ে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। অবশেষে ক্লান্তিতে একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো শেরিফ।

আচমকা জেগে উঠলো সে, বোঝার চেষ্টা করলো নিদ্রাভঙ্গের কারণ। পাঁজরে আর হাতে অসহনীয় যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, ক্ষতস্থান দুটোয় যেন আগুন ধরে গেছে।

অটুট নিস্তব্ধতা চারদিকে। নীরবতার কারণেই ভেঙেছে ঘুম, বুঝতে পারলো অ্যাণ্ডারসন। বব ভিনসেন্টের হাতুড়ির শব্দ থেমে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো ডিন অ্যাণ্ডারসন, সতর্ক। দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রাখা ছিলো ওর রাইফেল, এক টানে তুলে নিলো। আড়ষ্ট হয়ে আছে ডান হাতটা, তবে ট্রিগারে চাপ দিতে কিংবা কার্তুজ ভরতে কোনো অসুবিধে হবে না। বেরোতে বেরোতে রাইফেল কক করলো অ্যাণ্ডারসন।

যতদূর চোখ যায় খাঁ খাঁ রাজপথ। শেষ মাথায় ডুবছে চাঁদ, যেন

সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ, মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে, বেরিয়ে আসার পরেই আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে চারদিক।

লিভারি বার্নের দিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বস্তি বোধ করলো অ্যাণ্ডারসন। বব আর তার সঙ্গীরা নিরাপদই আছে, ভাবলো। কফিন বানানো হয়ে গেছে তাদের, ফিরে আসছে এখন বোর্ডিংহাউসে।

আস্তাবলের প্রশস্ত দরজা গলে ওদের বেরিয়ে আসতে দেখলো অ্যাণ্ডারসন, রাস্তা পেরোবে বলে পা বাড়ালো ওরা। দুজন কফিন বহন করছে, একটার ওপর রাখা অন্যটা, দুটো হলেও তেমন ভারি নয়, বইতে কষ্ট হচ্ছে না। একজন রয়েছে ওদের পেছনে, পাহারা দিচ্ছে বোধ হয়।

রাস্তার মাঝামাঝি এলো ওরা। ইণ্ডিয়ানটা বোধ হয় চলে গেছে, ভাবলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠলো, লিভারি বার্নের পাশের অন্ধকার থেকে অগ্নিবর্ষণ করেছে একটা বন্দুকের নল। কারো গায়ে লাগলো না বুলেট, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সময় নষ্ট করলো না শেরিফ। এক ঝটকায় রাইফেলটা কাঁধে তুলেই একটু আগের অগ্নিঝলকের জায়গা লক্ষ্য করে চাপ দিলো ট্রিগারে। পরক্ষণে গুলি ভরে আবার কক করলো রাইফেল। কাঁধে তুললো।

ইণ্ডিয়ানের রাইফেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে কফিন ফেলে দৌড়ুতে শুরু করেছে ওই দুজন। রাস্তায় সশব্দে কফিন পড়ার শব্দে চমকে উঠলো অ্যাণ্ডারসন। ওরা তিনজন একসঙ্গে বোর্ডিংহাউসের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে ঝেড়ে দৌড় লাগালো।

গুলি করা থেকে বিরত রইলো অ্যাণ্ডারসন, রাইফেল বাগিয়ে ধরে

আবার প্রতিপক্ষের রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ ঝলসে ওঠার অপেক্ষা করছে, অগ্নিঝলক লক্ষ্য করে ট্রিগার টানতে হবে। এবার আর দেরি করা চলবে না, ঘায়েল করতে হবে ইণ্ডিয়ানকে। কিন্তু হতাশ হলো অ্যাণ্ডারসন। আস্তাবলের কোণে আর কোনো আগুনের ফুলকি দেখা গেল না। কফিন বহনকারীদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা। বোর্ডিং-হাউসের বারান্দায় পৌঁছে গেল দুজনাই।

উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো বব ভিনসেণ্ট। 'এবার নিশ্চয়ই গুলি খেয়েছে ব্যাটা, চলো, দেখি গিয়ে কি অবস্থা।'

'না,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'কোথাও যাবার দরকার নেই। ওর ধারেকাছেও যায়নি আমার গুলি। ওখানে গেলেই এখন জবাই হয়ে যাবে!'

'এখনো ব্যাটা বসে আছে নাকি?'

ইণ্ডিয়ানকে মারতে চায় অ্যাণ্ডারসন। একটা সুযোগ দরকার। গুলি করতে হলে তার রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ের ঝলক দেখতে হবে। ইচ্ছে করেই মিথ্যে বললো সে। 'নাহ্‌, নির্ঘাত সটকে পড়েছে ব্যাটা। যাও, কফিনগুলো এনে পোর্চে তুলে রাখো!'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ওরা। তারপর ইণ্ডিয়ানটা চলে গেছে বিশ্বাস করে আবার দ্রুত রাস্তায় নামলো। আগের মতো করে সাজালো কফিন দুটো, বহন করে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় নিয়ে এলো। এই সময়টুকু রাইফেল কাঁধে অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন; প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক, ইণ্ডিয়ানের রাইফেল ঝলসে ওঠামাত্র টান দেবে ট্রিগারে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। নির্বিঘ্নেই বোর্ডিংহাউসে পৌঁছুলো শবাধার বহনকারীরা, দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখলো কফিনগুলো।

বোর্ডিংহাউসের ভেতরে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে অ্যাণ্ডারসন, স্যালুনেও কোলাহল। একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠলো স্যালুনে, দরজা খুলে উঁকি দিলো এক লোক। 'ব্যাপার কি?'

চিৎকার করে জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'কিছু না। যাও, ঘুমাতে যাও।'

'কি হয়েছে?'

'কফিন নিয়ে বব-রা রাস্তা পার হবার সময় ওদের গুলি করেছিলো শাইয়্যান। কারো গায়ে লাগেনি। এখন আর নেই সে। ঘুমাতে যাও সবাই।'

ঘুরে বব ভিনসেন্ট আর তার সঙ্গীদের পিছন পিছন বোর্ডিংহাউসে ঢুকতে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন। হঠাৎ কুপারের বাড়ির কাছে একটা নড়াচড়া চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ালো, মুহূর্তের জন্যে জরিপ করলো, তারপর ঢুকে পড়লো ভেতরে, আপনমনে বিড়বিড় করে গাল বকছে। হারামজাদা কোনোকিছুই বাদ দিচ্ছে না! তিলেতিলে কুপারকে হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি সে, এখন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তার বাড়িতে।

বোর্ডিংহাউস-পারলারে ঢুকলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। গোলাগুলির শব্দে নিচে নেমে এসেছে সবাই, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রত্যেকের চোখে।

চারপাশে নজর বোলালো অ্যাণ্ডারসন। বাইরে আগুনের ঔজ্জ্বল্য এতই বেড়ে উঠেছে এখন যে জানালার পর্দার এপাশ থেকেও আভা দেখা যাচ্ছে। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোথাও নিশ্চয়ই আগুন লেগেছে। কি যেন জ্বলছে!'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন, বললো, 'কুপারের বাড়ি। কোনো কিছুই বাদ রাখছে না ইণ্ডিয়ানটা।'

কেঁদে উঠলো মিসেস কুপার। 'হায় খোদা! না! আমার ঘরটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে।' সদর দরজার দিকে ছুটে গেল সে, কিন্তু দরজা পর্যন্ত যাবার আগেই তাকে বাধা দিলো অ্যাণ্ডারসন, কাজটা করতে গিয়ে মনে মনে নিজের ওপরই খেপে গেল সে।

মৃগী রোগীর মতো কাঁদছে মহিলা। দ্রুত এগিয়ে এলো জেনি উইলসন, অ্যাণ্ডারসনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল মিসেস কুপার-কে। বাধা দিলো না মহিলা, বরং ঘুরে কামরার সবার মুখোমুখি হলো। 'কেউ কি সাহায্য করবে না? এখনো সময় আছে, ঘরটা বাঁচানো যায়। প্লিজ! দোহাই খোদার, দয়া করে সাহায্য করো!'

সামনে এগিয়ে এলো বিল ওয়াটলি। 'আমি যাবো। চলো তোমরা সবাই, বাকেট আর কম্বল নিয়ে এসো।'

কয়েকজন লোক দ্রুত পা বাড়ালো দরজার দিকে। বাধা দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'থামো সবাই! কেউ বাইরে যাবে না।'

প্রচণ্ড ক্ষোভে কেঁপে উঠলো ওয়াটলির কণ্ঠস্বর। 'কি বলছো? এখনো ঘরটা বাঁচানোর সুযোগ আছে। আর কিছু না হোক বেচারির দামি জিনিসগুলো তো বের করে আনা যাবে?'

অবিচল ভঙ্গিতে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'না। এটাই চাইছে শাইয়্যান। নইলে কুপারের ঘরে আগুন লাগাতে যাবে কেন? সে-ও চায় আমরা বের হই, আগুন নেভানোর চেষ্টা করি, তাহলে আরো কয়েকজনকে হত্যা করতে পারবে।'

'তাই বলে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটা বাড়ি পুড়ে কয়লা হতে দেয়া যায় না!'

অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'কোনটা ভালো, ঘর হারানো না প্রাণ হারানো? ইণ্ডিয়ানের হাতে এখন রাইফেল আছে, কিন্তু সেটা

ব্যবহার না করলেও চলবে তার। ছুরিই যথেষ্ট।'

ইচ্ছে করেই ছুরির প্রসঙ্গ তুললো অ্যাণ্ডারসন, জানে রাইফেলের চেয়ে ছুরিকেই বেশি ভয় সবার।

একঘেয়ে সুরে কেঁদে চললো মিসেস কুপার। সামনের দিকের একটা জানালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মতো, দেখছে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা অগ্নিশিখা।

দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো আগুন। ডিন অ্যাণ্ডারসন প্রথম আগুন জ্বলতে দেখার দশ মিনিট পর সারা শহর প্রায় দিনের আলোর মতো ফর্সা হয়ে উঠলো। প্রায় একশ' ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠে গেল আগুনের লেলিহান শিখা।

কল্পনার চোখে অ্যাণ্ডারসন দেখতে পেলো শ্বেতাঙ্গ শত্রুর বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হতে দেখে পৈশাচিক হাসছে শাইয়্যান। তার গ্রামের ওপরও এইভাবে হামলা হয়েছিলো, গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা পালাতে পারেনি, প্রত্যেককে হত্যা করেছিলো শ্বেতাঙ্গ হামলাকারীরা. তার বাচ্চাদুটোকে বন্দী করেছিলো সার্কাস-মালিক। আগুনে পোড়ার মতো যা কিছু ছিলো—টিপি, খাবার, কাপড়চোপড়—সব স্তূপীকৃত করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। শত্রুরা ফিরে যাবার পর কালো ছাইয়ের স্তূপ, তুষার আর হাড় কাঁপানো শীত ছাড়া কিছু ছিলো না সেখানে।

আরো একবার ইণ্ডিয়ানের জন্যে সহানুভূতি বোধ করলো অ্যাণ্ডারসন, শাইয়্যানের জায়গায় ও নিজে হলে একই রকম প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতো। জানালার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, যতটা সম্ভব কোমলভাবে মিসেস কুপারকে সরিয়ে আনলো। ওর ছেলেদুটো ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, ফ্যাকাসে চেহারা, ভয়ার্ত দৃষ্টি। অ্যাণ্ডার-

সন বললো, 'মিসেস কুপার, আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। কিন্তু এই ছেলেদের দিকে চেয়েই বাড়ি হারানোর শোক ভুলতে হবে তোমাকে।'

এমনভাবে অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো মিসেস কুপার, যেন তার দুটো ছেলে থাকার কথা এই প্রথম শুনছে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো সে, হাঁটু ভেঙে বসে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ছেলেদের, চেপে ধরলো বুকের সঙ্গে, অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লো।

মুখ তুলে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, কামরার সবার চোখে অশ্রু টল-মল করছে।

জেনি উইলসন আর জেস তাকিয়েছিলো ওর দিকে। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে জেনির গাল বেয়ে। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ানো জেসকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

পারলারের দিকে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন, তারপর হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘর এখন অন্ধকারে ডুবে আছে, কিন্তু পেছন-দরজা খুঁজে পেতে ওর অসুবিধে হলো না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কবাট খুলে বাইরে পা রাখলো সে।

ফাঁকা লাগছে পেটের ভেতরটা, মনে মনে স্বীকার করলো, সেই সময় ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে মারপিট করার পর সাহসের ভিত টলে গেছে তার। বাইরে যেতে ভয় লাগছে। আবার ইণ্ডিয়ানকে মোকাবিলা করতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এখন সম্ভবত রাস্তার উল্টো-দিকে আছে, হয়তো বোর্ডিংহাউসের সদর দরজার ওপর নজর রাখছে।

ভয় পাচ্ছে বলে নিজের ওপর খেপে উঠলো অ্যাণ্ডারসন। বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজাটা আটকে দিলো পেছনে। এক মুহূর্ত চুপচাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, দুহাতে ধরে রেখেছে রাইফেল।

অবশেষে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পদক্ষেপে কোণ ঘুরে বোর্ডিংহাউস আর স্যালুনের মাঝখানের গলিতে ঢুকে পড়লো।

নিজেকে কখনো সাহসী ভাবেনি ডিন অ্যাণ্ডারসন। গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে সে, লড়াই করেছে সাধ্যমতো, বেশ কয়েকবার দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি, কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসেনি কখনো, প্রাণভয়ে পালায়নি, সেটা সাহসের জন্যে হলেও হতে পারে।

কিন্তু এখন অন্ধকারে অচেনা শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে। প্রথমবারে ওই লোকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তাকে আঘাত করা দূরে থাক উল্টে নিজেই আহত হয়েছে মারাত্মক-ভাবে। এখন ওর ইচ্ছে করছে ঘুরে দৌড় লাগায় বোর্ডিংহাউসের দরজার দিকে, ভেতরে ঢুকে আটকে দেয় তালা, রাতটা কাটিয়ে দেয় নিরাপদ আশ্রয়ে।

ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আপাতত হারিয়েছে ও, মনে মনে স্বীকার গেল শেরিফ। অন্ধকারে বেড়ালের মতো অবলীলায় ঘুরে বেড়াতে পারে শত্রু, তার ওপর অসম্ভব হিংস্র সে, বুনো জানো-য়ারের মতো নৃশংস।

কিন্তু থামলো না অ্যাণ্ডারসন, এগিয়ে চললো। বোর্ডিংহাউসের কোণে পৌঁছে এমনভাবে দাঁড়ালো যাতে জ্বলন্ত বাড়ির আগুনের আলোয় ওকে পরিষ্কার দেখা যায়।

নীরবে অনড় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার উল্টোদিকের ছায়াগুলো চষে ফেললো অ্যাণ্ডারসন ইণ্ডিয়ানের খোঁজে। ওদিকেই কোথাও আছে লোকটা, জানে, কুপারের বাড়িতে আগুন দিয়েছে যাতে লোক-জন বোর্ডিংহাউসের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বের হয়ে আসে, আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ; তাহলে আবার খুন করার সুযোগ হবে।

পেছনে হঠাৎ সড়সড় শব্দ শুনতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, পাঁই করে ঘুরলো, গুলি করার জন্যে প্রস্তুত, তবে ইণ্ডিয়ানটা একেবারে কাছে এসে পড়লে ডাণ্ডা চালানোর কায়দায় ঘোরাবে রাইফেল, ভাবলো। গুলি করার জন্যে ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়ালো।

কিন্তু না, ইণ্ডিয়ান নয়, বোর্ডিংহাউসের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে আসছে জেনি উইলসন। তার হাতেও একটা রাইফেল।

'এখানে কেন এসেছো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো অ্যাণ্ডারসন।

'এভাবে বেরিয়ে এসে মোটেই ঠিক করোনি তুমি,' বললো জেনি। 'ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে লড়াই করার মতো শারীরিক অবস্থা নেই তোমার। তুমি আহত।'

আহত শরীর, যন্ত্রণায় অস্থির অ্যাণ্ডারসন, জেনি উইলসনের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, তবু মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ওর খোঁজ নিতে বেরিয়ে এসেছে জেনি, মেয়েটা নিশ্চয়ই ওর চেয়ে বেশি আতঙ্কিত, অথচ সব ভয় জয় করেছে সে, চলে এসেছে ওর কাছে। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'যাই হোক, লোকটা এখন ওখানে নেই। চলো ফিরে যাই।'

প্রতিবাদ করলো না জেনি, ঘুরে ফিরতি পথ ধরলো আবার। পিছু পিছু এগোলো শেরিফ। এখন আরো বেশি ভয় লাগছে তার, নিজের জন্যে নয়, জেনির যদি কিছু হয়ে যায়···

কিন্তু কোনোরকম অঘটন ছাড়াই বোর্ডিংহাউসের পেছনের কোণে পৌঁছুলো ওরা। এতক্ষণ রাস্তার আগুনের আলোয় থাকায় এখন এদিকটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঠেকছে। অ্যাণ্ডারসন এমনভাবে অবস্থান নিলো যাতে বোর্ডিংহাউসের দেয়াল আর ওর মাঝখানে

থাকে জেনি, তারপর কোণ ঘুরে দরজার উদ্দেশে এগোলো দুজন।

কেন যেন অ্যাণ্ডারসনের মনে হচ্ছে, ওদের দেখছে ইণ্ডিয়ানটা, কয়েকগজ দূরেই সে বসে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে।

হঠাৎ আসন্ন হামলার আশঙ্কায় শাইয়্যানের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত-গুলোর কথা ভুলে গেল অ্যাণ্ডারসন। সাবধানে এগিয়ে চললো জেনিকে নিয়ে। পেছন-দরজায় পৌঁছুলো ওরা, কবাট খুললো জেনি, অনেকটা ঠেলে তাকে ভেতরে ঢোকালো শেরিফ, নিজে ঢুকলো তার-পর। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ওদের ওপর হামলা করেনি শাই-য়্যান।

রান্নাঘরে ঢুকে ভালো করে দরজা আটকালো অ্যাণ্ডারসন। ওরা যখন বাইরে ছিলো সেই সুযোগে হয়তো এখানে ঢুকে পড়েছে লোকটা, হঠাৎ ভাবলো শেরিফ, ঘাপটি মেরে আছে এই মুহূর্তে। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না সে। শাইয়্যান এখানে থাকলে ও ঠিক টের পেয়ে যেতো।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে জেনির ওপর পড়লো অ্যাণ্ডার-সন, পরমুহূর্তে ওকে চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। রাই-ফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলো সে। ওকে জড়িয়ে ধরলো জেনি। বেশ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল।

'চলো, ওদিকে যাই,' অবশেষে বললো ডিন অ্যাণ্ডারসন, হাতে তুলে নিলো রাইফেল।

সাত

জেনি উইলসন আর জেস ওপরতলায় শোবার ঘরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল, ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন, তারপর অসীম ক্লান্তিতে সোফায় বসে হাত-পা ছেড়ে দিলো, দরজার দিকে সজাগ দৃষ্টি তার; কিচেন থেকে আসার সময় রাইফেলটা নিয়ে এসেছে, এখন হাতের কাছে মেঝেয় শুইয়ে রাখা।

ক্ষতস্থানগুলোর রক্তক্ষরণ আর ব্যথা বেশ কাবু করে দিয়েছে শেরিফকে। ইণ্ডিয়ানের ছুরির ঘা লাগা জায়গাগুলোয় এখনো টনটন করছে, তবে ব্যাণ্ডেজ আছে ভয় নেই। আপনাআপনি চোখ বুজে এলো ওর, পরক্ষণে ঢলে পড়লো ঘুমে।

বাইরে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাইয়্যান, তারপরও স্বপ্নহীন নিরুদ্বেগ ঘুমিয়ে চললো অ্যাণ্ডারসন। রাতে একবার ঘুম ভাঙলো, একই ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ একটানা বসে থাকায় হাত-পায়ে ঝিম ধরে গেছে, নড়েচড়ে আরাম করে বসামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

অবশেষে শেষরাতে জেগে উঠলো সে, জানালার পর্দার ফোকর গলে চুঁইয়ে ঢুকছে ভোরের আলো। সবচেয়ে আগে স্বস্তিকর একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মন: রাতে আর কারো বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়নি, প্রাণও হারায়নি কেউ।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, আড়মোড়া ভেঙে খিল ছাড়ালো শরীরের, তারপর মেঝে থেকে রাইফেলটা তুলে এগোলো রান্নাঘরের দিকে, কফির গন্ধ আসছে। মিসেস ফোর্ডকে রান্নাঘরে পেলো অ্যাণ্ডারসন। ফোলা ফোলা চেহারা মহিলার, রাতে ঘুমায়নি, কেঁদে কেঁদে লাল করে ফেলেছে চোখজোড়া।

এক কাপ কফি বাড়িয়ে দিলো মিসেস ফোর্ড, কফিটা নিলো শেরিফ, কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে আড়চোখে জরিপ করতে লাগলো মহিলার চেহারা, গভীর শোকে যেন পাথর বনে গেছে। কফি শেষ হলে পেছন-দরজা দিয়ে বাইরে এলো অ্যাণ্ডারসন।

শহরে এখন আতঙ্কের কোনো চিহ্ন নেই। শাইয়্যান বিদায় নিয়েছে —আপাতত—বুঝতে কষ্ট হলো না ডিন অ্যাণ্ডারসনের, এখানে থেকে, দিনের আলোয় ধাওয়া খাওয়ার ঝুঁকি নেবে না সে, অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগেই সটকে পড়েছে। অ্যাণ্ডারসন জানে এখন শহরের চারদিকে একটা চক্কর দিলেই ইণ্ডিয়ানের শহর ত্যাগের প্রমাণ পেয়ে যাবে, এবং এটাও জানা কথা: রাতেই আবার শহরে ফিরে আসবে লোকটা।

আউটহাউসে গেল অ্যাণ্ডারসন, ওখান থেকে ফেরার পথে পেছনের উঠোনের চাপকলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো, অনেকটা ঝরঝরে মনে হলো শরীর। রাস্তার একেবারে শেষমাথায় জেলখানা-লাগোয়া ওর লিভিং-কোয়ার্টার।

সেখানে চলে এলো অ্যাণ্ডারসন, ঠাণ্ডা পানি দিয়েই দাড়ি কামালো, তারপর রক্তাক্ত ছেঁড়া শার্ট বদলে পরিষ্কার শার্ট গায়ে চাপালো।

মুহূর্তের জন্যে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার ব্যর্থচেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন: শাইয়্যান হয়তো 'চোখের বদলে চোখ—দাঁতের বদলে দাঁত'

নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নেবে এবার; দুটো বাচ্চা মারা গিয়েছিলো তার, এখানে ইতিমধ্যে দুজনের প্রাণনাশ করেছে সে; শ্বেতাঙ্গ শত্রু-বাহিনী আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলো তার টিপি, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ড্যান কুপারের ঘর ছাই করে দিয়েছে। দুদিকের পাল্লা এখন সমান। হয়তো এবার তার ক্রোধ প্রশমিত হবে, আর ফিরে আসবে না।

কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করলো অ্যাণ্ডারসনের, কিন্তু মন সায় দিলো না। কুপার আর ফোর্ডকে সে যেভাবে হত্যা করেছে, তাতে মনে হয় না তার রক্ত-পিপাসা এত সহজে মিটবে।

আবার বোর্ডিংহাউসে ফিরে এলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। পারলারের পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, হাট করে খোলা সদর দরজা। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি উইলসন, জেস আর বিল ওয়াটলিসহ আরো কয়েকজন। শেরিফের উদ্দেশে এগিয়ে এলো ওয়াটলি। 'আজই ওদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার,' বললো সে, 'দেরি করা ঠিক হবে না।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'ঠিক আছে, কবর খোঁড়ার জন্যে লোক মেলে কিনা দেখছি।'

এগিয়ে এলো জেনি উইলসন, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'তোমার শরীর এখন কেমন?'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে জেনির দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন। আরক্ত হয়ে উঠলো জেনির চেহারা।

'ভালো,' জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন।

'এখন বের হলে বিপদের আশঙ্কা নেই তো? ঘর থেকে জিনিস আনতে চাইছিলাম।'

'আনা যাবে না কেন। চলো, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।'

জেনি আর জেসকে অনুসরণ করলো অ্যাণ্ডারসন। শেরিফের হাত ধরলো জেস, ওর দীর্ঘ পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রায় দৌড়ুতে শুরু করলো। রাস্তা পেরিয়ে ঘেসো জমির ওপর দিয়ে চলে যাওয়া মেঠোপথ ধরে এগোলো ওরা।

বাড়ি পৌঁছে জেসকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল জেনি। পকেট থেকে একটা সিগার বের করলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। উজ্জ্বল রোদের আঁচ থেকে গা বাঁচাতে ছায়ায় এসে বসে ধরালো ওটা। ঘরের ভেতর জেনি উইলসন এখন কি করছে, জানে। টুকটাক অতিপ্রয়োজনীয় এবং দামী জিনিস বোর্ডিংহাউসে নেবে বলে গোছাচ্ছে। ও বোধ হয় জানে, এই বিপদ কাটার আগেই আগুন ধরবে তার ঘরে, সেজন্যেই প্রিয় কিছু জিনিসপত্র রক্ষার চেষ্টা করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জেস, অ্যাণ্ডারসনের পাশে ওর ভঙ্গি নকল করে বসে পড়লো। বাচ্চাটার সঙ্গে কি গল্প করা যায়? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। বাচ্চাদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করা হয়ে ওঠে না ওর, যদিও ওদের খুব পছন্দ করে, ওরাও ভালোবাসে তাকে, কিন্তু ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। তবে এসব শিখে নেয়া যাবে, ভেবে মৃদু হাসলো অ্যাণ্ডারসন, শিখতে তো হবেই।

বেরিয়ে এলো জেনি উইলসন, হাতে একটা পুরোনো কার্পেটব্যাগ। ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিলো ব্যাগটা। তারপর তিনজন একসঙ্গে বোর্ডিংহাউসের দিকে এগোলো। নিজের ঘর কত না জিনিসে সাজিয়ে রাখে লোকে, সেসব থেকে গুটি কতক জিনিস বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা বড় অদ্ভুত ঠেকে ওর কাছে।

অ্যাণ্ডারসন বোর্ডিংহাউসের দরজায় পৌঁছে দেখলো বেশ কিছু

লোক জটলা করছে স্যালুনের সামনে। ওর হাত থেকে কার্পেটব্যাগটা নিলো জেনি, তারপর জেসকে নিয়ে ঢুকে পড়লো বোর্ডিংহাউসে।

স্যালুনের বাইরে সমবেত লোকগুলোর উদ্দেশে এগিয়ে গেল শেরিফ। 'ড্যান কুপার আর রজার ফোর্ডের কবর খোঁড়ার জন্যে লোক দরকার।'

'আমি খুঁড়বো,' বললো ম্যাক্স হ্যাটফিল্ড।

বিশালদেহী হলদে-চুলো লুইস ক্লার্কও যোগ দিলো তার সঙ্গে। 'আমিও একটা খুঁড়ে দিচ্ছি।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি না করে কাজে লেগে যাও। শেষ হলে জানিয়ো।'

স্যালুন খোলাই আছে, ইতিমধ্যে ড্রিঙ্ক সার্ভ করতে শুরু করেছে জন শার্প। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মদ বিক্রি হচ্ছে দেখেও আপত্তি করলো না অ্যাণ্ডারসন। কাল সারারাত আতঙ্ক আর উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হয়েছে সবাইকে, সামলে ওঠার জন্যে নাশতার সঙ্গে খানিকটা পানীয়ও দরকার।

বোর্ডিংহাউসে ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন। পারলারে পাওয়া গেল বিল ওয়াটলিকে, তাকে জানালো, 'হ্যাটফিল্ড আর ক্লার্ক গেছে কবর খুঁড়তে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে ওদের।'

'আমি তাহলে এগারোটা নাগাদ সার্ভিসের ব্যবস্থা করি।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। ফোর্ডের লাশ এখনো স্যালুনেই রয়েছে, পোকার টেবিলের ওপর একটা কম্বল দিয়ে ঢাকা। ড্যান কুপারের লাশটা আছে লিভারি বার্নে। কফিনদুটো এখনো বোর্ডিং-হাউসের বারান্দাতে, কালরাতে ইণ্ডিয়ানের ধাওয়া খাওয়ার পর তাড়াহুড়োয় যেভাবে রাখা হয়েছিলো সেভাবেই পড়ে আছে। কয়েক-

জন লোকের সাহায্যে একটা কফিন স্যালুনের ভেতরে ফিরে এলো শেরিফ, রজার ফোর্ডের লাশ ঢোকালো। একই লোক ওকে অন্য কফিনটা আস্তাবলে নেয়ার কাজে সাহায্য করলো।

আস্তাবলের 'লাম্বারইয়ার্ড' অংশে কাজ করেছিলো বব ভিনসেন্ট। অ্যাণ্ডারসন ঢুকতেই তাকালো ওর দিকে। 'আরো কয়েকটা কফিন বোধ হয় বানাতে হবে, চালিয়ে যাবো?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করলো অ্যাণ্ডারসন। 'না-ও লাগতে পারে। তাছাড়া, এখন তুমি কফিন বানাতে থাকলে শব্দ শুনে ঘাবড়ে যাবে সবাই, কি করছো বুঝতে কষ্ট হবে না কারো।' এক মুহূর্তের জন্যে থামলো অ্যাণ্ডারসন, শেষে বললো, 'একটা ওয়্যাগন এনে কফিন দুটো তোলার ব্যবস্থা করো। এগারোটায় সার্ভিস সেরে ফেলতে চাইছে ওয়াটলি।'

কোরালে গিয়ে ঢুকলো বব ভিনসেন্ট, দুটো ঘোড়া বের করে আস্তাবলে নিয়ে এলো, নিজেই হারনেস পরালো একটাকে, অন্যটাকে পরালো অ্যাণ্ডারসন। তারপর ঘোড়াদুটোকে একটা স্প্রিংওয়্যাগনের সঙ্গে জুড়ে দিলো। এবার ওরা কুপারের লাশ এনে তুললো ওয়্যাগনে। চালকের আসনে উঠে বসলো ভিনসেন্ট, টেইলগেট টপকে ওয়্যাগনে চাপলো অ্যাণ্ডারসন। ওয়্যাগন সামনে হাঁকালো ভিনসেন্ট, রাস্তা পেরিয়ে স্যালুনের দিকে চললো।

চারজন লোক মিলে ধরাধরি করে স্যালুন থেকে বের করে আনলো ফোর্ডের কফিন, তুলে দেয়া হলো ওয়্যাগনে। ঘড়ি দেখলো অ্যাণ্ডারসন। নটা বেজেছে বেশিক্ষণ হয়নি, এখনো সময় আছে হাতে।

খিদে পেয়েছে, বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো অ্যাণ্ডারসন। সাধারণত নির্দিষ্ট কয়েকটা সময়ে খাবার বিক্রি করে থাকে মিসেস ফোর্ড, কিন্তু

এখন যারাই আসছে সবাইকে খেতে দিচ্ছে বিনাআপত্তিতে, কারণ বোর্ডিংহাউসের ডাইনিংরুমে শহরের সবার একসঙ্গে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ওয়াটলি আর তার স্ত্রীর পাশে টেবিলে বসে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। ডিম, মাংস আর বিস্কুট খেলো প্রথমে, তারপর পট থেকে কফি ঢেলে কাপ ভরে নিলো।

হঠাৎ নিজেকে নির্লজ্জ মনে হলো অ্যাণ্ডারসনের। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াটলি, ভাবখানা : দু-দুজন লোকের লাশ পড়ে আছে আর তুমি কিনা মনের সুখ মিটিয়ে খাচ্ছো! চোখে লাগার কথা বৈকি! কিন্তু ওয়াটলির দৃষ্টির পরোয়া করলো না অ্যাণ্ডারসন। বিরক্ত হয়ে ওর খাওয়া শেষ হবার আগেই উঠে চলে গেল ওয়াটলিরা। কিন্তু বসেই রইলো অ্যাণ্ডারসন, কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো আস্তে আস্তে। এভাবে বসে থাকতে ভালোই লাগছে।

আচ্ছা, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, শাইয়্যানকে ওরা কিভাবে ঠেকাবে? লোকটার পিছলে যাবার অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে তাল মেলানো কোনো শ্বেতাঙ্গের কাজ নয়; হাতাহাতি মারপিটেও তার সঙ্গে পেরে উঠবে না কেউ, অ্যাণ্ডারসন নিজেই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। একটা সমাধানই এখন দেখছে অ্যাণ্ডারসন : ক্যাভালরির একটা ট্রুপ আনিয়ে শহরের চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ফোর্ট লিয়ন থেকে ট্রুপ এখানে পৌঁছার আগেই শহরের অর্ধেক বাসিন্দা মরে ভূত হয়ে যাবে।

পকেট থেকে একটা সিগার বের করলো অ্যাণ্ডারসন, দাঁত দিয়ে গোড়া কেটে ফেললো, তারপর ধরালো, হেলান দিয়ে বসলো চেয়ারে।

দরজার কাছে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো হঠাৎ। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছ-সাতজনের একটা দল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অস্থির দেখাচ্ছে ওদের। কিন্তু সবার চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। অ্যাণ্ডারসন বুঝলো ভিনসেন্টই ওদের নেতা, সামনে এগিয়ে এলো সে, বললো, 'তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা ছিলো।'

'নিশ্চয়ই। বসো।'

একসঙ্গে ভেতরে এলো বাকিরা। অ্যাণ্ডারসনের সামনে আসন-গ্রহণ করলো।

অপেক্ষা করতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। অবশেষে ভিনসেন্টই নীরবতা ভাঙলো, 'ইণ্ডিয়ানটার বিরুদ্ধে তোমাকে একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'সে-কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুই মাথায় খেলছে না। তোমরা কোনো বুদ্ধি দিতে পারো?'

'তুমি এখানকার শেরিফ,' বললো ভিনসেন্ট, 'কি করলে ভালো হবে সেটা তো তোমারই ঠিক জানার কথা।'

'ওকে ট্রেইল করার চেষ্টা করেছি আমি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'বুনোহাঁসের পিছু ধাওয়া করার মতো হয়েছে ব্যাপারটা। অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে সে আমাকে, তারপর ঘুরে আবার শহরের রাস্তা ধরেছে। একাই তাকে হত্যার চেষ্টা চালাতে গিয়ে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি, ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিলো প্রায়। দলবেঁধে ওকে ধরার জন্যে গেছো তোমরা, তাতে প্রাণ দিয়েছে রজার, একটা রাইফেল দখল করে নিয়েছে লোকটা। এখন আর কি করা যায়?'

'ওই লিভারি বার্ন,' বললো ভিনসেন্ট, 'আর ঘরে সামান্য যা কিছু আছে তাই আমার সম্বল; ব্যাটাকে ঠেকানো না গেলে আজ

রাতে আবার আরেকটা বাড়িতে আগুন ধরাবে সে, হয়তো আমার ঘরেই! খোদার দোহাই, একটা কিছু করো! কি করলে ভালো হবে আমি জানি না, জানতে চাইও না। গত কয়েক বছর ধরে শেরিফের চাকরি করছো, বেতন নিচ্ছো মাসে মাসে, এবার সময় হয়েছে, টাকাটা হালাল করো!'

'হুঁ-হাঁ' করে ভিনসেন্টকে সমর্থন করলো বাকি সবাই। অনেক কষ্টে রাগ দমন করলো অ্যাণ্ডারসন। এদের মনের অবস্থা ও বোঝে। আর কারো কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিতে পারলে বেঁচে যেতো, কিন্তু তেমন কেউ নেই এখানে। ইয়েলোহর্সবাসীদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ওর দায়িত্ব, কিন্তু সেটা সে পালন করতে পারছে না। 'ঠিক আছে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'সন্ধ্যার আগেই একটা উপায় বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আমি, কথা দিলাম।'

ভিনসেন্টসহ সবাই ক্ষোভের সঙ্গে মাথা দোলালো। আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো ওরা, আরো কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারছে না। অবশেষে উঠে দাঁড়ালো সবাই, লাইন ধরে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এলো জেনি। একটা চেয়ারে বসে বললো, 'এতক্ষণ সব শুনলাম আমি।'

'ওদের কোনো দোষ নেই,' বললো শেরিফ, 'শাইয়্যানের ব্যাপারে একটা কিছু করা আমার দায়িত্ব।'

'কেন, কোনটা বাদ রেখেছো?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'কি জানি। কিন্তু আরো একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, না থেকে পারে না।'

জেনির চোখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো। 'নিশ্চয়ই ফের একা

ওকে ধরতে যাচ্ছো না ?'

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'আরে না, সুস্থ শরীরেই সামলাতে পারিনি আর এই অবস্থায় তো প্রশ্নই আসে না।'

দরজা দিয়ে ভেতরে মাথা গলালো বিল ওয়াটলি। 'কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। সার্ভিস শুরু করতে যাচ্ছি আমরা।'

জেসকে ডাকতে উঠে গেল জেনি উইলসন। রাস্তায় বেরিয়ে এলো শেরিফ।

স্যালুন আর বোর্ডিংহাউসের মাঝখানের গলিতে ওয়্যাগন এনে রেখেছে বব ভিনসেণ্ট, ওটার পেছনে সমবেত হয়েছে শহরবাসীরা। দুছেলেসহ মিসেস কুপার এবং মিসেস ফোর্ড দাঁড়িয়েছে ওয়্যাগনের ঠিক পেছনে। দুজনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে বাচ্চাদের। ওদের পেছনে বিল ওয়াটলি। শববাহী দলের পিছন পিছন এগোলো অ্যাণ্ডারসন। কয়েকমুহূর্ত পর জেনি উইলসন আর জেস যোগ দিলো ওর সঙ্গে। কফিনদুটোসহ বোর্ডিংহাউসের পেছনের ঢাল বেয়ে কবরস্থানের দিকে এগিয়ে চললো স্প্রিং-ওয়্যাগন।

মোট নয়টা কবর আছে গোরস্থানে, নতুন দুটো খোঁড়া হয়েছে আজ। গতশীতে নিহত সেই ইণ্ডিয়ান-বাচ্চাদের কবরই সবচেয়ে নতুন, দুটোতেই একটা করে ছোট আকারের ক্রস। কবর দুটোর দিকে তাকাচ্ছে না কেউ, যেন ওগুলোর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন তাকালো। ক্রস দুটোর ওপর লেখা : 'ইণ্ডিয়ান শিশু, পরিচয় অজ্ঞাত।' ব্যস, আর কিছু না।

দুটো ইণ্ডিয়ান শিশু, যাদের মৃত্যুতে শহরবাসীদের কোনো হাত নেই, অথচ ওদের কারণেই দুজন নিরীহ লোক মারা গেছে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটা বাড়ি ; হয়তো আরো অনেকে মারা যাবে, আগুন

জ্বলবে ঘর-বাড়িতে; যদি শাইয়্যানকে ধরা না যায়।

ওয়্যাগন থেকে কফিনদুটো নামানো হলো, তারপর কবরজোড়ার দু-প্রান্তে আগেই টানানো দড়ির ওপর বসানো হলো। বাইবেলের পাতা ওল্টালো বিল ওয়াটলি, পড়তে শুরু করলো। অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন, ভাবছে কি করা যায়। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পেলো না সে।

বাইবেল পড়া শেষ হলে ওটা বন্ধ করলো ওয়াটলি, তারপর সম্মবেত জনতার উদ্দেশে বললো, ' 'শাস্তির মালিক আমি' বলেছেন ঈশ্বর; কিন্তু বাইবেলে 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। ওই বাচ্চাদের বাবা চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত নিয়েছে : দুজনকে হত্যা করেছে সে, গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার বদলা হিসাবে ছাই করে দিয়েছে কুপারের ঘর। এখন, এসো সবাই মিলে প্রার্থনা করি, ওই লোকটা যেন একেবারে চলে যায়, আর কোনোদিন ফিরে না আসে।'

'আমেন!' ধ্বনিত হলো সম্মিলিত কণ্ঠে।

যারা দড়ির প্রান্ত ধরে রেখেছিলো তাদের উদ্দেশে মাথা দোলালো বিল ওয়াটলি, কফিন দুটো কবরে নামিয়ে দিলো ওরা।

এক টুকরো মাটি তুলে নিলো ওয়াটলি, দুটো কবরে খানিকটা করে ফেললো। একসঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠলো মিসেস কুপার আর মিসেস ফোর্ড। ঘুরে ঢাল বেয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা হলো ওয়াটলি, তাকে অনুসরণ করলো সবাই। হ্যাটফিল্ড আর ক্লার্ক কবর ভরাট করার কাজে হাত দিলো।

জেনি উইলসনের দুচোখ অশ্রুতে টলমল করছে, অ্যাণ্ডারসনের হাত ধরলো সে, ওর পাশাপাশি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো,

অন্য হাত ধরলো জেস, এগোলো একসঙ্গে। কেউ কিছু বলছে না, বলার মতো কিছু নেই!

আট

অ্যাণ্ডারসন আর জেনি বোর্ডিংহাউসে পৌঁছার আগেই ওদের অতিক্রম করে গেল স্প্রিং-ওয়্যাগন। ওরা যখন রাস্তায় পৌঁছুলো, ততক্ষণে লিভারি আস্তাবলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা। শোকার্ত নগরবাসী মিছিল করে ফিরে আসছে। পুরুষদের বেশির ভাগ স্যালুনে গিয়ে ঢুকছে, আর বোর্ডিংহাউসের দিকে যাচ্ছে মেয়েরা, বাচ্চাদের নিয়ে। ইণ্ডিয়ান লোকটা এখন কোথায়? ভাবে অ্যাণ্ডারসন, কোনো টিলার চূড়া থেকে এদিকে নজর রাখছে? নাকি চলে গেছে নিজগ্রামে? পরখ করে দেখার কৌতূহল দমন করতে পারলো না অ্যাণ্ডারসন, জেনি আর জেসকে বোর্ডিংহাউসে রেখে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল লিভারি আস্তাবলের দিকে। কোরাল থেকে নিজের ঘোড়া বের করে এনে জিন-লাগাম পরালো, উঠে বসলো তারপর, বেরিয়ে এলো শহর ছেড়ে। মোটামুটি মাইলখানেক দূরে আসার পর শহরকে কেন্দ্র করে চক্কর শুরু করলো, ইণ্ডিয়ানের ট্রেইলের খোঁজে।

শহরের চারদিকে আধপাক ঘোরার পর হঠাৎ শাইয়্যানের ট্রেইল খুঁজে পেলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, নালবিহীন একটা পনির খুরের ছাপ, কমপক্ষে দশঘণ্টার পুরোনো।

স্যাডল থেকে নেমে ট্র্যাক পরখ করলো অ্যাণ্ডারসন, অভ্যাসবশত

মাথায় গেঁথে নিলো ছাপের ধরনটা। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগিয়েছে শাইয়্যান, যেন তার হাতে অফুরন্ত সময়। 'আজ নয়,' ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, 'কেউ অনুসরণ করছে না দেখে দেখে যখন তুমি অসতর্ক হয়ে পড়বে, তোমার সতর্কতায় ঢিল পড়বে, তখনই তোমার পিছু নেবো আমি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে শহরের পথ ধরলো ডিন অ্যাণ্ডারসন।

বোর্ডিংহাউসের ওধারে রেজারের কেবিনের সামনে দুই ঘোড়ায় টানা একটা ওয়্যাগন দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, পাশে অ্যাণ্ডি ব্রকম্যানের বাড়ির সামনেও একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে। রেজার আর ব্রকম্যান সপরিবারে শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, জিনিসপত্র বের করে যার-যার ওয়্যাগনে তুলছে।

রেজারের ওয়্যাগনের উদ্দেশে এগিয়ে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন, স্যাডলে বসেই তাকালো তার দিকে। 'চলে যাচ্ছো মনে হচ্ছে?'

থমকে দাঁড়ালো রেজার। কিন্তু তার চার ছেলে মালপত্র আনা অব্যাহত রাখলো. ওয়্যাগনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস রেজার, তার হাতে তুলে দিচ্ছে সব। হালকা-পাতলা গড়ন মহিলার, বয়স যদিও পঁয়ত্রিশ, কিন্তু হঠাৎ দেখে আরো বেশি মনে হয়।

'ঠিক ধরেছো,' জবাব দিলো টিন রেজার, 'চলে যাচ্ছি আমরা। এখানে থাকার মতো সুখকর কিছু তো দেখছি না! আমাদের সামান্য যা কিছু সম্বল আছে সব নিয়ে চলে যাচ্ছি এ-শহর ছেড়ে। অ্যাণ্ডি আর নিটাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।'

'শহর থেকে যেতে চাইলে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'নিজ দায়িত্বে যেতে হবে তোমাদের। ওই শাইয়্যান হামলা চালাবে না এমন নিশ্চয়তা দিতে পারবো না আমি।'

বিতৃষ্ণ নয়নে শেরিফের দিকে তাকালো ব্লেজার। 'যারা আছে তাদের জীবনের নিরাপত্তার কি নিশ্চয়তা দিচ্ছো তুমি, শুনি?'

'তোমরা কিন্তু ভুল করছো,' বোঝানোর চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন।

কাঁধ ঝাঁকালো ব্লেজার। 'ভুল হলে ভুল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখানে থাকলেই বরং ভুল হবে।'

'আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'কোনো দরকার নেই!'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর ব্রকম্যানের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওয়্যাগনে মাল বোঝাই করায় ব্যস্ত ব্রকম্যান, তাকে সাহায্য করছে নিটা। ছেলেপুলে নেই বলে ব্রকম্যানদের জিনিসপত্র অনেক কম।

'কোনো সাহায্য লাগবে?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাণ্ডারসন।

খর্বাকৃতি টাকমাথা ব্রকম্যান পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে, মুখ তুলে তাকালো। 'আমাদের হয়ে গেছে। তবু ধন্যবাদ।'

'যা করছো ভেবেচিন্তে করছো তো?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাণ্ডারসন। 'তোমরা শহর ছেড়ে পালালেই যে শাইয়্যানের হাত থেকে রেহাই পাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'তবু চেষ্টা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই।'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। দুটো পরিবারই শহর ছেড়ে পালানোর জন্যে খেপে উঠেছে, এখন কোনো কথাতেই বিরত করা যাবে না ওদের। ওরা হয়তো ভাবছে সন্ধ্যার আগেই নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুতে পারবে, তাহলে আর ইণ্ডিয়ানের হামলার আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু ওদের ধারণা ভুল। একসঙ্গে দুটো ওয়্যাগন, খারাপ রাস্তায় মন্থর গতিতে এগোবে, সন্ধ্যার আগে ছমাইলও এগোতে পারবে কিনা

সন্দেহ !

লিভারি আস্তাবলে ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন, ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসালো, কোরালে ছেড়ে দিলো ওটাকে। অস্থির পায়ে পায়চারি করছে বব ভিনসেণ্ট, ক্ষণে ক্ষণে শুকনো নাদিতে লাথি হাঁকাচ্ছে। হঠাৎ থেমে সে জানতে চাইলো, 'ওর ট্র্যাক পেয়েছো ?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন।

'কতক্ষণ আগের ?'

'আট-দশ ঘণ্টা। ভোরের আলো ফোটার বেশ আগেই চলে গেছে।'

'অনুসরণ করোনি ?'

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'আমি ভাবছি, আমরা যদি ওকে অনুসরণ না করি, সে হয়তো ধরে নেবে বিপদের আশঙ্কা নেই, সতর্কতায় ঢিল পড়বে তার, তখন মাইল বিশেকের বেশি দূরে আর যাবে না। ধাওয়া করে সহজেই ধরে ফেলতে পারবো। দুটো দিন ধৈর্য ধরতে হবে, আর কিছু না।'

'ততদিনে ইয়েলোহর্সে আর কেউ বেঁচে থাকলেই হয় !'

'কিংবা চলে না গেলে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'টিম রেজার আর অ্যাণ্ডি ব্রকম্যান চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে।'

'তাহলে মোট আটজনে দাঁড়ালো। একটু আগে দুজনকে কবর দিয়ে এসেছি আমরা। এখন শাইয়্যানের শিকার হওয়ার বাকি থাকছে ছাব্বিশজন।'

হাসির কথা নয়, তবু ভিনসেণ্টের দিকে তাকিয়ে হাসলো অ্যাণ্ডারসন। বিরক্তি-সূচক একটা শব্দ করলো ভিনসেণ্ট। 'আমার বোধ হয় কফিন তৈরি বন্ধ রাখা ঠিক হচ্ছে না, কখন আবার দরকার হয় !'

'ও-কাজটি করো না যেন!' বলে উঠলো অ্যাণ্ডারসন, 'এমনিতেই আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে সবাই, তুমি কফিন বানানো শুরু করলে আর একজনকেও আটকে রাখা যাবে না!'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন, ওদিকে আবার পায়চারি শুরু করলো ভিনসেণ্ট।

ব্লেজার আর ব্রকম্যানদের বিদায় জানাতে সমবেত হয়েছে সবাই রাস্তায়, ওয়্যাগন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থূলকায়া, সদাপ্রফুল্ল মিসেস ব্রকম্যান এখন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, একে একে বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়-আলিঙ্গন করছে; গম্ভীর, বিষণ্ণ মিসেস ব্লেজারের চেহারা।

ব্লেজারের চার ছেলে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে মালপত্রের ওপর উঠে যার-যার বসার জায়গা করে নিলো। চালকের আসনে উঠে বসলো ব্লেজার, মিসেস ব্লেজারও উঠলো। উত্তর দিকে যাবে ওরা, আরকান-স পৌঁছুনোর পর পশ্চিমমুখী অন্য একটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে ট্রেইল। ওই রাস্তাটা ভালো।

চালকের আসনে উঠে বসলো ব্রকম্যান, হাত বাড়িয়ে দিলো স্ত্রীর দিকে। মিসেস ব্রকম্যান উঠে বসার পর লাগামের প্রান্ত দিয়ে আঘাত হানলো জোড়াঘোড়ার পিঠে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওয়্যাগন দুটো।

শহরের অবশিষ্ট লোকেরা দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তায়, ওদের গমনপথের দিকে দৃষ্টি। একজন বললো, 'ওরা বোধ হয় ঠিকই করছে। আমাদেরও শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

প্রতিবাদ করতে গেল অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টালো সে। শহর ত্যাগে বাধা দেয়া চেষ্টা করলে আরো খেপে উঠতে পারে ওরা। অবশ্য সবাই একসঙ্গে শহর ছেড়ে চলে গেলে বোধ হয় ভালোই

হতো! অন্তত কয়েকজন হলেও রক্ষা পাবে; কোনোমতে একবার পুয়েবলো বা ডেনভারের মতো বড় কোনো শহরে পৌঁছুনো গেলে আর চিন্তা নেই, বিপদমুক্ত হবে সবাই।

ওরা শহর ছাড়ামাত্র পুরো ইয়েলোহর্স জ্বালিয়ে দেবে শাইয়্যান, সন্দেহ নেই, নিঃস্ব হয়ে যাবে সবাই, অবশ্য শহরে থাকলেও একই পরিণতি হওয়ার আশঙ্কা ষোলোআনা!

একটা টিলার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়্যাগন দুটো। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাস্তা থেকে সরতে শুরু করলো দর্শকরা। মূল্যবান জিনিসপত্র বোর্ডিংহাউসে আনার জন্যে বাড়ির দিকে গেল কেউ, পুরুষদের কয়েকজন ফিরে গেল স্যালুনে। ইতিমধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলেছে অনেকে, কিন্তু কিছু বললো না অ্যাণ্ডারসন। বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চারা—নীরব সন্ত্রস্ত—খেলার আগ্রহ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সবাই।

'ওদের ওপর কি হামলা হবে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো জেনি উইলসন।

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'না-ও হতে পারে। শাইয়্যান হয়তো এ-মুহূর্তে শহর থেকে মাইলবিশেক দূরে আছে।' কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে পরিবার দুটোর নিরাপত্তা নির্ভর করছে শাইয়্যান কোনপথে শহরে ফিরবে তার ওপর। লোকটা যদি উত্তর দিক থেকে আসে, রেঞ্জারদের ওয়্যাগনের ধুলো তার চোখে পড়বেই, স্বভাবতই তখন অনুসন্ধান চালাবে। তার কাছে এখন রাইফেল আছে, ইচ্ছা করলেই ওদের সবাইকে হত্যা করতে পারবে।

রেঞ্জারের ছেলেরা চলে যাওয়ার পর শহরে বাচ্চাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে আছে: জেস

উইলসন, কুপারের দুই ছেলে, ক্লার্কের হলদে-চুলো দুই ছেলে—হিডা আর জেনি—এবং ফ্র্যাঙ্ক পারসন। এদের মধ্যে জেসই সবার ছোট, তাই একটু বড়রা ওকে তেমন পাত্তা দিতে চাইছে না।

এখন প্রায় দুপুর। ইয়েলোহর্সের বেশ কিছু পরিবার যার-যার ঘরে ফিরে গেল, দিনের খাওয়া সেরে রাতের জন্যে রান্না করে নিয়ে আসবে, তাহলে আর মিসেস ফোর্ডকে খাবারের জন্যে দাম দিতে হবে না। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন, জেনি উইলসন আর জেস বোর্ডিংহাউসের ডাইনিংরুমে এসে একটা টেবিল দখল করে বসলো।

'কাল স্টেজ আসার কথা,' বললো জেনি, 'ওটায় চেপে আরো অনেকে চলে যাবে এখান থেকে, দেখো।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'সে-কথাই ভাবছি।'

'তাহলে আর বেশি লোক থাকবে না এখানে।'

সরাসরি জেনির চোখের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'তুমিও জেসকে নিয়ে চলে যাও না? বিপদ না কাটা পর্যন্ত ডেনভারে গিয়ে থাকতে পারো।'

জেনি জবাব দেয়ার আগেই মিসেস ফোর্ড বিরাট এক গামলাভর্তি স্ট্যু নিয়ে এলো, সেই সঙ্গে এক বাটি স্যুপ। জেসকে খাবার বেড়ে দিয়ে নিজের প্লেটেও নিলো জেনি, তারপর স্ট্যুর গামলাটা বাড়িয়ে দিলো অ্যাণ্ডারসনের দিকে।

বাম হাতটা এখনো ব্যথা করছে অ্যাণ্ডারসনের। নড়াচড়া করতে গেলেই ব্যথা লাগছে, একটু অসাড় হয়ে গেছে; তবে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরলেই কেবল ব্যথা লাগছে পাঁজরে। শরীরে দু-দুটো তাজা ক্ষত থাকা সত্ত্বেও এতটুকু হ্রাস পায়নি ওর ক্ষুধা। নিজের প্লেটে খাবার বেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করলো অ্যাণ্ডারসন।

খাওয়া শেষ হলে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আমি যাই, সবাইকে বলে দিই, কেউ যেন আগুন না নিভিয়ে বাড়ি না ছাড়ে, দেশলাইও সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্যে বলতে হবে। ইণ্ডিয়ানটার কাজ সহজ করে দেয়ার কোনো দরকার নেই। এদিকে আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখ তুমি।'

'আমার ঘরেও কিন্তু কয়েকটা দেশলাই আছে।'

'কোথায় রেখেছো, বলো, আমি নিয়ে আসবো।'

জানালো জেনি। বোর্ডিংহাউস থেকে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন। শহরের উত্তর-প্রান্তের দিকে এগোলো সে, যাবার পথে প্রত্যেকটি কেবিনের সামনে থেমে সতর্ক করে দিলো বাসিন্দাদের যাতে ওরা জ্বলন্ত চুলো বা দেশলাই ফেলে চলে না আসে। অবশেষে জেনির ঘরে এলো ও, চুলোর পাশের কাবার্ড থেকে দেশলাই বের করে পকেটে ঢোকালো।

এবার পাথুরে জেলভবনে চলে এলো অ্যাণ্ডারসন। পকেট থেকে দেশলাইগুলো বের করে ডেস্কের ড্রয়ারে ভরে রাখলো। জেলখানায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করে শাইয়্যানের কোনো লাভ হবে না, ভাবলো, হয়তো সেরকম কিছু করবেও না সে। তাছাড়া, জেলভবনের গেটে তালা লাগানোর পর এটা একটা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়, এখানে সহজে ঢুকতে পারবে না কেউ।

অ্যাণ্ডারসনের রোলটপ ডেস্কের সামনে একটা স্যুইভেল চেয়ার রাখা, ওটার পিঠটা হেলানো যায়। চেয়ারে বসে পড়লো শেরিফ, ডেস্কের ওপর তুলে দিলো সবুট পাজোড়া, সিগার ধরালো।

চোখ বন্ধ করলো অ্যাণ্ডারসন। একই ভঙ্গিতে বসে রইলো দীর্ঘক্ষণ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কাগজ-

কলম বের করে আরকান-স-এর ফোর্ট লিয়নের কম্যাণ্ড্যাণ্টের উদ্দেশে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলো। শহরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে জরুরি ভিত্তিতে একটা ক্যাভালরির ট্রুপ পাঠানোর অনুরোধ জানালো সে, ঘটনার পেছনের ঘটনাও উল্লেখ করলো। ক্যাভালরির এখানে আসতে দিন সাতেকের মতো সময় লাগবেই, আরো বেশিও লাগতে পারে, ওরা আসার আগেই হয়তো চুকে যাবে সব ঝামেলা। কিন্তু আপাতত এছাড়া আর কিছু করার নেই। চিঠিটা একটা খামে ভরলো শেরিফ, নাম-ঠিকানা লিখলো, তারপর শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। আগামীকাল স্টেজড্রাইভারের হাতে তুলে দেবে।

স্টেজে চেপে কে কে, মোট কতজন চলে যাবে শহর ছেড়ে? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। স্টেজযাত্রীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করছে সেটা। তবে অ্যাণ্ডারসন বাজি রাখতে পারে, স্টেজ যখন ইয়েলোহর্সে পৌঁছুবে তখন ওটার কোনো আসনই খালি থাকবে না।

সিগার শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন। ধোঁয়ায় অফিস-ঘর নীল হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সিগারের গোড়াটা চুলোয় ছুঁড়ে ফেললো, আবার চেয়ারে বসে ডেস্কে পা তুললো। হ্যাটটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো।

ঝিমোতে লাগলো সে, তন্দ্রা আসছে, ক্ষণে ক্ষণে চমকে জেগে উঠছে, দরদর করে ঘামছে, আতঙ্কে হিম হয়ে যাচ্ছে সারা শরীর। ওর প্রতিটা স্বপ্নে হাজির হচ্ছে ইণ্ডিয়ানটা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে, রঙচঙে শরীর, অর্ধ-উলঙ্গ, জানোয়ারের মতো, হিংস্র এবং ধূর্ত চেহারা! গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলো অ্যাণ্ডারসন।

ইণ্ডিয়ানকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতলে কেমন হয়? হঠাৎ ভাবলো সে। কুপারের স্টোরে বিয়্যার-ট্র্যাপ মিলবে না? আপনমনে প্রশ্ন

করে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। অফিস থেকে বেরিয়ে বড়সড় একটা তালা ঝোলালো দরজায়, রাস্তা ধরে এগোলো কুপারের স্টোরের উদ্দেশে।

মানুষ ধরার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পাতা বর্বরের কাজ, এমন কিছু করা অ্যাণ্ডারসনের নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু সে নিরুপায়। শাইয়্যানকে হয় ধরতে হবে না হয় মারতে হবে। যেভাবেই হোক, আবার কাউকে হত্যা করার আগেই ঠেকাতে হবে তাকে।

স্টোরের পেছনে স্টোররুমে নিয়ে গেল ওকে মিসেস কুপার। সেখানে একটা পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো তিনটা ভারি বিয়্যার-ট্র্যাপ পেলো অ্যাণ্ডারসন, যে-কোনো সাধারণ মানুষের পায়ের হাড় কামড়ে টুটুকরো করে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ওগুলোর দাঁত।

অ্যাণ্ডারসন কেন জিনিসগুলো চাইছে সহজেই বুঝতে পারলো মিসেস কুপার, দাম নিতে অস্বীকার করলো সে, এবং সেইসঙ্গে অন্তর থেকে ওর সাফল্য কামনা করলো।

তিনটা ফাঁদই বেশ ভারি। চেইনের সাহায্যে ওগুলো কাঁধে ঝোলালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর বেরিয়ে এলো স্টোর থেকে। স্যালুনে উঁকি দিলো। 'আমার দুজন লোক দরকার।'

কয়েকজন এগিয়ে এলো। হ্যারি পারসন আর জ্যাক মফিটের উদ্দেশে মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন, এই দুজনকেই অন্যদের চেয়ে সুস্থ মনে হচ্ছে। তিনজন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো।

'হ্যারি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'ওয়াটলির কাছ থেকে একটা বারো-পাউণ্ডের স্লেজ-হ্যামার নিয়ে এসো; জ্যাক, তুমি যাও আস্তাবল থেকে পিচফর্ক আনতে।'

আদেশ পালন করতে চলে গেল ওরা। শহরের চারদিকে নজর

বোলালো ডিন অ্যাণ্ডারসন, ফাঁদ পাতার জন্যে আদর্শ জায়গা খুঁজলো। দালান-কোঠার মাঝখানে গলিপথগুলোয় বসানো যেতে পারে, ভাবলো সে, ওখানে সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হবে শাইয়্যান, ফাঁদে আটকা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। রাস্তা অতিক্রম করলো অ্যাণ্ডারসন, লিভারি আস্তাবল আর ওটার পাশের কেবিনের মাঝখানের গলি-পথটা বড়জোর ফুট চারেক চওড়া।

স্লেজ-হ্যামার হাতে ফিরে এলো পারসন, ফর্ক আনলো মফিট। জ্যাক মফিটের সহায়তায় ফাঁদ পাতলো অ্যাণ্ডারসন, মরাঘাস আর আগাছা দিয়ে ঢেকে দিলো ভয়ালদর্শন মরচে-পড়া দাঁতগুলো। ফাঁদের কাছে পাহারায় থাকতে বললো পারসনকে, শহরবাসীদের কেউ হঠাৎ হাজির হলে সতর্ক করতে হবে।

মফিটকে নিয়ে অন্য ফাঁদ দুটো অন্য দুই গলিতে বসালো অ্যাণ্ডারসন, যথারীতি ঢেকে দিলো আগাছায়। এবার মফিটকে ফাঁদ দুটোর পাহারায় রেখে স্যালুনে ফিরে এলো সে। ফাঁদগুলোর অবস্থান বুঝিয়ে দিলো সবাইকে, খবরটা অন্যদের জানাতে বললো। বোর্ডিং-হাউসের বারান্দায় দাঁড়ানো বাচ্চাদের জানালো, তারপর ভেতরে উঁকি দিয়ে অন্যদেরও বললো।

সূর্যাস্ত নাগাদ আবার সবাই বোর্ডিংহাউসে জমায়েত হতে শুরু করলো। সবাই উপস্থিত হলে আরো একবার ফাঁদগুলোর অবস্থান বুঝিয়ে বললো শেরিফ। তারপর বাইরে এসে চিৎকার করে জ্যাক মফিট আর হ্যারি পারসনকে ফিরে আসতে বললো।

বোর্ডিংহাউসে ফিরে এলো ওরা।

এখানে আসার আগেই অনেকে খেয়ে নিয়েছে। যারা বাকি ছিলো সাপার সারতে ডাইনিংরুমে গেল তারা। অস্থির বোধ করছে

অ্যাণ্ডারসন ; খাওয়ার রুচি নেই। রাইফেল হাতে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় ঘনায়মান অন্ধকারে বসে পড়লো সে, আঁধারে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সমভূমি, দেখতে লাগলো ; ভাবছে, কখন ফিরে আসবে শাইয়্যান।

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসনের মনে হলো এ-শহরটা বুঝি মৃত্যুপথযাত্রী একটা আহত প্রাণী—এটার মৃত্যুর অপেক্ষায় যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে শাইয়্যান—শবভোজী পাখির মতো, ঠিক সময়ে হাজির হবে ঠোকর বসাতে !

আকাশ এখন পুরোপুরি অন্ধকার। বোর্ডিংহাউসের সব জানালায় পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়েছে, ভেতরে যতটা সম্ভব নিচু করে জ্বালানো হয়েছে ল্যাম্পগুলো। পাশের স্যালুনের সব দরজা বন্ধ, জানালার পর্দাও টানানো।

ইণ্ডিয়ানটার ফাঁদে আটকা পড়ার প্রচণ্ড ধাতব শব্দ কি শুনতে পাবে ও ? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। আর্তনাদ করে উঠবে লোকটা ?

হয়তো না, ভাবলো শেরিফ, কিন্তু টের পাওয়া যাবে। উত্তেজনায় খানিক পর পর দম আটকে কান খাড়া করছে অ্যাণ্ডারসন। কোনো ফাঁদে শাইয়্যান ধরা পড়ার আওয়াজ যদি আসে !

নয়

রাত দশটা নাগাদ চমকে উঠে দাঁড়ালো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন, তবে ফাঁদ বন্ধ হবার শব্দে নয়, উত্তর দিক থেকে ভেসে আসছে ওয়্যাগনের চাকার ঘড়ঘড় আর ঘোড়ার দ্রুত ছোটার শব্দ। প্রথম ওয়্যাগনের ঘোড়াজোড়া নজরে আসার আগেই কারা আসছে বুঝে ফেললো অ্যাণ্ডারসন। ফিরে আসছে টিম ব্লেজার আর অ্যাণ্ডি ব্রকম্যান। এর একটাই অর্থ হতে পারে। ওদের আক্রমণ করেছে শাইয়্যান।

বোর্ডিংহাউসের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'ওয়্যাগন আসছে!' বললো সে, তারপর ছুটলো স্যালুনের দিকে, দরজার কাছে সবে পৌঁছেছে, এমন সময় শোনা গেল অ্যাণ্ডি ব্রকম্যানের আর্তনাদ। 'কেউ এসো! সাহায্য করো আমাদের! ব্লেজার আর নিটার গায়ে গুলি লেগেছে!'

বোর্ডিংহাউসের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ওয়্যাগন দুটো। রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে ছেলেদের ভেতরে যেতে বললো মিসেস ব্লেজার। ওয়্যাগনের কিনারার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টিম ব্লেজারের গলায় হাত ঠেকিয়ে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন। নিস্পন্দ। মুখ তুলে মিসেস ব্লেজারের দিকে তাকালো সে। 'আমি দুঃখিত। ও আর

বেঁচে নেই।'

শোকের ভাব ফুটতে দেখা গেল না মিসেস ব্লেজারের চেহারায়। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, যেন ব্লেজারের মৃত্যুর জন্যে অ্যাণ্ডারসনই দায়ী। 'বোর্ডিংহাউসে চলে যাও, ম্যা'ম,' বললো শেরিফ, 'তোমার এখন বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা দরকার, ওদের কাছে গেলে তোমারও ভালো লাগবে।'

অ্যাণ্ডারসন জানে মহিলার চেহারা দেখে বোর্ডিংহাউসের অনেকেই ভাববে স্বামীর মৃত্যুতে বোধ হয় দুঃখ পায়নি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো, সব দুঃখ চেপে রেখেছে সে, তাই বোঝা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। ওয়্যাগন থেকে নেমে এলো মিসেস ব্লেজার। সাহায্য করতে চাইলো অ্যাণ্ডারসন, উপেক্ষা করলো ওকে, মুহূর্তের জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো, আস্তে করে হাত বাড়িয়ে স্বামীর মুখ স্পর্শ করলো, পরক্ষণে সরিয়ে নিলো আবার, যেন ওর মনের অবস্থা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে শঙ্কিত। এবার ঘুরে এলোমেলো পদক্ষেপে বোর্ডিংহাউসের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মিসেস ব্রকম্যানের গায়ে গুলি লেগেছে, মাংসল বাহুতে হাঁ করে আছে একটা ক্ষত। হাত বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। হাতের রক্ত বারবার পরনের কাপড়ে মোছার ফলে কাপড়েও দাগ পড়ে গেছে, টকটকে লাল। অসম্ভব ফ্যাকাসে লাগছে মহিলার চেহারা, চোখ যন্ত্রণাকাতর। দুতিনজন লোক মিলে তাকে ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে বোর্ডিংহাউসে নিয়ে গেল।

সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে কথা বললো অ্যাণ্ডারসন। 'তোমরা কয়েকজন মিলে ওর লাশটা বোর্ডিংহাউসে নিয়ে যাও। ভিনসেন্ট, এবার আরেকটা কফিন বানানো শুরু করতে পারো

তুমি।'

দুজন লোক ধরাধরি করে তুলে নিলো ব্লেজারের লাশ, ছফুট লম্বা শরীরের তুলনায় বেশ হালকা, তারপর বোর্ডিংহাউসে নিয়ে গেল। অ্যাণ্ডি ব্রকম্যানের দিকে চোখ ফেরালো অ্যাণ্ডারসন। 'কি ব্যাপার? হয়েছিলো কি?'

'তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমরা এগোচ্ছি, সামনে ছিলো টিম। আচমকা হারামজাদা ইণ্ডিয়ান একটা গিরিখাতের আড়াল থেকে গুলি করতে আরম্ভ করলো আমাদের দিকে, প্রথম গুলিতেই সিট থেকে পড়ে গেল টিম ব্লেজার, তারপর আরো দুতিনবার গুলি চালালো সে, শেষ গুলিটা লাগলো নিটার গায়ে, আর্তনাদ করে উঠলো ও, ইনজুনের রাইফেলের ঝলক লক্ষ্য করে বারকয়েক গুলি করলাম আমিও।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি, তবু ইণ্ডিয়ানের অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেলাম রাইফেল হাতে, শুয়োরের বাচ্চাটা আহত হয়েছে কিনা দেখতে। আমার অপেক্ষায় ওত পেতে ছিলো ব্যাটা, তার সব গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিলো বোধ হয়, রাইফেলটাই ডাণ্ডা চালানোর কায়দায় চালালো। ঝুপ করে বসে কোনোমতে বাঁচালাম নিজেকে, তারপর আর দেরি করার সাহস হলো না, পালালাম লেজ তুলে। ইণ্ডিয়ানের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে রইলাম, তারপর আবার ওখানে গিয়ে দেখি রাইফেলটা ফেলে সরে পড়েছে শাইয়্যান, আর আমারটা গায়েব।'

'ক'টা কার্তুজ ছিলো তোমার রাইফেলে?'

'ইয়ে, সেটা তোমারই ভালো জানার কথা,' বললো ব্রকম্যান, 'ওটা হেনরি ছিলো, দুবার গুলি করেছি আমি, কিন্তু মুশকিল হলো, হতচ্ছাড়া জিনিসটা লোডেড ছিলো কিনা বলতে পারছি না এখন।'

'তাহলে ধরে নেয়া যায় শাইয়্যানের কাছে এখন কমপক্ষে তেরোটা কার্তুজ আছে।'

বোকার মতো চেহারা হলো ব্রকম্যানের। 'তখন রাইফেলের কথা চিন্তা করার অবস্থা ছিলো না আমার। হারামিটা ঘায়েল হয়েছে ভেবে দেখতে গেছি, ফট করে সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালো, রাইফেল চালানোর সময় এমন ভীষণ চিৎকার ছাড়ছিলো যেন নরক থেকে উঠে এসেছে কোনো পিশাচ! খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, রাইফেল ফেলে রেখেই পালিয়েছি।'

মাথা দোলালো ডিন অ্যাণ্ডারসন। 'ঠিক আছে, কি আর করা! যাও, ভেতরে নিটার কাছে যাও এখন।'

বোর্ডিংহাউসে ঢুকে পড়লো ব্রকম্যান। একে একে বাকবোর্ড দুটো থেকে ঘোড়াগুলোর বাঁধন আলগা করলো অ্যাণ্ডারসন, বোর্ডিং-হাউসের সামনেই পড়ে থাকলো ওয়্যাগন দুটো, ইণ্ডিয়ানের গুলির বিরুদ্ধে খানিকটা হলেও প্রতিরক্ষা ব্যূহের কাজ দেবে—যদি রাস্তার উল্টোদিক থেকে গুলি শুরু করে সে। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে স্যালুনের সামনে হিচরেইলে বাঁধলো শেরিফ, পানি দেয়ার আগে ওদের একটু বিশ্রামের সুযোগ দেয়া দরকার।

ফিরে এসে ব্রকম্যানের ওয়্যাগনের আড়ালে অবস্থান নিলো অ্যাণ্ডারসন, সামনে সাইডবোর্ডের ওপর রাইফেল রেখে প্রস্তুত রইলো শাইয়্যানের অপেক্ষায়। ইয়েলোহর্সের তিনজন লোককে হত্যা করেছে সে, তারপরও তার বিদায় নেবার কোনো লক্ষণ নেই। হঠাৎ ফিসফিস

করে উঠলো অ্যাণ্ডারসন, 'খোদা, ব্যাটা যেন একটা ফাঁদে আটকা পড়ে।'

এসবে খোদাকে টেনে আনার কথা নয় ওর, কিন্তু এতগুলো মানুষের স্বার্থ যেখানে জড়িত, প্রার্থনায় অপরাধের কিছু নেই।

রাস্তার ওপাশে আস্তাবলের ভেতর কফিন বানানোর জন্যে আবার কাঠ কাটতে শুরু করেছে বব ভিনসেণ্ট। আর কোনো শব্দ নেই শহরের কোথাও। ঘোড়াগুলো এখন আর হাঁপাচ্ছে না, মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লেজ পর্যন্ত নাড়ছে না।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলো অ্যাণ্ডারসন। লিভারি আস্তাবল আর ওটার পাশের কেবিনের মধ্যবর্তী গলি-পথ থেকে এসেছে আওয়াজটা। একটা বিয়্যার-ট্র্যাপ পাতা হয়েছে ওখানে! এবার যন্ত্রণায় ডাক ছাড়লো একটা ঘোড়া, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড আওয়াজ, যেন একদল বুনো ঘোড়া লিভারি বার্নের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

আপনমনে খিস্তি করতে করতে চোখ বরাবর রাইফেল ওঠালো অ্যাণ্ডারসন, ইণ্ডিয়ানটা রাস্তায় উঠে আসতে পারে। হতচ্ছাড়া ফাঁদে আটকা পড়েছে তার ঘোড়া! অথচ ওই লোকেরই ধরা পড়ার কথা ছিলো! শয়তানটা এবার সতর্ক হয়ে যাবে, ওকে ফাঁদে ফেলার সম্ভাবনা কমে এলো। অন্য ফাঁদগুলো খুঁজে বার করে অকেজো করে রেখে যাবে সে। সবচেয়ে ভয়ের কথা ঘোড়া হারানোয় এখন প্রচণ্ড রূপ নেবে তার ক্রোধ।

আরেকটা ঘোড়া প্রয়োজন হবে এখন শাইয়্যানের···কথাটা মাথায় আসামাত্র দ্রুত পা চালালো অ্যাণ্ডারসন। ওয়্যাগনকে একটা চক্কর দিয়ে একদৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করলো। শব্দ শুনে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে

স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন, এলোমেলো পায়ে ওকে অনুসরণ করতে গেল দু-একজন, কিন্তু চিৎকার করে ওদের ফিরে যেতে বললো শেরিফ।

ওর নির্দেশ মানা হলো কিনা দেখার প্রয়োজন মনে করলো না অ্যাণ্ডারসন। লিভারি আস্তাবলের পাশ ঘেঁষে আগাছার ওপর দিয়ে একদৌড়ে পেছনের কোরালের দিকে এগোলো, একটা জিন ছাড়া ঘোড়ার পিঠে চেপে কোরাল গেট দিয়ে ঝড়ের বেগে শাইয়্যানকে বেরিয়ে আসতে দেখলো কেবল। কাঁধে রাইফেল উঠিয়েই গুলি করলো অ্যাণ্ডারসন, লক্ষ্যস্থির করার উপায় নেই, আন্দাজে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়লো না শাইয়্যান, যদিও অ্যাণ্ডারসন বুঝলো চোট পেয়েছে শত্রু, কারণ কেঁপে উঠেছে তার শরীর। একটু থেমে অন্ধকারের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা হয়েছে ওর। এই প্রথম নাগালে পাওয়া গিয়েছিলো ইণ্ডিয়ানকে, অথচ তাকে মারা দূরে থাক গুরুতরভাবে আহত করতেও পারেনি সে! স্যালুন আর বোর্ডিংহাউসে অপেক্ষমাণ জনতাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে!

লিভারি আস্তাবলের পাশে বিয়্যার-ট্র্যাপের মরণকামড় থেকে রেহাই পাবার ব্যর্থচেষ্টা করছে ইণ্ডিয়ানের ঘোড়াটা। কোরাল-গেট বন্ধ করলো অ্যাণ্ডারসন, কোরালের চারদিকে একটা চক্কর দিলো, তারপর ফিরে এলো গলিতে।

ঘোড়াটার পা দুটুকরো হয়ে যায়নি দেখে অবাক হলো অ্যাণ্ডারসন। সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা যন্ত্রণায় একনাগাড়ে দাপাদাপি করছে, মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আস্তাবলের দেয়ালে, কান-ফাটানো শব্দে।

সাবধানে এগোলো অ্যাণ্ডারসন। নিশানা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার

মতো দূরত্বে এসে রাইফেল তুললো, গুলি করলো ঘোড়ার কাঁধ বরাবর। হুমড়ি খেয়ে পড়লো অবলা জানোয়ারটা, বারদুই কেঁপে উঠলো ওটার শরীর, তারপর পড়ে রইলো নিথর।

ফিরে গিয়ে কোরাল-গেট ঠিকমতো আটকানো আছে কিনা আবার নিশ্চিত হলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর রাস্তায় ফিরে এলো। স্যালুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, বোর্ডিংহাউসের পোর্চেও দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে। সবাই যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে বললো, 'ইণ্ডিয়ানের ঘোড়া ধরা পড়েছে বিয়্যার-ট্র্যাপে, কিন্তু কোরাল থেকে অন্য একটা ঘোড়া চুরি করে ভেগেছে সে।'

'এত গোলাগুলি হলো যে?' জানতে চাইলো একজন।

'ইণ্ডিয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলাম,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'কিন্তু লাগাতে পারিনি ঠিকমতো। গুলি করে ওর ঘোড়াটাকে মারতে হয়েছে।'

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো আসলে সে চাইছে কেউ একজন বিরূপ মন্তব্য করুক, কড়া জবাব দিয়ে দেবে! আপনমনে বিষণ্ণ হাসলো সে। উত্তেজিত হয়ে আছে ওর সমস্ত স্নায়ু। কে যেন ফিস-ফিস করে বলে উঠলো, 'হায় খোদা, শুয়োরের বাচ্চাটাকে মারতে পারেনি ও!'

আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে মুখ খুললো অ্যাণ্ডারসন, তারপর কিছু না বলে চুপ রইলো। শাইয়্যানকে ঘায়েল করতে পারেনি সে এবং এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললো ও, 'ভেতরে ফিরে যাও সবাই। ঘোড়া চুরি করে পালিয়েছে বলে ইণ্ডিয়ানটা আবার আসবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'বাকি ফাঁদ দুটোর কি হবে?'

'আগামীকাল সকালে তুলে নেবো। এখন ওগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে সে।'

কয়েকজন লোক স্যালুন ছেড়ে বেরিয়ে এলো, এগোলো বোর্ডিং-হাউসের দিকে, বাকিরাও ফিরে গেল ভেতরে। বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় যারা সমবেত হয়েছিলো, তারাও ভেতরে গেল। ওদের অনুসরণ করলো অ্যাণ্ডারসন। আজ রাতে হ্যারি পারসন আর জন ডিক্সনকে যথাক্রমে দোতলার সামনে-পেছনে পাহারা দিতে বলে দিলো, তারপর সদর দরজার দিকে মুখ করে একটা সোফায় বসলো নিজে।

মোটামুটি মিনিট বিশেক পর প্রায় সবাই চলে গেল ওপরে, রয়ে গেল জেনি উইলসন আর জেস। অ্যাণ্ডারসনের পাশে সোফায় বসলো জেনি, 'লোকটা যেন রক্তমাংসের তৈরি নয়!' বললো সে, 'নাকি ঈশ্বর নিজেই তার পক্ষ নিলেন!' ওর কণ্ঠ কেমন যেন ভয়ার্ত।

'রক্তমাংসের তৈরি অবশ্যই,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আসলে এতক্ষণ ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে এসেছে সে, আর কিছু না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ঠিকই ঘায়েল করবো আমরা।'

মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো জেনি। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' জেনির দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, ওর সঙ্গে ওপরে গেলে কেমন হয়, ভাবলো, তারপর নিজের ওপর জোর খাটিয়ে শাইয়্যানের কথা ভাবতে শুরু করলো। জেসকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো জেনি।

জেনিকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে অ্যাণ্ডারসনের। কিন্তু জানে, এখন ওর উচিত ইণ্ডিয়ানের কথা চিন্তা করা। বুনো বর্বরটা এরপর

কি করতে পারে আঁচ করার চেষ্টা করতে হবে ওকে। ঠিকমতো আন্দাজ করা গেলে তাকে ঠেকানোর একটা ব্যবস্থা নেয়া যায়, তার পরিকল্পনা যাই হোক না।

আবার কিছুতে আগুন ধরাবে সে, ভাবলো শেরিফ। সম্ভবত বব ভিনসেন্টের বাড়ি, বোর্ডিংহাউস অথবা লিভারি বার্ন। ভিনসেন্ট এখনো কাজ করছে ওখানে, দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে ওকে।

অনিচ্ছার সঙ্গে মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। শাইয়্যানের পরবর্তী পদক্ষেপ অনুমান করার কোনো উপায় নেই। এবং এখন একা অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছে করছে না। গতবার ওই চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিলো!

উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ল্যাম্পের আলো কমিয়ে দিলো। রাইফেল লোড করা আছে কিনা পরখ করলো, তারপর আবার বসলো সোফায়, মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো সে একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অনেক ভাবনার পরেও কোনো কিছু এলো না মাথায়।

ওয়্যাগনের চারটা ঘোড়ার কথা মনে পড়লো হঠাৎ অ্যাণ্ডারসনের। এখনো স্যালুনের সামনে হিচরেইলের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। ওগুলোকে লিভারি আস্তাবলের কোরালে রেখে আসা উচিত ছিলো। বব ভিনসেন্ট তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসার সময়···

ঝিমোতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। বোর্ডিংহাউসের দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠে বসলো হঠাৎ, ভেতরে এলো বব ভিনসেন্ট। 'ঘোড়াগুলোর কি করবে?' জানতে চাইলো সে, 'এভাবেই থাকবে সারারাত?'

উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। 'না, ওদের কোরালে রাখার ব্যবস্থা

করছি। চলো, আমাকে একটু সাহায্য করবে।'

দরজার দিকে পা বড়ালো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু কবাটের কাছে পৌঁছার আগেই লিভারি বার্নের পেছন দিক থেকে ভয়ার্ত একটা চিৎকার ভেসে এলো। কি হয়েছে, চট করে বুঝে ফেললো অ্যাণ্ডারসন। নিজের ঘোড়া হারিয়ে এবার সুপরিকল্পিতভাবে ইয়েলোহর্স-বাসীদের ঘোড়া থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে শাইয়্যান।

ঝড়ের বেগে বোর্ডিংহাউসের দরজা গলে বেরিয়ে এলো শেরিফ অ্যাণ্ডারসন, দ্রুত অতিক্রম করলো পোর্চ, দৌড়ে চলে এলো রাস্তায়। ঘাড় ফিরিয়ে ভিনসেন্টদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো, 'জলদি চলো! কোরালে ঢুকেছে হারামজাদা, এবার বোধ হয় ধরা যাবে!'

লিভারি বার্নের পাশ ঘেঁষে খড় আর আগাছার ওপর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগালো অ্যাণ্ডারসন, মনে মনে প্রার্থনা করছে ইস, আর একটু আলো চাই, একটু! রিভলভার বের করে বুড়ো আঙুলে টেনে পেছনে নিয়ে এলো হ্যামার।

ওর পেছনে আসছে ভিনসেন্টরা, ভীত-সন্ত্রস্ত; কিন্তু গতি কমালো না অ্যাণ্ডারসন। লিভারি বার্নের কোণে পৌঁছলো সে, পিছলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দ্রুত কাজ সেরেছে শাইয়্যান, কোনো ভুল করেনি। কোরালের ছটা ঘোড়ার চারটাই এখন মাটিতে পড়ে আছে, একটা তড়পাচ্ছে জবাই করা মুরগির মতো। ছনম্বরটাকে এখন ছুরি মারছে শাইয়্যান, কোরালের চারদিকে প্রাণভয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে জানোয়ারটা, আর ওটার পিঠে জোঁকের মতো লেপ্টে রয়েছে ইণ্ডিয়ান, একহাতে পেঁচিয়ে ধরেছে ঘোড়ার গলা, সামনে ঝুঁকে বারবার ছুরি চালাচ্ছে।

কোরালের বেড়া বেয়ে উঠতে শুরু করলো অ্যাণ্ডারসন, তাড়া-

হুড়োয় পিছলে পড়ার অবস্থা হলো কয়েকবার, অবশেষে বেড়ার মাথায় উঠলো সে, দাঁড়ালো স্থির হয়ে, পরক্ষণে চাপ দিলো রিভলভারের ট্রিগারে। ইণ্ডিয়ানের বদলে ঘোড়ার গায়ে লাগলো গুলিটা। লুটিয়ে পড়লো ঘোড়াটা, উড়ে দূরে গিয়ে পড়লো শাইয়্যান। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলো অ্যাণ্ডারসন, 'খোদা, হারামজাদাকে খোঁড়া করে দাও, মুহূর্তের জন্যে যেন পড়ে থাকে মাটিতে!'

কিন্তু মাটিতে পড়েই গড়ান খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো শাইয়্যান। আগ্রহের আতিশয্যে কোরালের বেড়া থেকে লাফিয়ে নামলো অ্যাণ্ডারসন। পরমুহূর্তে ছুটে গেল শত্রুর দিকে, আবার গুলি করলো, মাত্র তিরিশ ফুট দূরে থেকে।

ইণ্ডিয়ানটা কোরালের বেড়া টপকাতে ব্যর্থ হলো প্রথমবার, পরক্ষণে বিড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়লো বেড়ার ওপর, আকাশের পটভূমিতে তার ছায়ামূর্তির উদ্দেশে আবার গুলি করলো অ্যাণ্ডারসন। এরপরই উধাও হয়ে গেল লোকটা, ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল কেবল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল শাইয়্যান।

হিংস্র ভঙ্গিতে রিভলভারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলো অ্যাণ্ডারসন, অকথ্য ভাষায় গাল বকছে নিজেকে; চুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কোরালের হত্যাযজ্ঞ দেখলো সে।

ছয়টা ঘোড়াই ধরাশায়ী, মারা যাচ্ছে, অল্পক্ষণের মধ্যে প্রাণ হারাবে সবগুলো। ওয়্যাগনের চারটা ঘোড়া কোরালে আনতে ভুলে গিয়েছিলো তখন, ওগুলোই কেবল বেঁচে আছে এখন, আর কোনো ঘোড়া নেই ইয়েলোহর্স শহরে।

দশ

জীবনে আর কখনো এত খেপেনি শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন। ইণ্ডিয়ানের ওপর ক্ষোভ থাকলেও নিজের ওপরই রাগ লাগছে বেশি। শাইয়্যানকে হত্যা করার উপর্যুপরি দুটো সুযোগ হারিয়েছে সে আজ। এবং ও যখন ভেবেছে ইণ্ডিয়ানকে আহত করতে পেরেছে তখন আসলে অক্ষত রয়ে গেছে শত্রু। তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি সে।

ইণ্ডিয়ান পালিয়ে যাবার পর বব ভিনসেণ্টসহ আরো দুজন দৌড়ে এলো। চিৎকার করে ভিনসেণ্ট বললো, 'তোমার হলো কি? তিন তিনবার গুলি করার সুযোগ পেয়েও পারলে না?'

হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। 'খবরদার, আমার ওপর মাতব্বরি ফলাতে এসো না! তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমরা তো এদিকেই এসেছিলাম! খোদার কসম, জানপ্রাণ দিয়ে দৌড়েছি!'

'তা বটে!' বিরক্তির সঙ্গে বললো অ্যাণ্ডারসন।

কোরালের রক্তস্রোতের দিকে তাকালো ওরা।

ভিনসেণ্ট বললো, 'নতুন কাউকে এবার শেরিফ বানাতে হবে, যে জানে কিভাবে গুলি চালাতে হয়!'

হাত মুঠি পাকালো অ্যাণ্ডারসন, এক মুহূর্ত পর যতটা সম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললো, 'তাহলে তাই করো। এই ইস্তফা দিলাম আমি।' রিভলভার হোলস্টারে রেখে শার্টের বুক পকেট থেকে ব্যাজ খুলে বব ভিনসেন্টের পায়ের কাছে ঘোড়ার নাদির ওপর ছুঁড়ে ফেললো। 'ওই ইণ্ডিয়ানের বাচ্চা দুটোর প্রাণ হারানোর ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা ছিলো না,' বললো সে, 'কিন্তু তোমার ছিলো, তোমাদের সবার, যারা সেদিন সেই সার্কাস-তাঁবুতে গেছে, তোমরা কোনো প্রতিবাদ করোনি, বাচ্চাগুলোর দুর্দশা দেখেও!' ঘুরে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, রাগত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল কোরাল গেটের দিকে।

কোরাল-গেট দিয়ে বেরিয়ে প্রায় ফুট দশেক দূরে আসার পর চিৎকার করে ওকে ডাকলো বব ভিনসেন্ট। 'অ্যাই, দাঁড়াও! এত খেপে ওঠার মতো কিছু বলিনি!'

থামলো না অ্যাণ্ডারসন, ফিরেও তাকালো না।

পেছনে ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এসে ওকে ধরলো ভিনসেন্ট আর তার দুই সঙ্গী।

'দাঁড়াও!' বললো ভিনসেন্ট, 'বুঝতে পারছি, আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, মাপ চাইছি!' প্যাণ্টে মুছে ব্যাজ থেকে ঘোড়ার নাদি পরিষ্কার করছে সে। 'আমি দুঃখিত,' বললো আবার, 'সবাই জানে তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করছো তুমি।'

ওর সঙ্গে গলা মেলালো বাকি দুজন। 'ও মন থেকে বলেনি কথাটা, ডিন। ব্যাজটা নাও, আবার লাগাও বুকে। তোমার চেয়ে ভালোভাবে আর কেউই এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না।'

ব্যাজটা নিলো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু শার্টের পকেটে আটকালো না, রেখে দিলো পকেটের ভেতর।

গুলির আওয়াজ আর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে সবার, জটলা পাকাচ্ছে স্যালুন আর বোর্ডিংহাউসের বারান্দায়। অ্যাণ্ডারসনের উদ্দেশে একসঙ্গে একঝাঁক প্রশ্নবাণ ছুটে এলো। কিন্তু আসন্ন বিদ্রূপ শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না অ্যাণ্ডারসন; বেপরোয়া ভঙ্গিতে রাগ লুকানোর চেষ্টা না করে বলে উঠলো, 'শোনো! তিনবার ওকে গুলি করেছি আমি, কিন্তু সামান্য চোট পাওয়া ছাড়া কোনো ক্ষতি হয়নি তার।' পকেট থেকে ব্যাজটা বের করে আনলো সে। 'এখন তোমাদের স্থির করতে হবে আমাকে আর শেরিফ হিসাবে দেখতে চাও কিনা! যদি চাও, তাহলে এখন থেকে সামান্য ভুলচুক হলেই হৈচৈ বাধাতে পারবে না আর। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি, তোমাদের কাছে যদি যথেষ্ট মনে না হয়, আল্লার ওয়াস্তে আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে দাও দায়িত্বটা।'

অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এলো সবার মাঝে। স্যালুনের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, সশব্দে ভেতরে ঢুকলো। নীরব জনতাকে রাস্তায় রেখে ওকে অনুসরণ করলো জন শার্প। বিরক্তির সঙ্গে অ্যাণ্ডারসন তাকে বললো, 'একটা ড্রিঙ্ক দাও।'

একটা গ্লাস আর বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিলো শার্প। আধ গ্লাস মদ ঢেলে নিলো অ্যাণ্ডারসন, ঢকঢক করে খেয়ে নিলো সবটুকু, রাগে এখনো কাঁপছে ওর শরীর। আবার গ্লাসে মদ ঢেলে খেলে ও, মুখ মুছলো, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে হাসলো শার্পের উদ্দেশে, বললো, 'আসলে কি জানো, ওদের ওপর নয়, নিজের ওপরই রাগ লাগছে আমার। অন্ধকারেও শুয়োরের বাচ্চাকে ঘায়েল করতে পারা উচিত ছিলো আমার। খুব বেশি দূরে ছিলো না সে, বড়জোর এখান থেকে বারের ওই শেষ মাথা পর্যন্ত হবে।'

'হয়তো তুমি ক্লান্ত বলে হয়েছে এটা,' বললো জন শার্প, সান্ত্বনা দেয়ার ঢঙে।

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। স্যালুনে ঢুকলো বব ভিনসেণ্ট, পেছনে বিল ওয়াটলি।

'সবাই ভোট দিয়েছে,' বললো ভিনসেণ্ট, 'তোমাকেই শেরিফ হিসাবে চায় ওরা।'

'তোমার মতো করতো না কেউ, ডিন,' বললো বিল ওয়াটলি, 'ইণ্ডিয়ানকে ধরার জন্যে অন্ধকারে একা যাবার সাহসই হতো না কারো।'

ভুরু কোঁচকালো অ্যাণ্ডারসন, মাথা দোলালো। 'ঠিক আছে।'

ভিনসেণ্টের কণ্ঠে বোঝা গেল স্বস্তি ফিরে পেয়েছে সে। 'চারটা ঘোড়ার এখন কি করা যায়, ডিন?' জানতে চাইলো, 'ওগুলো ছাড়া আর কোনো ঘোড়া নেই এখন এ-শহরে।'

'ওদের খড়, পানি দাও, স্যালুনের সামনেই থাক আপাতত।'

আদেশ পালন করতে দ্রুত বেরিয়ে গেল ভিনসেণ্ট।

'খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো আমি,' বললো ওয়াটলি।

'কি রকম? আমাদের হয়ে ইণ্ডিয়ানকে যেন হত্যা করেন তিনি? আমার তো মনে হচ্ছে তিনি ওই খুনেটার পক্ষেই রয়েছেন!'

অসন্তোষ ঝরে পড়লো ওয়াটলির কণ্ঠে; 'এসব কথা বলতে নেই, পাপ হবে। একটা নৃশংস খুনীর পক্ষ নেবেন খোদা, তা কি হয়!'

'হয়তো ইণ্ডিয়ানের হাতেই আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, হতে পারে না? এভাবে ভেবেছো?' এসব কথা বিশ্বাস করে না অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু ওয়াটলির অতিরিক্ত ধার্মিক ভাবসাব ওর বিরক্তি উৎপাদন করছে।

'ইণ্ডিয়ান বাচ্চাছুটোর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছো, না?' প্রশ্ন করলো বিল ওয়াটলি।

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'যদি বলি হ্যাঁ?'

'তুমি তখন এখানে থাকলে কি করতে শুনি?'

'ওরা খাঁচায় বন্দী জানামাত্র উদ্ধারের ব্যবস্থা করতাম। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওদের বিছানায় নিয়ে শোয়াতে পারতাম, তাহলে আর এসব ঘটতো না।' আবার গ্লাসে মদ ঢাললো অ্যাণ্ডারসন। এখন স্থির ওর দুহাত, অনেকটা পড়ে এসেছে রাগ। ওয়াটলি কিংবা অন্য কাউকে দোষ দিয়ে এখন লাভ হবে না। গ্লাসটা খালি করলো সে। দাম মিটিয়ে দিলো জন শার্পকে, তারপর বেরিয়ে এলো, বোর্ডিং-হাউসে গিয়ে ঢুকলো।

প্রায় সবাই আবার ঘুমাতে চলে গেছে। দরজায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো জেনি উইলসন, তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'জেস কই?'

'ওপরে ঘুমাচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা ছিলো, তাই অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো অ্যাণ্ডারসন। 'আমি এখন সুস্থ। একটু আগে অবশ্য প্রায় পাগল হবার দশা হয়েছিলো, সামলে নিয়েছি।'

'ওরা কেউই কিন্তু তোমাকে দোষ দিতে চায়নি। আসলে সবাই ভয় পেয়েছে তো!'

আবার হাসলো অ্যাণ্ডারসন। 'ওদের দোষ দিচ্ছি না। দোষ আমার।'

'লোকটা রাতে আর আসবে বলে মনে করো?'

'আসবে। নিজের ঘোড়া হারিয়েছে সে, চোট পেয়েছে, সুতরাং এখন উস্কে দেয়া র‍্যাটল সাপের চেয়েও বেশি খেপে থাকবে।'

'এবার কি করবে আন্দাজ করতে পারছো ?'

'আগুন ধরানোর জন্যে কিছু জোগাড় করতে পারলে আবার কিছু ছাই করে দেবে।'

ইণ্ডিয়ান কোথায় চোট পেয়েছে বোঝার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন, হয়তো মারাত্মকভাবেই আহত হয়েছে সে, সেক্ষেত্রে অনেক শক্তি হারিয়ে ফেলবে, সমানে সমানে লড়াই হবে এবার।

উঁচু হয়ে অ্যাণ্ডারসনের কপালে চুমু খেলো জেনি। 'সাবধানে থেকো, ডিন। ভিনসেণ্ট অথবা আর কারো কথায় খেপে গিয়ে পাগলের মতো কিছু করে বসো না।'

'ঠিক আছে,' অ্যাণ্ডারসন চাইছে জেনি এখন ওপরে চলে যাক। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো জেনি, ওর দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, কি চমৎকার চলার ভঙ্গি! ভাবলো। এই ঝামেলাটা মিটে গেলে ওকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেবে। অ্যাণ্ডারসনের বিশ্বাস জেনি ওকে নিরাশ করবে না। অবশ্য ও জানে মেয়েদের মন বোঝা কঠিন। এমন বহুবার হয়েছে : ও ভেবেছে এক, হয়েছে আরেক।

সোফায় বসে চোখ বুজলো অ্যাণ্ডারসন। অস্বস্তি বোধ করছে। এই রাতটা কাটানো কষ্টকর হবে, বেশিক্ষণ ঘুমানো যাবে না বোধ হয়।

ওর ধারণা ঠিক প্রমাণিত হতে খুব বেশি সময় লাগলো না। ঝড়ের বেগে আচমকা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো জেনি উইলসন, চেহারা শাদা, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ। 'ডিন! ও নেই!'

'কে ? কার কথা বলছো ?'

'জেস। ওপরে ঘুমাচ্ছিলো। এখন নেই!'

চট করে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, এক লাফে দুটো করে ধাপ টপকে ওপরে উঠতে শুরু করলো। ঝড়ের বেগে ঢুকলো জেনির

কামরায়, দ্রুত এগিয়ে গেল জানালার দিকে, বন্ধ। 'ওকে কেউ নিয়ে যায়নি,' বললো সে, 'তেমন কিছু যদি ভেবে থাকো তুমি। সম্ভবত এখনো বোর্ডিংহাউসেরই কোথাও আছে।'

'কিন্তু কোথায়? এত রাতে সে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে কেন?'

এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েনি সবাই। হলওয়ে-তে দাঁড়িয়ে জেসের নাম ধরে ডাকতে লাগলো জেনি, শেরিফও গলা মেলালো, কিন্তু কোনো সাড়া মিললো না। দ্রুত নিচে নেমে এলো অ্যাণ্ডারসন, পেছন পেছন জেনিও এলো। রান্নাঘর থেকে শুরু করে সব জায়গা আতিপাতি করে খুঁজলো জেসকে। পাওয়া গেল না। অবশেষে অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'লুকোচুরি খেলছে না তো সে? আগে কখনো এরকম করেছে তোমার সঙ্গে?'

মাথা নাড়লো জেনি, আবার আতঙ্কের ছায়া তার চোখে।

অ্যাণ্ডারসনও এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। জেস বোর্ডিংহাউসে নেই, এটা পরিষ্কার। শাইয়্যানও ওকে ধরে নিয়ে যায়নি। তার মানে একটাই হতে পারে! খানিক আগের কোলাহলের ফাঁকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেছে জেস। কেন? কে জানে!

জেস স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে আপনমনে প্রশ্ন করলো অ্যাণ্ডারসন, কোথায় যেতে পারে ছেলেটা? প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে গেছে। ওখানে এমন কিছু আছে যেটা তার খুব দরকার; আনতে গেছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' জেনিকে বললো অ্যাণ্ডারসন, তারপর দৌড়ে পারলার অতিক্রম করলো। হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে এলো বাইরে।

বোর্ডিংহাউস আর ওয়্যাগনের মাঝখানে ওয়্যাগনের সঙ্গেই বেঁধে

রাখা হয়েছে চারটা ঘোড়া। ওটার সব জিনিস অন্য ওয়্যাগনে তুলে রেখে খড় দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে, ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে খাচ্ছে ঘোড়াগুলো। একদৌড়ে রাস্তা পার হলো অ্যাণ্ডারসন, এগোলো জেনির বাড়ির দিকে।

এ-শহরের কারো বাচ্চাকে হত্যা করার মতো চমৎকার প্রতিশোধ শাইয়্যানের জন্যে আর কি হতে পারে! ভাবলো অ্যাণ্ডারসন।

পেছনে ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেলো সে, থমকে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরলো চরকির মতো। জেনি, দৌড়ে আসছে, স্কার্ট উঁচু করে ধরে রেখেছে যাতে হোঁচট খেয়ে পড়তে না হয়। অশ্রুতে ভিজে গেছে ওর গাল, কোনো মানুষের চোখে একসঙ্গে এত আতঙ্কের ছাপ আর দেখেনি শেরিফ। 'ফিরে যাও!' বললো সে, 'আমি ওকে খুঁজে আনছি!'

'না!' প্রায় আর্তনাদের মতো শোনালো জেনির কণ্ঠস্বর, 'আমিও তোমাকে সাহায্য করবো! বাধা দিয়ো না!'

জেনির দুবাহু আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিলো অ্যাণ্ডারসন, সক্রোধে। 'আমি বলছি, ফিরে যাও। তোমাকে পাহারা দিতে হলে জেসের জন্যে কিছুই করতে পারবো না শেষে!'

'আমাকে পাহারা দিতে হবে না, আমার কথা না ভাবলেও চলবে। ছেড়ে দাও আমায়! আমি খুঁজবো ওকে!'

'আহ্, যা বলছি শোনো!' প্রায় চিৎকার করে বললো অ্যাণ্ডারসন। কান্না থেমে গেল জেনি উইলসনের। ওর দিকে বিস্মিত চোখে তাকালো, যেন এই প্রথম দেখছে শেরিফকে। 'আমি জেসকে খুঁজে আনছি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'কিন্তু তোমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হলে সেটা সম্ভব হবে না। সেজন্যেই বলছি, ফিরে যাও, অনর্থক

সময় নষ্ট করছি আমরা।'

হার মানলো জেনি, বোকার মতো মাথা দোলালো। ওর বাহু ছেড়ে দিলো শেরিফ, ঘুরে দাঁড়ালো জেনি উইলসন, ঘুরে ফিরে গেল আবার রাস্তার দিকে। জেনি বোর্ডিংহাউসে পৌঁছতে পারলো কিনা দেখতে অপেক্ষা করলো না অ্যাণ্ডারসন, চট করে ঘুরে ঘেসো জমির ওপর দিয়ে ছুটলো আবার জেনি উইলসনের বাড়ির দিকে।

আর একটু হলেই টক্কর খেতে যাচ্ছিলো জেসের সঙ্গে, ঘর থেকে বেরিয়ে ওর কাছেই দৌড়ে আসছিলো ছেলেটা। জেসকে জাপ্টে ধরলো অ্যাণ্ডারসন। দুহাতে একটা লাল-কালো কাস্ট-আয়রনের তৈরি ট্রেন ধরে রেখেছে জেস। অন্ধকারে জেনির বাড়ির দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'জানো, আরেকটু হলেই আতঙ্কে মারা যেতো তোমার মা?'

কোনো নড়াচড়া ধরা পড়লো না অ্যাণ্ডারসনের চোখে, কোনো শব্দও শোনা গেল না। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালো না অ্যাণ্ডারসন, জেসকে কোলে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করলো রাস্তার উদ্দেশে।

জেসকে বোধ হয় আগেই দেখতে পেয়েছিলো জেনি উইলসন। ওর ডাক শুনতে পেলো শেরিফ, জেসকে ছেড়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ওপর দিয়ে এক দৌড়ে মায়ের কোলে গিয়ে উঠে পড়লো ছেলেটা।

ইণ্ডিয়ান তার চেহারা দেখায়নি। ঘুরে দ্রুত জেনির দিকে এগিয়ে গেল ডিন অ্যাণ্ডারসন। হাঁটু গেড়ে বসে জেসকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা, হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো, কিন্তু এটা স্বস্তির কান্না। জেনির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো অ্যাণ্ডারসন।

'তোমাকে না মায়ের কাছে থাকতে বলেছিলাম?'

জেসের কণ্ঠে ভয়ের লেশ। 'ট্রেনটা আনতে গিয়েছিলাম আমি!'

'কাউকে দেখেছো?'

'এক ইণ্ডিয়ানকে দেখেছি আমি। রঙ মাখানো!'

'তোমাকে মারেনি তো?'

চিবুক বেঁকে গেল জেসের, পানি জমে উঠলো চোখের কোণে। 'ওকে দেখে ভয় পেয়ে গেছি!'

'গায়ে হাত দিয়েছে তোমার?'

'আমাকে কোলে নিয়েছিলো সে।'

'আবার নামিয়ে দিয়েছে?'

নিঃশব্দে মাথা দোলালো জেস।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'জেনি, ওকে আবার বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দাও। গুড নাইট।'

জেসকে কোলে তুলে নিলো জেনি উইলসন, তারপর ভেতরে নিয়ে গেল। অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন। জেসকে চাইলে হত্যা করতে পারতো শাইয়্যান, কিন্তু করেনি। কেন?

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসনের মনে হলো শাইয়্যানের সঙ্গে ওর শত্রুতা না থাকলেই ভালো হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টাবার উপায় নেই। ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করতে হবে, আর ওকে হত্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে শাইয়্যান প্রতিপক্ষ। এর অন্যথা হবার নয়।

এগারো

একটানা অনেকক্ষণ সোফায় বসে থাকলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন, চোখ বন্ধ, কিন্তু প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক। এখনো আশপাশে আছে শাইয়্যান, নিজের চোখে তাকে দেখেছে জেস; এবং আছে যখন, আরো কোনো অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

কোরালের সবকটা ঘোড়া হত্যা করে গেছে সে; বোর্ডিংহাউসের দোতলার কোনো জানালা গলে ঢোকারও চেষ্টা করবে না আপাতত, সে জানে সামনে পেছনে পাহারা আছে। তাহলে বাকি রইলো কি? আগুন? আবার কোথাও আগুন দেবার চেষ্টা করবে শাইয়্যান?

চোখ খুলে সামনের জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু আলোর কোনো আভা দেখতে পেলো না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে একসময় ঘুমে ঢলে পড়লো সে।

রাতে কয়েকবার ঘুম টুটে গেল, কোনোবার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায়, কোনোবার হাতে পায়ে খিল ধরে যাওয়ায়। একবার উঠে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলো। আর দশটা শান্ত নিরিবিলি রাতের মতোই লাগছে। কেবল বোর্ডিংহাউসের সামনে বেঁধে রাখা দুটো ওয়্যাগন আর চারটা ঘোড়ার

উপস্থিতি একটু বেখাপ্পা ঠেকছে। ওয়্যাগনে রাখা খড় চিবাচ্ছে ঘোড়াগুলো, অবিরাম।

ইণ্ডিয়ানটা বোধ হয় আজ রাতের মতো শহরবাসীকে আতঙ্কিত করার উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা আগুন জ্বালানোর জন্যে কিছু জোগাড় করতে পারছে না। সে যাই হোক লোকটা আর এখানে বসে নেই এখন। সোফায় ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন, আড়মোড়া ভেঙে আরাম করে বসলো, তার পরপরই আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

যখন ঘুম ভাঙলো, সারা ঘর আলোকিত, সব পর্দা তুলে দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। পারলারে সমবেত হয়েছে লোকজন। ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে জেনি, জেসকে নিয়ে। অ্যাণ্ডারসন চোখ মেলে তাকাতেই হাসলো সে, বললো, 'তুমি ঘুমিয়েছো দেখে খুশি হয়েছি, ঘুমটা তোমার দরকার ছিলো।'

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, প্রায় আটটা। সোজা হয়ে বসে আড়মোড়া ভাঙলো সে, দুচোখ ডললো। জেনি জিজ্ঞেস করলো, 'কফি দেবো এক কাপ?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। কফি আনতে চলে গেল জেনি। এদিকে শান্ত চোখে ওকে জরিপ করতে লাগলো জেস। অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'তুমি বলেছিলে ইণ্ডিয়ানটা নাকি তোমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো, আচ্ছা, কোনো ব্যথা দিয়েছে?'

মাথা নাড়লো জেস।

'তোমাকে কতক্ষণ কোলে রেখেছে?' আবার জিজ্ঞেস করলো শেরিফ, 'অনেকক্ষণ?'

আবার মাথা নাড়লো জেস।

হাসলো অ্যাণ্ডারসন। 'চিৎকার করলে না কেন?'

'ভয়ে চিৎকার করার কথা মনে ছিলো না।'

জেস চিৎকার না করে বোধহয় ভালোই করেছে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। কফি নিয়ে ফিরে এলো জেনি। কৃতজ্ঞচিত্তে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন।

হঠাৎ লিভারি আস্তাবল থেকে ভেসে আসা করাতের শব্দ শুনতে পেলো সে। টিম ব্লেজারের কফিন বানাচ্ছে বব ভিনসেণ্ট, ভাবলো। বোর্ডিংহাউস পারলারের এক কোণে বসে আছে মিসেস ব্লেজার, পাথরের মতো ভাবলেশহীন চেহারা, চার ছেলেও বসে আছে তার কোল ঘেঁষে।

জেনি উইলসনের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'মিসেস ব্রকম্যানের কি অবস্থা?'

'ভালো। হাতে ব্যথা আছে, কিন্তু এখনো কোনোরকম অভিযোগ করেনি।'

কফি শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর উঠে দাঁড়ালো, বাইরের সূর্যালোকে বেরিয়ে এলো সে। ওয়্যাগনের খড় প্রায় শেষ করে এনেছে ঘোড়াগুলো। বাতাসে ভোরের পরিচিত সুবাস। আজ, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, স্টেজ আসবে। সন্ধ্যার আগেই অনেকে চলে যাবে ইয়েলোহর্স ছেড়ে।

মন্থর পদক্ষেপে জেল ভবনের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। ভাবছে। আশ্চর্য, একজন-মাত্র মানুষ একটা পুরো শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। লোকটাকে ঠেকানোর একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা কি ভেবে পেলো না অ্যাণ্ডারসন। ফোর্ট লিয়নের কম্যাণ্ড্যাণ্টকে লেখা চিঠিটার কথা মনে পড়লো। আর কিছু না হোক চিঠিটা অন্তত স্টেজড্রাইভারের হাতে তুলে দেয়া যাবে আজ, কালই

গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ওটা।

জেলভবনে পৌঁছুলো অ্যাণ্ডারসন, তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুলো, শেভ করলো, পাল্টে নিলো গায়ের শার্ট, তারপর স্যুইভেল চেয়ারে বসে সিগার ধরালো।

গতরাতে কোথাও আগুন ধরায়নি শাইয়্যান। কেন? আপনমনে প্রশ্ন করলো অ্যাণ্ডারসন। দেশলাই না থাকলেও বুনোটার কাছে আগুন জ্বালানোর একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই ছিলো। তার কাছে চকমকি পাথর কিংবা লোহা ছিলো, সন্দেহ নেই, ইচ্ছে করলেই আগুন জ্বালাতে পারতো। এর মানে, মনে মনে ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করছে শাইয়্যান। ইয়েলোহর্সবাসীদের সঙ্গে মরণখেলায় নেমেছে সে। সবার অস্তিত্ব কাঁপিয়ে দিচ্ছে, এরপর সে কি করবে ভেবে সবাই যেন সন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত থাকে, সেটাই চাইছে।

আশ্চর্যজনকভাবে সফল হচ্ছে সে। অ্যাণ্ডারসন জানে, চাইলে পুরো শহরটাই ছাই করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে শাইয়্যান। তাকে কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ঝড়ো হাওয়ার একটা রাতের, তখন বাতাসের গতিপথ বুঝে শহর সীমানায় কোনো দালানে আগুন ধরিয়ে দিলেই ব্যস, বাকি কাজ বাতাস আর উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গই করে দেবে। শহরবাসীরা ভয়ে আগুনের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণের দায়ে বের হতে হবে সবাইকে, এবং তারই অপেক্ষায় থাকবে শাইয়্যান, প্রত্যেককে হত্যা করবে একে একে।

ঝাঁঝের সঙ্গে আধপোড়া সিগারটা ছাইদানীতে ফেলে দিলো অ্যাণ্ডারসন, উঠে দাঁড়ালো, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে, তালা আটকালো দরজায়।

বোর্ডিংহাউসের কাছে আসার আগেই বিল ওয়াটলির কণ্ঠস্বর

কানে এলো। বৃহস্পতিবার হলেও আজই গির্জার প্রার্থনাসভার আয়োজন করেছে সে। ভেতরে ঢুকলো না শেরিফ, এখন ওখানে গেলে লোকজন বিরক্ত হতে পারে, আর তাছাড়া, সুযোগ পেয়ে ওয়াটলি হয়তো সরাসরি ওর উদ্দেশেই ওয়াজ শুরু করে দেবে।

ওয়াটলি বলছে, 'এসো, আমরা সবাই প্রার্থনা করি!' খানিক নীরবতা বিরাজ করলো, তারপর লোকজনের নড়াচড়ার আওয়াজ, কেউ হয়তো হাঁটু গেড়ে বসছে, ভাবলো শেরিফ, কেউ স্রেফ মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। লিভারি আস্তাবলে টিম ব্লেজারের কফিন তৈরি করছে বব ভিনসেন্ট, অবিরাম কাঠ কাটা আর পেরেক ঠোকার আওয়াজ আসছে।

ওয়াটলি এবার বললো, 'হে খোদা, দয়া করো, আমাদের ওপর যে গজব নাজেল করেছো তা তুলে নাও। স্বীকার করি, ওই বাচ্চা-দুটোকে মরতে দিয়ে মহাপাপ করেছি আমরা, হে খোদা, আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি, আমরা অনুতপ্ত, এবার আমাদের ক্ষমা করে দাও! এই কিছুদিন আগেও তো, হে খোদা, দক্ষিণে কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করা হতো, অকথ্য নির্যাতন চলেছে তাদের ওপর, সেটাও তো অন্যায় ছিলো, পাপ ছিলো; কিন্তু যারা ওই অন্যায় করেছে তাদের তো কোনো শাস্তি তুমি দাওনি!···আমি জানি, এটা কোনো যুক্তি নয়, কিন্তু আর কি বলার আছে! ইতিমধ্যে এ-শহরের কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে: ড্যান কুপার খুব ভালো মানুষ ছিলো, এখন ওর পরিবার অসহায়; রজার ফোর্ড আর টিম ব্লেজারও ভালো লোক ছিলো···'

বলে চললো ওয়াটলি, অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ শুনলো অ্যাণ্ডার-সন, তারপর রাস্তা পেরিয়ে লিভারি আস্তাবলে ঢুকলো ও। কাজ

থেকে মুখ তুলে তাকালো বব ভিনসেন্ট। একটা কফিন ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, আরেকটা বানানোর তোড়জোড় করছে সে। অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'ওটা আবার কার জন্যে?'

'আমি কি করে জানবো? ওই ইণ্ডিয়ান হারামজাদাই ভালো বলতে পারবে—সে-ই জানে! আর জানেন ওপরঅলা!'

'আমি বলছি কাজটা বন্ধ রাখো,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'তোমার কফিন বানানোর শব্দে লোকজন এমনিতেই মনমরা হয়ে গেছে, যেন মাঝরাস্তায় সবাইকে ঝোলানোর জন্যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করা হচ্ছে!'

'আমাদের বোধ হয় সেটাই করা উচিত,' বললো ভিনসেন্ট, 'তাহলে শাইয়্যানটা বুঝতো তার জন্যে আমরা কি শাস্তির ব্যবস্থা করেছি!'

'কফিন বানানো বাদ দাও,' আবার বললো অ্যাণ্ডারসন, 'দরকার হলে ওজন্যে প্রচুর সময় পাবে।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বব ভিনসেন্ট। 'তুমি তোমার কাজ করতে থাকো,' বললো সে, 'আমাকে আমার কাজ করতে দাও। কফিন বানানোই এখন আমার একমাত্র কাজ। আর তোমার কাজ শাই-য়্যানকে পাকড়াও করা। তুমি যদি তোমার কাজ ঠিক মতো করতে পারো, আমাকে আর কফিন বানাতে হবে না!'

উদ্ধত ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, বুঝতে পারছে, আসলে ইণ্ডিয়ানের অস্তিত্ব ভুলে থাকার জন্যে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইছে লোকটা। কিন্তু ও যদি এভাবে একের পর এক কফিন বানিয়ে চলে, ছ-সাতটা কফিন বানাতে বেশিক্ষণ লাগবে না, কিন্তু ওগুলো দেখার পর শহরবাসীদের অবশিষ্ট সাহসটুকুও হাওয়ায় উড়ে যাবে। অনেকেই ইতিমধ্যে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে; ওরা এরকম অবিরাম হাতুড়ি আর করাতের শব্দ শুনলে কি

বানানো হচ্ছে সহজেই বুঝে নেবে, সন্ধ্যার আগেই শহরের বেশির ভাগ লোক আতঙ্কে উদভ্রান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু কাজটা বন্ধ করার জন্যে ভিনসেন্টের ওপর জোর খাটাতে পারবে না ও। বেরিয়ে আসতে গিয়েও আবার থেমে ভিনসেন্টের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'সময় কাটানোর জন্যে এরচেয়ে আরো ভালো উপায় আছে। আমি হলে এখন ওই ওয়্যাগনগুলোর একটায় বাড়ি থেকে সমস্ত দামি জিনিস বোর্ডিংহাউসে আনার ব্যবস্থা করতাম। ইণ্ডিয়ানটা কুপারের বাড়ি পুড়িয়েছে, কোরালের ঘোড়াগুলো হত্যা করেছে। এরপর কি করবে বলে তোমার ধারণা?'

করাত নামিয়ে রাখলো ভিনসেন্ট, চোখ থেকে উধাও হলো ঔদ্ধত্য। দ্রুত আস্তাবল থেকে বেরিয়ে গেল সে। অ্যাণ্ডারসন অনুসরণ করলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হলো ভিনসেন্ট। বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো সে, কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এলো আবার, ব্রকম্যানের ওয়্যাগন থেকে মালপত্র নামিয়ে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় রাখতে শুরু করলো।

হাতের রাইফেল দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে ওর সঙ্গে হাত লাগালো ডিন অ্যাণ্ডারসন। ওয়্যাগন খালি হবার পর অ্যাণ্ডারসন বললো, 'চলো, ব্লেজারের কফিনটা আগে বের করে বোর্ডিংহাউসে রেখে আসা যাক।'

ওয়্যাগনের সঙ্গে ঘোড়া জোড়ার কাজে ভিনসেন্টকে সাহায্য করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর একসঙ্গে লিভারি আস্তাবলের দিকে এগোলো। ওয়্যাগনে কফিন তুললো ওরা, আবার ফিরতি পথ ধরলো।

বোর্ডিংহাউস পারলারে কফিন নিয়ে এলো ওরা, মেঝেয় নামিয়ে রাখলো। টিম ব্লেজারের লাশ তার স্ত্রী আর ছেলেদের দেখানোর

জন্যে পরিষ্কার করে তারপর কফিনে তোলার ব্যবস্থা করবে বিল ওয়াটলি।

ভিনসেন্টের স্ত্রী বেরিয়ে এলো, ওকে ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করলো সে।

অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'কোনো সাহায্য লাগবে?'

মাথা দোলালো ভিনসেন্ট। 'করলে তো উপকার হতো।'

ওয়্যাগনের পেছনে উঠে বসলো অ্যাণ্ডারসন, হেলেদুলে ভিনসেন্টের বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করলো ওটা।

নিজের কেবিনের সামনে পৌঁছে ওয়্যাগন থামালো বব ভিনসেন্ট। তারপর তিনজন একসঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকলো, জিনিসপত্র বের করে ওয়্যাগনে বোঝাই করতে শুরু করলো। মিসেস ভিনসেন্ট তদারক করছে, বলে দিচ্ছে কোনটা কোনটা তার দরকার। কোনটা দামি। নানান জিনিসে ভরে উঠতে লাগলো ওয়্যাগন। মিসেস ভিনসেন্ট যেগুলোকে দামি ভাবছে ওগুলোর আসলে তেমন মূল্য নেই, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধীরে সুস্থে কাজ করে চললো ওরা। অবশেষে জিনিসপত্রের পাহাড় জমে উঠলো ওয়্যাগনে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও থামতে রাজি হলো ভিনসেন্টের স্ত্রী। আবার তাকে ওয়্যাগনে উঠে বসতে সাহায্য করলো বব, তারপর ওয়্যাগন চালিয়ে বোর্ডিংহাউসের পথ ধরলো। পেছনে রয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। ফাঁদগুলোর কথা মনে পড়লো ওর। অবশিষ্ট ফাঁদ দুটোর কাছে এসে একটা লাঠির সাহায্যে অকেজো করলো ওগুলো, এমন ভীষণ শব্দ হলো যে প্রতিবারই চমকে লাফিয়ে ওঠার দশা হলো অ্যাণ্ডারসনের। ফাঁদগুলো সক্রিয় রাখার আর কোনো প্রয়োজন নেই এখন। এতক্ষণে ওগুলোর অবস্থান

জানা হয়ে গেছে শাইয়্যানের, তাছাড়া ইণ্ডিয়ানের চেয়ে ফাঁদ দুটো এখন শহরের বাচ্চাদের জন্যেই বেশি বিপজ্জনক।

ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। এগারোটা। দুপুরে আসার কথা স্টেজ কোচের। ইস, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, অন্তত ছটা স্টেজ যদি একসঙ্গে আসতো! ইয়েলোহর্সের সবাইকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া যেতো। কিন্তু তা হবার নয়। বেশির ভাগকেই থেকে যেতে হবে এখানে, হয়তো সবাইকেই, নির্ভর করছে কোচে কটা সিট খালি থাকবে তার ওপর।

বোর্ডিংহাউসে ফিরে এলো অ্যাণ্ডারসন। কয়েকজন নারী-পুরুষ ওয়্যাগন থেকে ভিনসেণ্টের জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করছে। স্যালুনের ভেতর কয়েকজনকে পেলো শেরিফ, তাদের উদ্দেশে বললো, 'মরা ঘোড়াগুলো সরিয়ে ফেলতে হয়, নইলে কালই সারা শহর দুর্গন্ধে বসবাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। আমাকে সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন লোক দরকার।'

লুইস ক্লার্ক আর হ্যারি পারসন এগিয়ে এলো স্বেচ্ছায়। অ্যাণ্ডারসনের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো ওরা। ব্রকম্যানের ওয়্যাগন থেকে ঘোড়া দুটো আলাদা করে নিলো ডিন অ্যাণ্ডারসন, অন্য দুটো ঘোড়া হিচরেইল থেকে খুলে আনলো ওরা, তারপর ঘোড়া নিয়ে এগোলো লিভারি বার্নের দিকে।

আস্তাবলে ঢুকলো অ্যাণ্ডারসন, দুটো লগিং-চেইন জোগাড় করে ঘোড়া নিয়ে চলে এলো কোরালে। চেইনের অপেক্ষায় ছিলো ক্লার্ক আর পারসন, সময় নষ্ট না করে একটা মরা ঘোড়ার পেছনের পা জোড়া চেইনের সঙ্গে বেঁধে ফেললো ওরা। সোজা শহরের বাইরের দিকে রওনা হলো ক্লার্ক, অ্যাণ্ডারসন তাকে অনুসরণ করলো। পেছনে

রয়ে গেল পারসন।

শহর থেকে প্রায় আধমাইল দূরে এসে থামলো ক্লার্ক, মরা ঘোড়ার পা থেকে চেইন আলগা করলো, ঘোড়ার লাশ পেছনে ফেলে ফিরতি পথ ধরলো।

এভাবে ছটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে করতে দুপুর হয়ে এলো প্রায়।

অবশেষে বোর্ডিংহাউসের সামনে এনে রাখলো ঘোড়া চারটা, বাঁধার আগে ট্রাফ থেকে পানি খাওয়ালো।

একটা সিগার ধরালো অ্যাণ্ডারসন, দাঁড়িয়ে রইলো রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাস্তায়।

স্টেজের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ধৈর্যের সঙ্গে।

বারো

বারোটা বাজার মিনিট দুই আগে শহরের দক্ষিণ দিকে বেশ দূরে ধুলোর একটা মেঘ দেখতে পেলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন। কয়েক মিনিট পর চারটা ছুটন্ত ঘোড়ার রূপ নিলো মেঘটা, ওগুলোর পেছনে দীর্ঘ-যাত্রায় বিধ্বস্তপ্রায় একটা স্টেজকোচ দুলতে দুলতে আসছে।

এদিকে শহরের প্রায় সবাই স্টেজের আগমন দেখার জন্যে ভিড় জমাতে শুরু করেছে, বোর্ডিংহাউসের পোর্চে নারী আর শিশুরা, পুরুষদের অধিকাংশই স্যালুনের সামনে। এখানে সাধারণত ঘোড়া বদলাতে থামে স্টেজকোচ, কিন্তু আজ তা সম্ভব হবে না। স্টেজের বদলি-ঘোড়াগুলোকে মেরে রেখে গেছে শাইয়্যান। লুইস ক্লার্কের র‍্যাঞ্চে অবশ্য বেশ কিছু ঘোড়া আছে, কিন্তু র‍্যাঞ্চটা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে।

শহরের ঠিক সীমানায় আসার পর চাবুক হেনে ঘোড়ার গতি বাড়ালো স্টেজড্রাইভার, শহরে ঢুকলো-ওরা ঝড়ের বেগে, ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে ড্রাইভার, বারবার চাবুক হানছে, গাঢ় হয়ে উঠছে পেছনে ধুলোর মেঘ।

বোর্ডিংহাউসের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানলো ড্রাইভার, ধুলোর মেঘ কোচের ওপর দিয়ে ধেয়ে গেল সামনে, কয়েক মুহূর্তের

জন্যে অদৃশ্য হলো ঘোড়া আর কোচ, ঢাকা পড়ে গেল দর্শকদলও, কাশির আওয়াজ উঠলো চারদিকে। অন্য কিছু অবশ্য আশা করেনি কেউ। স্টেজ কোচ আসার ব্যাপারটা শহরের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইচ্ছে করলে ধীরেসুস্থে ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে ঢুকতে পারতো ড্রাইভার, কিন্তু সেটা শহরবাসীদের জন্যে উপভোগ্য হতো না।

এগিয়ে গিয়ে লিড-হর্সের লাগাম ধরলো বব ভিনসেন্ট। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেমে এলো ড্রাইভার, ধূলিধূসর চেহারা, অ্যাণ্ডারসনের উদ্দেশে মাথা নাচালো। 'হাউডি? কোনো মাল কিংবা প্যাসেঞ্জার?'

'পেতেও পারো। কটা সিট খালি আছে তোমার?'

'একটা, চাপাচাপি করে বড়জোর দুজন বসতে পারবে।' পেছনে গিয়ে কোচের দরজা খুললো ড্রাইভার। 'ডিনার স্টপ। সোজা ভেতরে চলে যাও। পেছন দিকে আউটহাউস আর ওঅশস্ট্যাণ্ড পাবে।'

কোচ থেকে নামতে শুরু করলো সবাই, দ্রুত বোর্ডিংহাউসে ঢুকতে লাগলো, প্রত্যেকের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, কাপড়চোপড়ে হালকা ধুলোর আস্তরণ। ধুলোমলিন স্যুট আর ডারবি হ্যাট পরা এক লোক ভেতরে ঢোকার আগমুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো, বোর্ডিংহাউসের সামনে রাখা মালবোঝাই ওয়্যাগন জরিপ করলো সে, হিচরেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলোও দেখলো, তারপর কয়েক কদম এগিয়ে বারান্দার কোণ থেকে কবরস্থানের দিকে তাকালো। টিম ব্লেজারের কবর খুঁড়ছে একজন। শেরিফের কাছে ফিরে এলো সে। 'কেউ মারা গেছে নাকি, শেরিফ?'

শুকনো কণ্ঠে জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'নইলে কবর খোঁড়া হবে কেন?'

'কি ব্যাপার? আরো দুটো টাটকা কবর দেখতে পাচ্ছি যেন।

শহরে কোনো মহামারী দেখা দেয়নি তো?'

'এখনই বোর্ডিংহাউসে না গেলে পরে কিন্তু আর খাবার পাবে না,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললো অ্যাণ্ডারসন। 'তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে না কেউ।'

'হ্যাঁ,' ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা, বোর্ডিংহাউসে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ড্রাইভার বব ভিনসেণ্টকে ডাকতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়লো।

'বদলি-ঘোড়া কোথায়, বব?' জানতে চাইলো ড্রাইভার।

অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো ভিনসেণ্ট। ডারবি-হ্যাটকে একবার দেখলো শেরিফ, লোকটা ভেতরে যাবার অপেক্ষা করলো, কিন্তু কিছু একটা খটকা লেগেছে তার মনে, তাই ভেতরে গেল না।

আবার প্রশ্ন করলো ড্রাইভার। 'ব্যাপার কি? বদলি-ঘোড়ার কি হলো?'

'নেই,' জবাব দিলো ভিনসেণ্ট, 'এ-যাত্রা একই ঘোড়ায় কাজ চালাতে হবে তোমাকে।'

'ওগুলোর কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার, 'পরের স্টেশনটা এখান থেকে বিশ মাইল দূরে।'

ডারবি-হ্যাট কথা বললো এবার। 'এখানে একটা কিছু ঘটেছে। কি, শেরিফ?'

'সেটা জেনে তোমার কাজ নেই,' বললো অ্যাণ্ডারসন; ঘুরে দাঁড়ালো সে, পাশের স্যালুনে গিয়ে ঢুকলো। ভুরু কুঁচকে ওকে অনুসরণ করলো ড্রাইভার। ভিনসেণ্টের সঙ্গে আলাপ শুরু করলো আগন্তুক।

ড্রাইভার আর নিজের জন্যে বিয়্যারের ফরমাশ দিলো অ্যাণ্ডারসন। গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলো ড্রাইভার, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো

অ্যাণ্ডারসনের দিকে।

'ইণ্ডিয়ান ঝামেলা,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'গতকাল রাতে কোরালের সবগুলো ঘোড়া জবাই করে রেখে গেছে।'

'কয়টা?'

'ঘোড়া না ইণ্ডিয়ান?'

'ইণ্ডিয়ান। কজন?'

'একজন।'

পকেট থেকে ফোর্ট লিয়নের কম্যাণ্ড্যাণ্টের উদ্দেশে লেখা চিঠি বের করে ড্রাইভারকে দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'এটা তাড়াতাড়ি ফোর্ট লিয়নে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো,' বললো সে। 'এরই মধ্যে তিনজনকে হত্যা করেছে লোকটা!'

'হারামজাদাকে ধরতে পারলে না?'

'এ যেন ছায়াকে ধরার চেষ্টা করা।' বললো অ্যাণ্ডারসন হতাশ কণ্ঠে। 'পরশু রাতে ধরতে গিয়েছিলাম তাকে, আর একটু হলেই মোরব্বা বানিয়ে ফেলতো! কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি।'

'ট্র্যাক করতে পারোনি?'

'নাহ্। শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরতি পথ ধরে। সন্ধ্যা নামার পরপরই শহরে ফিরে আসে, অন্ধকারে আর দেখার উপায় থাকে না তখন।'

'লোকটা কি চায়? এমন করছে কেন?'

'সে লম্বা কাহিনী, অল্প কথায় সারা যাবে না। খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে এখনই বোর্ডিংহাউসে চলে যাও।'

'নিশ্চয়ই।' এক মুহূর্ত ওকে জরিপ করলো ড্রাইভার, তারপর অবশিষ্ট বিয়্যার শেষ করে বেরিয়ে গেল। জন শার্প বললো, 'ও ঠিকই

জানতে পারবে। কেউ না কেউ বলবেই।'

'বলুক।'

'সারা রাস্তা এই কাহিনী ছড়াতে ছড়াতে যাবে সে, এমনকি পত্রিকায় পর্যন্ত গড়াতে পারে।'

'তাতে কি?'

'শেষ হয়ে যাবে ইয়েলোহর্স।'

'হলোই বা।'

জন শার্প বললো। 'শোনো। আমার জীবন এখন এই শহরের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এখান থেকে আধমাইল দক্ষিণে একশ' ষাট একর জমি আছে আমার, স্যালুনের পাশে আরো আশি একর। সবাই যদি এখান থেকে চলে যায়, এ-শহর যদি আর না বাড়ে, ওই দুশ' চল্লিশ একর জমি দিয়ে কি করবো আমি? পাহারা দেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে?'

'অচিরেই সব ভুলে যাবে সবাই,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

'উঁহুঁ, এসব ঘটনা সহজে ভোলে না কেউ।'

'আমি ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলবো,' জন শার্পকে আশ্বস্ত করলো অ্যাণ্ডারসন, 'মুখ বন্ধ রাখার অনুরোধ করবো ওকে।'

'তোমার অনুরোধ রাখবে সে?'

'কেন নয়? কোনো চিন্তা করো না।' উঠে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন। ডারবি-হ্যাট এখন রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কুপারের ভস্মীভূত বাড়ি দেখছে। অ্যাণ্ডারসনকে দেখে এগিয়ে এলো সে। 'এখানে আগুন লেগেছিলো, না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

'মারা গেছে কেউ?'

'নাহ্।'

'ভেতরে এক মহিলাকে দেখলাম, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'মিসেস ব্রকম্যান।'

'কি হয়েছে?'

ডারবি-হ্যাটের দিকে সরাসরি তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'কে হে তুমি? এতো জেরা করছো কেন?'

'আমার নাম এজরা রেভিজ, "রকি মাউন্টেন নিউজে"র রিপোর্টার,' বললো ডারবি-হ্যাট।

সেরেছে, মনে মনে বললো অ্যাণ্ডারসন। মুখে বললো, 'খামোকা বকবক না করে নিজের চরকায় তেল দাও!'

'নিজের চরকায় তেল দেয়া আমার কাজ নয়। এখানে মারাত্মক কিছু ঘটে যাবার গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

'যত ইচ্ছা শুঁকে যাও তাহলে!' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো অ্যাণ্ডারসন, তারপর বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো। শহরবাসীরা পারলারে সমবেত হয়েছে, কোচ-যাত্রীরা ডাইনিংরুমে।

'ড্রাইভার জানিয়েছে,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'স্টেজে দুজনের জায়গা হবে, তার বেশি না। কারা যাবে?'

প্রায় দশ বারোজন একসঙ্গে কথা বলে উঠলো।

'সবাই তো যেতে পারবে না,' বললো অ্যাণ্ডারসন। 'যারা যেতে ইচ্ছুক তারা দয়া করে কামরার ওপাশে চলে যাও।'

কামরার নির্দিষ্ট অংশে ভিড় করলো তারা; যারা রয়ে গেল অনিশ্চয়তার ছাপ ফুটে উঠলো তাদের চেহারায়, যেন শহর ছেড়ে যেতে পারলেই বেঁচে যেতো।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'যেসব পরিবারের সদস্যসংখ্যা দুয়ের বেশি

তারা যেতে পারবে না।

যাদের ছেলেমেয়ে আছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আগের জায়গায় ফিরে এলো তারা। অ্যাণ্ডি ব্রকম্যান, তার স্ত্রী; ম্যাক্স হ্যাটফিল্ড, তার স্ত্রী; জন ডিক্সন, তার স্ত্রী এবং হার্সবার্জ—বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে তার, কুপারের স্টোরের পেছনে একটা ছাপরায় থাকে—রয়ে গেল এপাশে।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'তোমরা এবার স্থির করো কোন দুজন যাবে। হার্স, তুমি চাইলে ড্রাইভারের পাশে বসে যেতে পারবে, যদি যেতে চাও।'

বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন। যারা শহর ছাড়তে ইচ্ছুক তাদের দলে যোগ দেয়নি জেনি, যাবার কোনো ইচ্ছে আছে বলেও মনে হয় না ওর চেহারা দেখে।

সাংবাদিক রেভিজ পোর্চে বসে একটা সিগার ফুঁকছিলো, শেরিফকে দেখে বললো, 'ঘটনাটা আমাকে খুলে বলো, শেরিফ। যাবার আগে এমনিতেও সব জেনে নিতে পারবো আমি।'

'উঁহুঁ, পারবে না। আর মাত্র বিশ মিনিট বাদেই ছেড়ে যাচ্ছে স্টেজ।'

'কিন্তু আমি যাচ্ছি না, থাকছি এখানে। দারুণ একটা খবরের গন্ধ পেয়েছি, সবটা না জেনে সহজে নড়ছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো অ্যাণ্ডারসন। 'বেশ, বলছি। গত শীতে একটা সার্কাস-দল এসেছিলো এখানে, ওটার মালিক ছিলো উত্তরে শাইয়্যান-গ্রামে হামলাকারী সেই দলটার একজন সদস্য।'

'আচ্ছা! মাস দুই আগে তার জবাই করা লাশ পাওয়া গেছে। ফেরি স্ট্রীটে ওর সার্কাস-তাঁবুতে—আরো আছে—ওর শরীরের বেশ কিছু অংশ খোয়া গিয়েছিলো। হত্যাকাণ্ডটা তুমুল আলোড়ন তুলে-

ছিলো তখন।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'সেই লড়াইয়ের সময় দুটো ইণ্ডিয়ান শিশু বন্দী করেছিলো লোকটা, ওদের সে একটা খাঁচায় আটকে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে দেখিয়েছে দর্শকদের, পয়সাও নিয়েছে। এখানেও এসেছিলো। বাচ্চাদুটো খুব অসুস্থ ছিলো। মিসেস উইলসন ওদের উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলো শেষে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, বাঁচানো যায়নি বাচ্চাদের।'

'তুমি কোথায় ছিলে তখন?'

'শহরের বাইরে।'

'আর বাকিরা কি করেছে? কিছুই বলেনি কেউ?'

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন।

'তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন বাচ্চাদের বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'এবং এরই মধ্যে তিনজনকে হত্যা করেছে। ঘোড়াগুলোকেও হত্যা করেছে সে? ওই চারটা বাদে?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন, রেভিজকে এসব জানানো মনঃপুত হচ্ছে না ওর, কিন্তু ও জানে সাংবাদিককে কিছুতেই খবর সংগ্রহ করা থেকে বিরত রাখা যাবে না, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন; পাঁচজনের মুখে পাঁচ কথা শোনার চেয়ে এ-ই বরং ভালো।

লম্বা একটা দম নিলো রেভিজ। 'খোদা! খবর বটে একখানা!'

'এই খবর ছাপা হলে ইয়েলোহর্সবাসীদের উপকারের বদলে অপকারই হবে বেশি।'

স্পষ্ট অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো রেভিজ।

'তার মানে খবরটা চেপে যেতে বলছো ? মাথা খারাপ নাকি ?'

'ছেপে কি লাভ হবে বলো ?'

'মনে করো, আমার পারিশ্রমিক ধাঁ করে বেড়ে যাবে, এমন কি পুবের কোনো কাগজ থেকে ভালো একটা চাকরির প্রস্তাবও পেয়ে যেতে পারি।'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'এ-শহরটা এখানকার মানুষগুলোর সহায়, ওদের সমস্ত কিছু শহরের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে, তুমি যদি খবরটা ছাপিয়ে দাও, ইয়েলোহর্সের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা চিরতরে মুছে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে শহরটা। রেলরোড আসার পর স্টেজলাইন উঠে যাবে, তখন আস্তে আস্তে মরে যাবে ইয়েলোহর্স।'

'এসব কথা ইণ্ডিয়ান বাচ্চারা যখন খাঁচায় মৃত্যু-প্রহর গুনছিলো তখনই চিন্তা করা উচিত ছিলো সবার, নিশ্চয়ই স্বীকার করো ?' বললো রেভিজ।

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'তা ঠিক। যা হোক, দয়া করে স্টেজে চেপে এখান থেকে চলে যাও।'

'যাবো। তবে সবকিছু জানার পর।'

'সারা সপ্তাহ আর কোনো স্টেজ পাবে না। কিনবে কিংবা ভাড়া করবে তেমন কোনো ঘোড়াও নেই শহরে, আমাদের সঙ্গে আটকা পড়ে যাবে তুমিও।'

'এক সপ্তাহ তেমন লম্বা সময় নয়।'

'তুমি এ-শহরের কেউ নও, ইণ্ডিয়ান সেটা বুঝবে না।'

কিছু বললো না রেভিজ, কিন্তু তার আত্মপ্রত্যয়ীভাব কিছুটা খসে পড়লো চেহারা থেকে।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'তাছাড়া শহরবাসীরা তোমার উপস্থিতি

ভালো চোখে দেখবে না, ভেবো না ওরা তোমাকে জামাই আদরে রাখবে।'

নাছোড়বান্দার মতো রেভিজ বললো, 'যাই হোক, আমি থাকছি। কোনোভাবেই আমাকে টলাতে পারবে না। সারা জীবনেও এমন একটা সুযোগ আর পাবো না।'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। সাংবাদিক ব্যাটাকে জোর করে স্টেজ কোচে তুলে নিতে পারবে না ও। বোর্ডিংহাউস থেকে বেরিয়ে এলো ড্রাইভার, তার পেছনে যাত্রীরা। বোঝা যাচ্ছে ওরা কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারেনি, কিংবা খেয়াল করেনি।

অ্যাণ্ডি আর লিটা ব্রকম্যান স্টেজে চেপে চলে যাচ্ছে। অ্যাণ্ডারসন বুঝলো না ওরা কিভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তবে, আন্দাজ করলো, হয়তো 'স্ট্র-ড্র' পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। হার্স বার্জ ড্রাইভারের পাশে বসার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে, কোনোরকম কষ্ট ছাড়া নিজেই উঠে বসলো সে, অপেক্ষা করতে লাগলো। ড্রাইভার ব্রকম্যানদের কার্পেটব্যাগ দুটো বুটে ঢুকিয়ে ক্যানভাসের ঢাকনা আটকে দিলো।

এবার নিজের আসনে উঠে বসলো ড্রাইভার, অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর লম্বা চাবুকটা হাঁকালো লিড-টিমের মাথার ওপর দিয়ে, শূন্যে। লাফিয়ে সামনে ছুটলো ঘোড়ার দল, গড়িয়ে সামনে এগোলো স্টেজের চাকা।

সবেগে শহর থেকে রওনা হয়ে গেল স্টেজ কোচ, ধুলোর মেঘ পড়ে রইলো পেছনে, থিতিয়ে আসতে লাগলো ক্রমশ। শহরের শেষ দালানের কাছে গিয়েই গতি কমিয়ে আনলো ড্রাইভার। আরো বিশমাইল যেতে হবে তাকে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে, অযথা ওগুলোর শক্তি

ক্ষয় করতে চায় না সে।

চারপাশে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। এজরা রেভিজকে দেখতে না পেয়ে ভাবলো লোকটা বোর্ডিংহাউস কিংবা স্যালুনে গেছে।

বোর্ডিংহাউসে উঁকি দিলো অ্যাণ্ডারসন, বিল ওয়াটলিকে দেখলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিম ব্লেজারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'চলো, কবর দেয়ার কাজটা সেরে ফেলা যাক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' মিসেস ব্লেজারের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো ওয়াটলি। ইশারায় চারজন লোককে কফিনটা বের করে আনতে বললো। সবাইকে সমবেত হতে দেখলো অ্যাণ্ডারসন, ওয়্যাগনসহ শোকার্ত জনতা ঢাল বেয়ে গোরস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। জন শার্পও বেরিয়ে এলো, দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসনের পেছনে, অ্যাপ্রনে হাত মুছছে; আগেই বেরিয়ে এসেছিলো রেভিজ, ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর সাংবাদিক যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে সে বললো, 'ওই হারামিটা কি করবে জানো? ডেনভারের প্রত্যেকটা পত্রিকার প্রথম পাতায় নাকি ছাপার ব্যবস্থা করবে খবরটা।'

তাকালো না রেভিজ।

হুমকি দেবার ঢঙে শার্প আবার বললো, 'যদি সশরীরে শহর ছাড়তে পারে তাহলে আরকি! শাইয়্যানই ব্যাটার পিঠে ছুরি সেঁধিয়ে দিতে পারে।'

শার্পের বক্তব্য কথার কথা মনে হলেও শহরের আধমাইলের মধ্যে তার দুশো চল্লিশ একর জমির কথা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলো না অ্যাণ্ডারসন।

ইয়েলোহর্সের কিছু হলে তার জমি মূল্যহীন হয়ে যাবে। পুরো

শহরের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে সাংবাদিক লোকটা।

একদিকে শাইয়্যান অন্যদিকে সাংবাদিক, কাকে সামলাবে এখন অ্যাণ্ডারসন ?

তেরো

স্টেজকোচ বিদায় নেয়ায় দর্শকরা আবার বোর্ডিংহাউসের উদ্দেশে রওনা হতে শুরু করেছে, দুপুরের খাবার সেরে নেবে বলে। একা স্যালুনে গিয়ে ঢুকলো সাংবাদিক এজরা রেভিজ। লোকটা যেখানেই যাক একটা হাঙ্গামা বেধে যাবার আশঙ্কা আছে ভেবে তাকে অনুসরণ করলো অ্যাণ্ডারসন।

আগেই স্যালুনে ফিরে গিয়েছিলো জন শার্প, বারের পেছনে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অগ্নিদৃষ্টিতে রেভিজের দিকে তাকালো। সাংবাদিকের পাশে এসে দাঁড়ালো ডিন অ্যাণ্ডারসন।

জন শার্পকে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিলো রেভিজ, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করলো বারটেণ্ডার, অ্যাণ্ডারসন চাইতেই হাত বাড়িয়ে বারের ওপর দিয়ে বিয়্যার ঠেলে দিলো।

'আমাকে এক গ্লাস, বারটেণ্ডার,' বললো রেভিজ।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিলো শার্প। 'আর কোথাও দেখ, মিস্টার, তোমার কাছে বিক্রি করবো না আমি!'

অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো রেভিজ। শেরিফ কাঁধ ঝাঁকালো। 'ও-ই এখানকার বারটেণ্ডার,' বললো সে।

ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে সাংবাদিকের চেহারা, ক্রোধে ছোট ছোট হয়ে গেছে দুটো চোখ। 'এটা পাবলিক প্লেস নয়? এখানে সবার সমান মর্যাদা পাওয়া উচিত না?'

'ড্রিঙ্ক সার্ভ আজকের মতো বন্ধ, ব্যস,' বললো শার্প।

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে নিলো রেভিজ, পরক্ষণে ফায়দা হবে না বুঝে চুপ করে রইলো।

অ্যাণ্ডারসন রেভিজের উদ্দেশে বললো, 'আচ্ছা, খবরটা পত্রিকায় ছেপে কার লাভ হবে বলো? কেন খামোকা পথে বসাতে চাইছো আমাদের? ড্যান কুপারের বিধবা স্ত্রী এখন এই স্যালুন আর ওই স্টোরের মালিক, মিসেস ফোর্ডকে বোর্ডিংহাউস চালিয়ে বাঁচতে হবে। এ অবস্থায় এমন একটা খবর রাষ্ট্র হলে প্রথমেই যা হবে তা হলো এখান থেকে স্টপেজ তুলে দেবে স্টেজলাইন। আমরা যদি শেষ পর্যন্ত শাইয়্যানকে ধরতে পারিও, এখানে আসতে ভয় পাবে লোকে, আর কেউ বাস করতে রাজি হবে না, আস্তে আস্তে নিঃস্ব হয়ে যাবে শহরের সবাই।'

'কিন্তু সত্যি কথা বলাই আমার দায়িত্ব,' গোঁয়ারের মতো বললো রেভিজ।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'লোকজনের চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও সবাই কিন্তু এখন বেপরোয়া হয়ে আছে, কি করা দরকার বুঝে উঠতে পারছে না ওরা, তো, সামান্য ছুতো পেলেই ইণ্ডিয়ানের ওপর এতক্ষণ পুষে রাখা রাগ তোমার ওপর ঝেড়ে দেবে।'

'কিন্তু সেটা ঠেকানোর জন্যে তুমি রয়েছো।'

'আমি চব্বিশঘণ্টা তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো নাকি! আসলে একটু পরেই শহরের বাইরে যাচ্ছি আমি, ক্লার্কের র‍্যাঞ্চ থেকে কয়েকটা

ঘোড়া আনতে হবে।' বারের শেষ মাথায় এসে দাঁড়ানো ক্লার্কের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, 'কি বলো, লুইস, তোমার র‍্যাঞ্চ থেকে কয়েকটা ঘোড়া আনা যাবে তো?'

'অবশ্যই, যদি রাতে পাহারার ব্যবস্থা করতে পারো; গতরাতে ঘোড়াগুলোকে যেভাবে জবাই করা হয়েছে আমারগুলোরও যেন একই দশা না হয়।'

রেভিজের দিকে ফিরলো অ্যাণ্ডারসন। 'তুমি বরং চলো আমাদের সঙ্গে। শহর থেকে বেরিয়ে গেলে তো আর তোমার দিকে খেয়াল রাখতে পারছি না।'

রাগে ক্ষোভে পরস্পর চেপে বসেছে রেভিজের ঠোঁট, কিন্তু মাথা দুলিয়ে সায় দিলো সে। 'ঠিক আছে!'

বিয়্যার শেষ করে মুখ মুছলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর বললো, 'চলো তাহলে।' দরজা গলে বেরিয়ে এলো বাইরে। এখন প্রায় একটা বাজে, তবে ওয়্যাগনের ঘোড়া নিয়ে ক্লার্কের র‍্যাঞ্চে গিয়ে তাজা ঘোড়ায় চেপে ফিরতি পথ ধরলে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যাবে শহরে। আগামীকাল ধাওয়া করে শাইয়্যানকে পাকড়াও করার চেষ্টা চালাবে কিনা একবার ভাবলো শেরিফ। সফলতার আশা ক্ষীণ, তবে শহরবাসীদের আশ্বস্ত করা যাবে।

ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো নিয়ে লিভারি আস্তাবলে এসে ঢুকলো ওরা তিনজন, হারনেস খুলে জিন, লাগাম পরালো। সবার আগে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে এলো লুইস ক্লার্ক, স্পার দাবিয়ে চলার গতি বাড়ালো; তার পেছনে রেভিজ—খাটো পাদুটোর তুলনায় রেকাবের ঝুল বেশি হয়ে গেছে, পেছন থেকে লক্ষ্য করলেও থেমে ঠিক করে দেয়ার আগ্রহ বোধ করলো না অ্যাণ্ডারসন। থাকগে, ভাবলো সে,

পাছা অসাড় হয়ে যাবে, চটে যাবে উরুর চামড়া; লোকটার সাজা হওয়া উচিত!

ইণ্ডিয়ান বাচ্চাগুলোর মৃত্যুর জন্যে আগাগোড়া ইয়েলোহর্সকে দোষারোপ করছে রেভিজ, এটাই অ্যাণ্ডারসনের ক্ষোভের কারণ। ইয়েলোহর্সে আসার আগে আরো বহু শহরে গেছে সার্কাস-দলটা, কয়েক সপ্তাহ ডেনভারেও ছিলো, পুয়েবলো আর আশপাশের এলাকায়ও গেছে, দুর্ভাগ্য ইয়েলোহর্সের, এখানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বাচ্চাদুটো।

পেছন থেকে হঠাৎ গলা চড়িয়ে রেভিজকে প্রশ্ন করলো অ্যাণ্ডারসন, 'সার্কাস-দলটা ডেনভারে গিয়েছিলো, ওখানে খবর পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'ছাপিয়েওছো?'

'অবশ্যই।'

'তখন কি হয়েছে?'

'গভর্নরের অফিস শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয় ওদের।'

'বাচ্চাদুটোর ব্যাপারে রা কাড়েনি কেউ?'

'না। কি করার ছিলো?'

'মাত্র কিছুদিন আগে ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্যে একটা লড়াই করেছি আমরা,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আর কিছু না হোক, বাচ্চাগুলোকে তো উদ্ধার করা যেতো!'

'কিন্তু ওরা তো ক্রীতদাস ছিলো না,' বললো রেভিজ, 'জোরজবরদস্তি ওদের কাজে বাধ্য করা হয়নি।'

'খোঁড়া যুক্তি,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

'হয়তো। তাছাড়া, ওদের উদ্ধার করে কি গতি করা যেতো?

ডেনভারে কেউ লালন-পালন করার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি, বাচ্চা হলেও বুনো তো! হয়তো পালক পিতা-মাতাকেই হত্যা করে বসতো।'

'তুমিই ওদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা নিতে পারতে!'

'তাহলেও ওরা মারা যেতো, বাড়ি ফেরা সম্ভব হতো না ওদের পক্ষে।'

'সে-ইতো মারাই গেল শেষ পর্যন্ত, তো এখন হঠাৎ করে ওদের মৃত্যুর খবর এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ কি?'

'ওদের মৃত্যুটা আমার কাছে কোনো খবর নয়,' বললো রেভিজ, 'বাপের প্রতিশোধ নেয়াটাই আসল—ইয়েলোহর্সকেই বাচ্চাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছে সে।'

'সন্ধ্যার পর আর ঘরের বাইরে যেয়ো না যেন,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'খুন করার বেলায় বাছবিচার করছে না শাইয়্যান, বুঝেছো?'

এরপর নীরবে এগিয়ে চললো ওরা। বিকেল গড়িয়ে গেল। বেলা চারটা নাগাদ লুইস ক্লার্কের র‍্যাঞ্চহাউস নজরে এলো ওদের।

অনেকগুলো কোরাল ক্লার্কের র‍্যাঞ্চে; একটা বসতবাড়ি আছে—চমৎকার—ক্লার্কের মাইনে করা কাউহ্যাণ্ডরা থাকে। একটা কোরালে প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা ঘোড়া দেখা গেল। ওটার ঠিক পাশের কোরালে একজন কর্মী একটা বুনো ঘোড়াকে বশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘোড়াটাকে প্রবল আপত্তি জানাতে দেখা গেল, কিন্তু ওরা যখন কোরালের কাছে পৌঁছুলো তার আগেই থেমে গেল ঘোড়াটার নাচানাচি, মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কাঁপছে—পরাজিত। ওর পাঁজরে হাত বোলালো সওয়ারি, লাগাম টেনে মাথা ওপরে তুললো, নিতান্ত অনীহার সঙ্গে কোরালের বেড়া ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

কোরাল-গেট ঘেঁষে একজন কর্মী দাঁড়িয়েছিলো, তার উদ্দেশে চিৎকার করে ক্লার্ক বললো, 'আট-দশটা পোষ-মানানো ঘোড়া বের করে আনো, আমরা তিনজন তিনটা হাঁকাবো, বাকিগুলো নিয়ে যাবো সঙ্গে।'

ওয়্যাগন-হর্সের পিঠ থেকে নেমে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, জিন-লাগাম খুলে ছেড়ে দিলো ওটাকে, জানে ঠিকই পথ চিনে শহরে ফিরে যেতে পারবে। জিন আর লাগামসহ কোরাল-গেটের দিকে এগিয়ে গেল শেরিফ, ক্লার্কের কর্মীটি একটা ঘোড়া বের করে এনেছে, সেটার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে শক্ত করে পেটি বেঁধে নিলো, লাগাম পরালো, তারপর গলা থেকে খুলে ফেললো দড়ির বাঁধন, ক্লার্কের কর্মী গোটাতে শুরু করলো দড়িটা।

দ্বিতীয় ঘোড়াটা নিলো লুইস ক্লার্ক, তিন নম্বরটা এজরা রেভিজ। বাকি ঘোড়াগুলোকে একসারিতে বেঁধে দিলো ক্লার্কের কর্মীরা—মোট ছটা।

শহরের পথ ধরলো ওরা, দ্রুত এগোলো অ্যাণ্ডারসন, সন্ধ্যার আগেই ইয়েলোহর্সে পৌঁছুতে হবে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে শহরে পৌঁছলো ওরা, বোর্ডিংহাউসের সামনে স্যাডল থেকে নামলো, এক এক করে হিচরেইলের সঙ্গে বাঁধলো ঘোড়াগুলোকে, স্যালুনের সামনেও বাঁধতে হলো কয়েকটাকে। শাইয়্যান ইচ্ছা করলে অবশ্য গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে সবকটাকে। কিন্তু ঘোড়া মারার জন্যে সে অহেতুক কার্তুজ নষ্ট করবে না বোধ হয়, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। ইয়েলোহর্সবাসীদের ঘায়েল করার জন্যে হিসাব করে গুলি খরচ করবে।

দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি অ্যাণ্ডারসনের, ক্ষিধেটা হঠাৎ চাগিয়ে

উঠলো। বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো সে, ওকে অনুসরণ করলো রেভিজ।

ডাইনিংরুমে কাজ করছিলো জেনি উইলসন, কামরার এককোণে আপনমনে খেলছে জেস, খেলনা ট্রেন নিয়ে। একটা চেয়ারে বসলো অ্যাণ্ডারসন, ওর পাশে বসে পড়লো এজরা রেভিজ। ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো জেনি। 'দুপুরের মাংস আছে, গরম করে দিতে পারি, আর অ্যাপেল-পাইও আছে।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'চলবে।'

জেনি জানতে চাইলো, 'ঘোড়া এনেছো কেন?'

অ্যাণ্ডারসন জবাব দিলো, 'ভাবছি আগামীকাল একবার ধাওয়া করে শাইয়্যানকে পাকড়াও করার চেষ্টা চালাবো, হয়তো কোনোই ফায়দা হবে না, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?'

খাবার আনার জন্যে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জেনি।

রেভিজ জানতে চাইলো, 'ধরতে পারলে কি করবে ওকে নিয়ে?'

শুষ্ক কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো অ্যাণ্ডারসন, 'কি করা উচিত বলে তোমার ধারণা?'

'ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে ওর।'

'কুপার, ফোর্ড, আর ব্লেজারের মতো!' ঝাঁঝালো গলায় বললো অ্যাণ্ডারসন, পরক্ষণে বুঝলো ভুল হয়ে গেছে, সাংবাদিকের জালে পা দিতে যাচ্ছে সে। ওর কথায় বোঝা যাচ্ছে শাইয়্যানকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা ওদের নেই। ইণ্ডিয়ানকে ধরতে গিয়ে যদি তাকে হত্যা করতে হয় রেভিজ তখন ব্যাপারটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করবে, লোকটার মৃত্যুর জন্যে দায়ী করবে ওকে। পত্রিকায় ফলাও করে ছেপেও দিতে পারে! অবশেষে আবার বললো, 'এখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার শপথ নিয়েছি আমি, সুতরাং শাইয়্যানকে জ্যান্ত

গ্রেপ্তার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, কিন্তু লোকটা প্রাণ থাকতে ধরা দেবে, আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু চেষ্টা করবে, ঠিক তো?'

'অবশ্যই। আমার ধারণা, ভুল বিশ্বাসে এসব করে যাচ্ছে শাই-য়্যান, নিরীহ লোকজন হত্যা করছে; ওর মনের অবস্থা আমি বুঝি, কিন্তু অন্যায় অন্যায়ই—যেভাবেই দেখ না কেন!'

খাওয়া শেষ করলো ওরা। ওপর তলায় নিজের কামরায় গেল রেভিজ, একটু পরেই আবার ফিরে এলো, হাতে একটা নোট বই। মিসেস ভিনসেন্টের পাশে গিয়ে বসলো সে, বোর্ডিংহাউস পারলারে, আলাপ শুরু করলো মহিলার সঙ্গে। খানিক পরপর কি যেন টুকছে নোট বইটায়।

নিজের আসন থেকেই রেভিজকে দেখতে পাচ্ছে অ্যাণ্ডারসন, ডাইনিংরুমে শেষ কাপ কফিতে আয়েস করে চুমুক দিচ্ছে সে; পাশে এসে বসলো জেনি, হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছলো। মৃদু কণ্ঠে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'ব্যাটা আস্ত রামছাগল!'

'মিঃ রেভিজ?'

'হুঁ। খবরটা পত্রিকায় যাক কেউ চায় না তবু সবাইকে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে উস্কে দিচ্ছে, সবার সব জবাব টুকছে নোট বইতে, খোদা জানেন, কে যে কখন ওর মাথা নামিয়ে দেয়!'

জবাব দিলো না জেনি। ওর দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। এতক্ষণ বোর্ডিংহাউস কিচেনে কাজ করে ক্লান্ত মেয়েটা, ঘামছে, চোখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, আতঙ্ক আস্তে আস্তে জেঁকে বসছে ওর মনে।

'এভাবে আর কতদিন?' জানতে চাইলো জেনি, 'আজ কার কপালে লেখা আছে মরণ?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'কি জানি! তুমি যদি জেসকে নিয়ে স্টেজে চেপে চলে যেতে আজ!'

কয়েকজন লোক এসে ঢুকলো ডাইনিংরুমে, ওদের দিকে ফিরে ম্লান হাসলো জেনি, ফরমাশ নেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল। কফিটুকু শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন, একটা সিগার ধরালো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। এখন আর মিসেস ভিনসেন্টের সঙ্গে কথা বলছে না এজরা রেভিজ, বোর্ডিংহাউস পারলারেই নেই, স্যালুনে গেছে বোধ হয়।

বারান্দায় এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, শীতল হাওয়া বইছে, কেন যেন মনে হচ্ছে ওর ওপর নজর রাখছে এখন শাইয়্যান। আচ্ছা, আজ রাতে কি করতে যাচ্ছে লোকটা? ভাবলো শেরিফ।

শহরের প্রতিটি লোক যেভাবে আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে, একাকী অবস্থায় কাউকে নাগালে পাবে না শাইয়্যান। কিন্তু সে যদি স্যালুন আর বোর্ডিংহাউস থেকে সবাইকে বাইরে নেয়ার কোনো বুদ্ধি বের করে বসে? কি করতে পারে? আরেকটা অগ্নিকাণ্ড? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। এবার বোধ হয় ভিনসেন্টের ঘরেই আগুন দেবে, কিংবা লিভারি আস্তাবলে; বোর্ডিংহাউসেও আগুন লাগিয়ে দিতে পারে—কে জানে!

হঠাৎ স্যালুনে হট্টগোলের আওয়াজ পেলো অ্যাণ্ডারসন, কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওদিকের সব দরজা-জানালা বন্ধ, কোনো শব্দই আলাদা করা গেল না।

আচমকা ওকে চমকে দিয়ে দড়াম করে খুলে গেল স্যালুনের দরজা, এলোপাতাড়ি পা ফেলে বেরিয়ে এলো একলোক, ওই অবস্থায় পেছন থেকে তাকে সজোরে ধাক্কা মারলো কেউ একজন, হোঁচট খেলো

লোকটা, হাত পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে; পরমুহূর্তে ক্রুদ্ধ একদল লোক স্যালুন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

চট করে ধরাশায়ী লোকটাকে চিনে ফেললো অ্যাণ্ডারসন, সাংবাদিক এজরা রেভিজ, তার পরনে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই! লোকটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই দুজন লোক তুলে নিলো তাকে, আরেকজন হিচরেইল থেকে একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে এলো।

দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। 'থামো!' চেঁচিয়ে বললো ও, 'কি করছো তোমরা, অ্যাঁ?'

জন শার্প এদের নেতৃত্বে রয়েছে বলে মনে হলো শেরিফের। সে-ই জবাব দিলো, 'শুয়োরের বাচ্চাকে তল্লাটছাড়া করছি, ব্যস! ব্যাটার নোটবইটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, এবার ওকে বিদায় করবো!'

'খুনটা যাতে শাইয়ানের হাতে করিয়ে নেয়া যায়?' শ্লেষের সঙ্গে বললো শেরিফ।

গর্জে উঠলো জন শার্প। 'ওই ইণ্ডিয়ানের জন্যেই তো সব দরদ উথলে উঠেছে ব্যাটার! দেখি না, পাঁজরে ছুরি ঢোকার সময় এই দরদ কোথায় যায়!'

'ছেড়ে দাও ওকে!' নির্দেশ দিলো অ্যাণ্ডারসন।

'কাভি নেহি! অ্যাই, ব্যাটাকে ঘোড়ার পিঠে তোলো তোমরা, তারপর পাছায় চাপড় মেরে তাড়িয়ে দাও ওটাকে।'

অন্তর্বাস পরিহিত সাংবাদিকের সারা শরীর ধুলোয় মাখামাখি, ছাড়া পাবার জন্যে হাত পা ছুঁড়ছে। ওকে ভীত ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়ার চেষ্টা করলো শার্পরা, সভয়ে পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা। একজন গিয়ে ফিরিয়ে আনলো ওটাকে, ধরে রাখলো শক্ত করে।

'ওকে ছেড়ে দাও!' আবার বললো অ্যাণ্ডারসন।

রেভিজকে যারা ধরে রেখেছে তাদের দিকে তাকালো, সামনে পা বাড়ালো সে। শার্প পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতেই—শাইয়্যান আসার পর থেকে কোমরে পিস্তল ঝোলাচ্ছে সে—অ্যাণ্ডারসন বললো, 'দেখ, অনেক বোকামি হয়েছে, আর নয়, অবশ্য রাতটা যদি জেলখানায় কাটাতে চাও তাহলে আলাদা কথা।'

হাত সরিয়ে নিলো শার্প। রেভিজকে ছেড়ে দিলো ওরা।

'ওর কাপড়চোপড় ফিরিয়ে দাও,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

কেউ নড়লো না।

'ঠিক আছে, রেভিজ,' আবার বললো শেরিফ, 'নিজে গিয়েই আনো!'

স্যালুনে গিয়ে ঢুকলো এজরা রেভিজ, কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এলো—শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে।

'সোজা বোর্ডিংহাউসে চলে যাও,' তাকে বললো অ্যাণ্ডারসন, 'নিজের কামরায় ঢুকে বসে থাকবে চুপচাপ, বের হলে জেলখানায় কাটাতে হবে বাকি রাত—মনে থাকে যেন।'

'অভিযোগ ছাড়াই?' ফ্যাকাসে চেহারা রেভিজের, থরথর করে কাঁপছে।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, 'তোমার সঙ্গে এ-নিয়ে তর্কে যেতে চাই না, এমনিতেই মাথার-ঘায়ে-কুত্তা-পাগল অবস্থা আমার! তুমি আমার কথা শুনছো কিনা?'

শেরিফের দিকে তাকালো এজরা রেভিজ, তারপর ঘুরে মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল বোর্ডিংহাউসের দিকে।

বিরক্তির সঙ্গে জন শার্প আর অন্যদের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন,

'যাও,' বললো সে, 'ভেতরে চলে যাও। ছেলেমানুষি রেখে সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করো!'

শার্পরা ওর কথা শুনেছে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না ডিন অ্যাণ্ডারসন, পা বাড়ালো বোর্ডিংহাউসের উদ্দেশে; কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কারণ হট্টগোলের সুযোগে কাউকে হত্যার চেষ্টা করেনি শাইয়্যান!

চোদ্দ

কেন যেন নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না অ্যাণ্ডারসন। কাল সকালে ধাওয়া করে শাইয়্যানকে ধরার চেষ্টা করবে ওরা, ব্যাপারটা অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। বিকেল পর্যন্ত একটানা ইণ্ডিয়ানকে ট্রেইল করতে পারবে, জানে, কিন্তু এরপর আবার শহরমুখো হবে শাইয়্যানের ট্র্যাক, ওরা আবার শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে চারদিকে, শত্রুকে আর দেখাই যাবে না, পাকড়াও করা তো পরের কথা!

একটাই ফয়সালা আছে সমস্যাটার, মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে অ্যাণ্ডারসন, ওদের সামনাসামনি মরণপণ লড়াই—অন্ধকারে শুধু ওরা দুজন। কিন্তু ওই লড়াইতে, ভাবলো শেরিফ, ইণ্ডিয়ানেরই জিত হবে শেষে।

ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠলো সে, বোর্ডিংহাউসে গিয়ে ঢুকলো। ডাইনিংরুমের এক কোণে এখনো ট্রেন নিয়ে খেলছে জেস। টেবিল পরিষ্কার শেষে এখন চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখছে জেনি উইলসন।

'অবসর হলে বলো,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকালো জেনি, বললো না কিছু। আরো মিনিট দশেক কাজে ব্যস্ত রইলো সে, তারপর অ্যাপ্রন খুলে তুলে রেখে অ্যাণ্ডারসনের দিকে এগিয়ে এলো। বসে পড়লো একটা চেয়ারে। নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে জেনির মুখোমুখি হলো অ্যাণ্ডারসন।

অন্ধকারে শাইয়্যানকে ধরতে যাবার সময় যতটা ভয় লাগছিলো, এখন তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় হচ্ছে।

'বয়সের হিসাবে তুমি কিন্তু আমার বেশ ছোট···' বললো শেরিফ।

ভাবলেশহীন রইলো জেনির চেহারা, নিষ্পলক চোখে জরিপ করছে অ্যাণ্ডারসনকে।

'ঠিক, ডিন, ছোট,' বললো মেয়েটা।

'ইচ্ছে করলে এখনই 'না' করে দিতে পারো।'

'কি ব্যাপারে?'

জেনির চোখ কি কেঁপে উঠলো? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, নাকি মনের ভুল?'

'আমি এখন যেমন আছি,' বললো শেরিফ, 'তারচেয়ে ভালো হবার তেমন সম্ভাবনা নেই. এই ঝামেলাটার নিষ্পত্তি হওয়ার পর হয়তো চাকরিটাও খোয়াতে পারি।'

'ডিন,' জিজ্ঞেস করলো জেনি, 'কি বলতে চাইছো আসলে?'

এবার জেনির চোখের কম্পন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। 'ধেৎ!' বললো সে, 'কি বলতে চাইছি ভালোই জানো তুমি! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কাজটা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু ভেবে দেখ, আমরা দুজনই একা; তাছাড়া, জেসের এখন এমন কাউকে দরকার যে তাকে বাবার স্নেহ দিতে পারবে···আমাদের

দুজনেরই সঙ্গী দরকার।'

'হ্যাঁ,' বললো জেনি।

'কিসের হ্যাঁ?' জানতে চাইলো অ্যাণ্ডারসন।

'আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি।'

পারলারে যাওয়ার রাস্তাটার দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, এখন মুচকি হাসছে জেনি। 'আমরা দুজনই একা,' বললো সে।

খেলা রেখে ঘরের কোণ থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে এখন জেস। জেনি ওকে ডাকলো। 'জেস, এদিকে এসো তো, বাবা।'

এগিয়ে এলো জেস। জেনি জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, জেস, ও যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, কেমন হয়?'

গম্ভীর চেহারায় একসেকেণ্ড অ্যাণ্ডারসনকে জরিপ করলো জেস, তারপর ফিক করে হেসে ফেললো।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'জবাবটা পেয়ে গেছ তুমি, জেনি।'

জেনি জানতে চাইলো, 'তাহলে কবে, কখন?'

'হতচ্ছাড়া শাইয়্যানকে আগে ধরি।' হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন উপলব্ধি করলো, ইণ্ডিয়ানটা যদি এ-শহরে না আসতো জেনিকে কোনোদিনই বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হতো না ওর, দিতে পারলেও কতদিন অপেক্ষা করতে হতো কে জানে!

হঠাৎ বাইরে একটা চিৎকার শুনতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, এক ঝটকায় উঠে ডাইনিংরুমের জানালায় এসে দাঁড়ালো সে, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো।

আকাশে লালচে আভা, বব ভিনসেন্টের বাড়ি আলোটার উৎস। বোঝা যাচ্ছে বাড়ির পেছন-দেয়ালে কিংবা ভেতরে আগুন লাগিয়েছে শাইয়্যান, সেজন্যেই ভালো করে না জ্বলে ওঠা পর্যন্ত কারো নজরে

আসেনি।

'এবার যেতে হয়,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'তুমি ভেতরেই থাকো, জেসকে রাখো তোমার কাছে।'

জেনির জবাবের অপেক্ষা করলো না অ্যাণ্ডারসন, বোর্ডিংহাউস পারলার হয়ে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। শহরের প্রায় সবাই বেরিয়ে এসেছে, তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন, শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে, খানিক পর পর পিস্তলের গুলির মতো একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ভিনসেণ্ট, 'কেউ একটু সাহায্য করো! সবাই একসঙ্গে চেষ্টা করলে আগুনটা বাগে আনা যাবে!'

নড়লো না কেউ। আবার চেঁচিয়ে উঠলো ভিনসেণ্ট, 'দোহাই খোদার, আমাকে সাহায্য করো! ওই বাড়িটাই আমার একমাত্র সম্বল। কেউ সাহায্য করবে না?' করুণ শোনালো ওর কণ্ঠস্বর।

তবু নড়লো না কেউ। এবার একাই জ্বলন্ত বাড়ির উদ্দেশে ছুটলো বব ভিনসেণ্ট। চিৎকার করে তাকে থামতে বললো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু সাড়া মিললো না। সমবেত শহরবাসীর মুখোমুখি হলো অ্যাণ্ডারসন, 'তোমাদের মধ্যে ববের কোনো বন্ধু নেই?'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে একসঙ্গে সামনে এগিয়ে এলো চারজন। চেঁচিয়ে উঠলো অ্যাণ্ডারসন, 'ঠিক আছে, যাও, ওকে সাহায্য করো! আমিও আসছি, তোমাদের দিকে খেয়াল রাখবো।'

বোর্ডিংহাউস থেকে বেরিয়ে আসার সময় রাইফেল তুলে নিয়েছিলো অ্যাণ্ডারসন, ওটা নিয়েই ওই চারজনকে অনুসরণ করলো। রাস্তা পেরিয়ে এক চিলতে ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে বব ভিনসেণ্টের বাড়ির দিকে যাচ্ছে সবাই। শেরিফ বুঝতে পারছে, বৃথাচেষ্টা করছে

ওরা। কিন্তু ভিনসেণ্টকে বিরত রাখা যায়নি, এখন যদি পাহারা দেয়া না হয়, শাইয়্যান নির্ঘাত হত্যা করবে ওকে। বাড়িতে আগুন ধরানোর উদ্দেশ্যই তাই। ইণ্ডিয়ানটা চেয়েছে কেউ একজন বেরিয়ে আসুক। এতক্ষণে ভিনসেণ্টকে মেরে ফেলেছে কিনা কে জানে! ভাবলো অ্যাণ্ডারসন।

পরক্ষণে বাড়ির কোণ ঘুরে ভিনসেণ্টকে পেছন দিকে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। সামনে ছুটে গেল চারজন; ডানে বামে নজর বোলাচ্ছে অ্যাণ্ডারসন, শাইয়্যানকে খুঁজছে ওর চোখ। ওদের পাঁচজনের ওপর হামলা চালানোর সাহস করবে না সে! ভিনসেণ্টকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে, নইলে কাউকে একা না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে, আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে সেটাই ঘটবে।

বাড়ির পেছন দিকটা পুরোপুরি নজরে আসার আগেই অ্যাণ্ডারসন বুঝে নিলো বৃথাই এসেছে ওরা। একশ'জন লোক মিলে বাকেটের পর বাকেট পানি ঢাললেও নেভানো যাবে না ওই আগুন, এতটুকু কমবে না! ভালোমতোই লেগেছে!

অদৃশ্য হয়ে গেছে ভিনসেণ্ট। ভেতরে ঢুকে পড়েছে বোধহয়, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, মূল্যবান কিছু রক্ষা করতে, আগের বার আনতে মনে ছিলো না এমন কিছু। দৌড় থামালো অ্যাণ্ডারসন, থামলো বাকিরাও। পঞ্চাশ ফুট দূরেও আগুনের তীব্র আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। আগুনের আভায় চারপাশে অন্তত তিনশ' গজ এলাকা আলোকিত হয়ে উঠেছে—পূর্ণিমা রাতের মতো।

অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো ওই ঘরে একবার ঢুকলে কারো পক্ষে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। চিৎকার করে উঠলো ও,

'তোমরা যে কোনো দুজন সামনের দিকে যাও, ওদিক দিয়ে বের হতে পারে ভিনসেন্ট। বের হলেই চেঁচিয়ে জানাবে।'

নির্দেশ পালন করলো দুজন, চিৎকার করে অ্যাণ্ডারসন ওদের বললো, 'একসঙ্গে থাকবে দুজন, চোখ-কান খোলা রাখবে। হারামিটা কাছেপিঠেই আছে?'

কাছেপিঠে। এবং সঙ্গে কার্তুজভরা একটা রাইফেল আছে তার। ভিনসেন্টের বাড়ির পেছন-দরজার ওপর সতর্ক নজর রাখলো অ্যাণ্ডারসন। ক্রমশ বাড়ছে আগুনের তেজ। কান খাড়া করলো শেরিফ, সামনের লোকদুটো চেঁচিয়ে ভিনসেন্টের বেরিয়ে আসার সংবাদ দেয় কিনা শোনার জন্যে।

আগুনের লকলকে শিখা এখনো পেছন-দরজা গ্রাস করেনি, কিন্তু আর কোনো জায়গা আগুন থেকে রেহাই পায়নি। দরজার ওপর থেকে নজর সরালো না অ্যাণ্ডারসন, বব ভিনসেন্টের বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে। নির্বোধ, ভাবলো শেরিফ, জাগতিক কোনো জিনিসই ওই নরকে ঢোকার মতো মূল্যবান হতে পারে না, দুনিয়ায় এমন কিছু নেই যার জন্যে জীবন দিতে হবে। লোকটা এখুনি বেরিয়ে না এলে তাকে আর বাঁচতে হবে না। বড়জোর আর পাঁচ মিনিট, তারপর আগুনের পর্দায় ঢাকা পড়ে যাবে পেছন-দরজা, বের হবার পথ থাকবে না। রান্নাঘরটা, সন্দেহ নেই, এখন চুল্লীর মতো তেতে আছে, এতক্ষণ হয়তো উত্তাপ আর ধোঁয়ার দ্বিমুখী হামলায় হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে বব ভিনসেন্ট।

ওর সঙ্গে থেকে যাওয়া বাকি দুজনের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। এদের কাউকেই ওই নরকে যাবার কথা বলা যাবে না। 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' বললো ও, 'সতর্ক থাকবে।' তারপর সময়

নষ্ট না করে ছুটলো পেছন-দরজার উদ্দেশে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট দূরে এসে রাইফেলটা ফেলে দিলো প্রথমে, তারপর হোলস্টারের বাকল আলগা করলো, রাইফেলের পরপরই মাটিতে পড়লো ওটা, রিভলভারসহ। আগুনের আঁচে কার্তুজ ফুটতে শুরু করুক, চায় না। এমনিতেই প্রাণের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সে।

জ্বলন্ত পেছন-দেয়ালের যতই কাছে আসছে ততই অসহনীয় হয়ে উঠছে উত্তাপ। দুহাত মুখের সামনে মেলে ধরে বর্ম তৈরি করলো অ্যাণ্ডারসন, তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। আমিও একটা নির্বোধ, ভাবলো সে। ওই ঘরে কারো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। নিজেকে উৎসর্গ করেছে ভিনসেন্ট, তার লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে যদি ওরও জীবন যায়, আরো বেশি বোকামি হবে সেটা।

তবু থামলো না অ্যাণ্ডারসন। দরজার কাছে পৌঁছুলো ও। হাতলটা তেতে আছে, জানে, তাই কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেললো কবাট, ভেতরে ঢুকলো।

ধোঁয়ায় নীল হয়ে আছে রান্নাঘর, আগুনের আলো সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছু। একরাশ ধোঁয়া হামলা চালালো ওর চোখে-মুখে, তাপে চুল পুড়ে গেল, খসখসে হয়ে গেল চামড়া। আন্দাজে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। ভিনসেন্টকে খুঁজে পাওয়ার আশা নেই, জানে, নির্ঘাত মারা গেছে লোকটা। এই নরকে দু-এক মিনিটের বেশি কারো পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

কামরার মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করলো মেঝের কাছাকাছি বাতাসের অস্তিত্ব—জানে পানি এলো ওর—ধোঁয়ায় এখনো পুরোপুরি বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি হাওয়া, বেশ ঠাণ্ডা, বুক ভরে

শ্বাস টানলো সে।

কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়েছে, ভাবলো শেরিফ, নরম কিছু, নিশ্চয়ই কারো দেহ, ভিনসেন্টেরই হবে। কামরাটা পুরোপুরি অতিক্রম পর্যন্ত করতে পারেনি লোকটা, কিংবা হয়তো দরজার দিকেই যাচ্ছিলো, মাঝপথে ধোঁয়া আর তাপের হামলার মুখে হেরে গেছে।

ঘুরলো অ্যাণ্ডারসন। মানুষই বটে—ভিনসেন্ট। ধোঁয়ায় স্পষ্ট দেখার উপায় নেই, তার-ওপর চোখ দিয়ে এখন দরদর করে পানি ঝরছে অ্যাণ্ডারসনের। ভিনসেন্টকে অতিক্রম করলো শেরিফ, তারপর ঘুরে ওর দুই বাহু আঁকড়ে ধরলো, কাঁকড়ার মতো পিছলে ভিনসেন্টকে টেনে নিয়ে এগোলো দরজার দিকে।

খোলা দরজা-পথে টাটকা বাতাস ঢুকছে হু-হু করে, ধোঁয়া সরে যাচ্ছে সামনে থেকে, আবার আরামে শ্বাস নিতে পারলো অ্যাণ্ডারসন, যন্ত্রণা হলো না ফুসফুসে।

দরজা গলে বেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন, চট করে উঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেনে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে আনলো ভিনসেন্টকে।

পঞ্চাশ ফুট দূরেই যা তেজ ছিলো আগুনের, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, সন্দেহ নেই ঘরে যাওয়ায় মুখ আর হাতের চামড়া পুড়ে গেছে ওর। বাইরে যাদের রেখে গিয়েছিলো এবার সাহায্য করার জন্যে ছুটে এলো তারা, ভিনসেন্টের দুহাত ধরলো, তারপর টেনে নিয়ে চললো। চোখ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো শেরিফ, তারপর নিজের অস্ত্রগুলো খুঁজে বের করে তুলে নিলো, পিছু নিলো লোক দুটোর।

জ্বলন্ত বাড়ি থেকে প্রায় একশ' ফুট দূরে আসার পর থামলো ওরা,

বব ভিনসেন্টের দিকে তাকালো সভয়ে।

মারা গেছে ভিনসেন্ট। শার্টের সামনে ছুরির ঘাই, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে কাপড়ে জমাট বেঁধে গেছে, খুলির খানিকটা চামড়া চুল-সহ উধাও, তাড়াহুড়ো করে কেটে নিয়েছে কেউ। অবশিষ্ট চুল পুড়ে গেছে, ভুরু আর চোখের পাপড়িও নেই—মুখে, হাতে পোড়া দাগ।

মুখ ঘুরিয়ে, এখনো কচকচ করছে চোখ, জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে তাকালো ডিন অ্যাণ্ডারসন। মুহূর্তের জন্যে ভাবলো শাইয়্যান বোধ হয় এখনো বাড়ির ভেতরেই আছে। আশায় দুলে উঠলো মন, সে-ও হয়তো পুড়ে মরেছে ভিনসেন্টের মতো! যেমন হঠাৎ আশা জেগে-ছিলো তেমনি চট করে হতাশ হয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। ওদের নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে দেখেছে ইণ্ডিয়ান, ভিনসেন্টের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিলো সে, দ্রুত কাজ সেরে ওরা বাঁক ঘুরে ওদিকে যাবার আগেই সটকে পড়েছে।

চলে গেছে শাইয়্যান, ওর শিকারের সংখ্যা এখন চার।

অ্যাণ্ডারসনের ট্রাউজার্সের এক জায়গায় আগুন ধরে গেছে, চামড়ায় আঁচ লাগতেই খেয়াল হলো, হাতের ঝাপটায় আগুনটা নিভিয়ে ফেললো সে। ভিনসেন্টের ওপর ঝুঁকে আছে লোকদুটো, তাদের উদ্দেশে মাথা দোলালো এবার। একজনের নাম পিট আরভিড, অন্যজন হ্যারি পারসন। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'ওকে বোর্ডিংহাউসে নিয়ে চলো।'

এবার ভিনসেন্টের জন্যে কফিন বানাবে কে? বুঝতে পারলো না শেরিফ। চাদরে মুড়েই হয়তো কবর দিতে হবে বেচারাকে। কি এসে যায়, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, ভিনসেন্টের অন্তত কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

লোকটা যদি এভাবে খেপে না উঠতো! কেন ওভাবে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো! কি জিনিস রক্ষা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো ভিনসেন্ট? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। টাকা পয়সা লুকিয়ে রেখেছিলো বোধ হয়, সেক্ষেত্রে ওর বেপরোয়া হয়ে ওঠার একটা ব্যাখ্যা মেলে।

ভিনসেন্টের মরদেহ-বহনকারীদের অনুসরণ করলো অ্যাণ্ডারসন, এখনো কচকচ করছে চোখ, সেগুলো ডলতে ডলতেই এগিয়ে চললো সে। জ্বলন্ত বাড়ির সামনের দিকে পৌঁছুলো ওরা, বাকি দুজনকে চিৎকার করে ডাকলো অ্যাণ্ডারসন। 'চলে এসো তোমরা। এখন আর কিছুই বাঁচানোর উপায় নেই।'

বাকি দুজনও যোগ দিলো এসে। বোর্ডিংহাউসের দিকে আধাআধি দূরত্বে আসার পর ক্লান্ত হয়ে পড়লো শববাহী দুজন, মাটিতে নামিয়ে রাখলো ভিনসেন্টকে। অন্য দুজন এগিয়ে এসে তুলে নিলো এবার। নিজের চেহারা দেখায়নি শাইয়্যান, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, স্বাভাবিক, অযথা ঝুঁকি নিতে চাইবে কেন সে? ঝুঁকি নেবার কোনো প্রয়োজন নেই তার, স্রেফ অপেক্ষা করলেই চলবে, আগে হোক পরে হোক শিকার মিলবেই।

রাস্তায় পৌঁছুলো ওরা, অতিক্রম করলো, সিঁড়ি বেয়ে বোর্ডিং-হাউসের বারান্দায় উঠে এলো। বারান্দায় যারা সমবেত হয়েছিলো, সবাই ফ্যাকাসে ভয়ার্ত চেহারায় তাকিয়ে রইলো ভিনসেন্টের লাশের দিকে।

বিল ওয়াটলি জানতে চাইলো, 'হায় খোদা, কি হয়েছিলো?'

'ঘরের ভেতর ওর জন্যে ঘাপটি মেরে ছিলো শাইয়্যান,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আমরা যাবার আগেই খুন করে সটকে পড়েছে।'

'ভিনসেন্টকে উদ্ধার করতে ভেতরে ঢুকেছিলে?' শেরিফের পোড়া

চুল, হাত আর পোশাকের দিকে চেয়ে আছে ওয়াটলি।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না অ্যাণ্ডারসন, পোড়া ক্ষত-স্থানগুলো জ্বলছে, আগের বার শাইয়্যানের ছুরির ঘায়ে-সৃষ্ট ক্ষতে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, ব্যথা করছে বাম হাত।

স্বামীর লাশ অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলো মিসেস ভিনসেণ্ট, কাঁদছে ফুঁপিয়ে। অ্যাণ্ডারসন ভেতরে পা রাখতেই ওর দিকে তাকালো। 'তুমি কিছু করছো না কেন?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো মহিলা। 'কেন ধরছো না শয়তানটাকে? আরো কতজনকে প্রাণ দিতে হবে?'

অ্যাণ্ডারসন জানে, এখন কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না, বোঝার মতো মানসিক অবস্থা নেই মহিলার।

শাইয়্যানের কার্যকলাপে তিতিবিরক্ত অ্যাণ্ডারসন।

পাগল হবার দশা হয়েছে ওর।

পনেরো

বোর্ডিংহাউস পারলারে আবার জড়ো হয়েছে সবাই। খোলা দরজা গলে ভেতরে ঢুকছে ভিনসেন্টের জ্বলন্ত বাড়িটার আলো, কমলা রঙের ছোপ সর্বত্র। স্যালুন পর্যন্ত এখন ফাঁকা, জন শার্পসহ ওখান থেকে সবাই হাজির হয়েছে এখানে।

বব ভিনসেন্টের লাশ একটা সোফায় শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

কর্কশ, বিষণ্ণ কণ্ঠে কথা বললো মিসেস ব্লেজার। 'উচিত কথাই বলেছে মিসেস ভিনসেন্ট। আমিও বলি এই শেরিফ কিছু করতে না পারলে খামোকা তাকে পোষার দরকার কি! এমন কাউকে বেছে নেয়া দরকার যে জানে কিভাবে কাজ করতে হয়।'

জবাব দিতে গিয়েও বিরত রইলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। স্বামীহারা শোকার্ত দুজন মহিলার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে লাভ নেই কোনো। কিন্তু হঠাৎ ওর পক্ষে কথা বলে উঠলো জেনি উইলসন; ক্ষুব্ধ শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। 'বেচারার চেহারাটা একবার দেখেছো কেউ? মিঃ ভিনসেন্টকে বাঁচাতেই জ্বলন্ত বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছিলো ও, আরেকটু হলে হয়তো পুড়ে মারা যেতো! এর আগে শাইয়্যানের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ছুরির ঘায়ে আহত হয়েছে! কই, তোমরা তো কেউ এর

সামান্য কিছুও করতে যাওনি! গেছো?'

'কে কি করেছে কি করেনি,' বললো জন শার্প, 'সে প্রশ্ন অবান্তর। ওই শাইয়্যান শয়তানের বাচ্চা আমাদের প্রত্যেকের জান কবচ করার আগেই তাকে শেরিফ ধরতে পারবে কিনা সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'শহরের সবাই এখানে উপস্থিত আছো দেখতে পাচ্ছি। চটপট একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে ফেলো, সিদ্ধান্ত নাও কি করতে চাও তোমরা।'

অ্যাণ্ডারসনের প্রস্তাবের পক্ষে সায় জানালো বেশ কয়েকজন। মিসেস ব্লেজার বললো, 'মিঃ ওয়াটলি, তুমিই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করো?'

উঠে দাঁড়ালো ওয়াটলি। বিশাল কামরা পেরিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল সে, বাইরের দিকে তাকালো। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ওপাশে দেখতে পাচ্ছে অ্যাণ্ডারসন। ভিনসেন্টের বাড়ি পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে আগুনের শিখা, কমসেকম পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠেছে লেলিহান শিখা। ওদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে শহরের দিক থেকে ওই জ্বলন্ত বাড়ির দিকেই বয়ে যাচ্ছে বাতাস, উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা প্রান্তরে পড়ছে, নিভে যাচ্ছে, কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

কিন্তু অ্যাণ্ডারসন জানে বারবার এভাবে ভাগ্য ওদের সহায়তা করবে না। এক সময় না এক সময় আরেকটা জ্বলন্ত বাড়ি থেকে অন্যান্য দালানের দিকে বইতে শুরু করবে বাতাস, তখন সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হবে, আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহরকে বাঁচানোর জন্যে।

ঘুরে দাঁড়ালো ওয়াটলি। বিশালদেহী মানুষ এবং শক্তিশালী, মোটাসোটা গড়ন। ওর চোখেমুখে আগুনের কমলা রঙের প্রতিফলন,

কিন্তু তবু বোঝা যাচ্ছে—রক্ত সরে শাদা হয়ে গেছে তার চেহারা; চোখে ভয়ের ছায়া, শত চেষ্টাতেও গোপন করতে পারছে না। খানিক ইতস্তত করে গলা খাঁকারি দিলো ওয়াটলি, তারপর খোলা দরজার একপাশে সরে এলো। 'ঠিক আছে,' বললো সে, 'এখন একটা সভা করবো আমরা, সবাই মিলে স্থির করবো আমাদের কি করা উচিত।'

সবাই ওয়াটলির দিকে চেয়ে আছে এখন। হঠাৎ ছোট একটা বাচ্চা কেঁদে উঠলো, ধমক দিলো তার মা, চুপ করানোর চেষ্টা করলো।

বিল ওয়াটলি বললো, 'এসো, মিটিং শুরু করার আগে প্রার্থনা করে নিই।'

পেছন থেকে কেউ একজন বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠলো, 'ওসবের আবার কি দরকার!'

কিন্তু তার কথায় আমল দিলো না ওয়াটলি। চোখ বন্ধ করে ছাদের দিকে মুখ ফেরালো, তারপর বলতে শুরু করলো: 'হে খোদা, এক ইণ্ডিয়ানের চেহারায় আমাদের ওপর গজব নাজেল করেছো তুমি! একের পর এক মানুষ খুন করছে সে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে! বড় আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা! এখন তুমিই বলো আমরা কি করবো! আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও, খোদা, আমরা ইচ্ছা করে কখনো কারো ক্ষতি করতে চাইনি!' একঘেয়ে সুরে বলে চললো ওয়াটলি, 'আমাদের এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করো তুমি, খোদা! আমাদের শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দাও!'

আগের লোকটাই আবার বাধা দিলো। 'ধেত্তের, বাজে আলাপ রেখে আসল কথা শুরু করো তো!'

চোখ খুলে তাকালো ওয়াটলি, বেপরোয়া ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো চেহারায়, কিন্তু সেখানে আতঙ্ক খেলা করতে দেখলো

সবাই। ওয়াটলি বললো, 'কারো কোনো পরামর্শ আছে?'

সাড়া দিলো না কেউ।

আবার কথা বললো ওয়াটলি, 'সবার মুখে একই অভিযোগ, একটা কাজ—আমি জানি না কি—করা উচিত ছিলো, কিন্তু এখনো করা হয়নি; তোমরা কেউ বলো কি করা যেতে পারে—করা উচিত।'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'আজ বিকেলে আমরা ক্লার্কের র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ কিছু স্যাডল-হর্স নিয়ে এসেছি। কাল ভোরের প্রথম আলোয় শাইয়্যানকে ধাওয়া করবো ভাবছি, হয়তো পাকড়াও করতে পারবো ...তবে আমার মন বলছে বিকেল নাগাদ আবার শহরের পথ ধরবে শাইয়্যান, তার মানে সন্ধ্যার পর খালি হাতেই শহরে ফিরে আসতে হবে আমাদের।'

'আমি বলি,' বললো ওয়াটলি, 'তবু চেষ্টা করে দেখা দরকার। অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কে কে যাবে?'

এক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করলো, তারপর একসঙ্গে কথা বলে উঠলো কয়েকজন।

'তিনজন লোক লাগবে আমার,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

লুইস ক্লার্ক, ম্যাক্স হ্যাটফিল্ড আর জ্যাক মফিট—এই তিনজনকে বেছে নিলো সে। সকালের আগে বোর্ডিংহাউস পারলারে ওর সঙ্গে মিলিত হতে বলে দিলো ওদের।

এবার সমবেত শহরবাসীর দিকে তাকালো বিল ওয়াটলি। 'আর কিছু কি করার আছে আমাদের?'

উঠে দাঁড়ালো জন ডিক্সন, ভীত দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু গোঁয়ার্তুমির ছাপ চেহারায়, সে বললো, 'আক্রমণগুলো যে ইণ্ডিয়ানেরই কাজ তার কি প্রমাণ আছে? কিভাবে নিশ্চিত হবো? আমরা স্রেফ

শেরিফের কথায় নাচছি, নাকি! আমি যদি বলি ডিন অ্যাণ্ডারসনই কারো সঙ্গে শলাপরামর্শ করে পুরো শহরটা দখল করে নেয়ার একটা ফন্দি এঁটেছে, তাহলে? এমন একটা মতলব হাসিল করতে এরচেয়ে চমৎকার কৌশল আর কি হতে পারে!'

হাবার মতো দেখালো বিল ওয়াটলিকে। 'কোন্ যুক্তিতে এমন জঘন্য একটা অভিযোগ আনতে পারলে!'

'যুক্তি! জেস উইলসনের কথা চিন্তা করো না! ওকে ফুলের টোকাও দেয়নি ইণ্ডিয়ান। দিয়েছে? আর জেনি উইলসনের প্রতি শেরিফ অ্যাণ্ডারসনের দুর্বলতার কথা কারো অজানা আছে?'

আড়চোখে অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো বিল ওয়াটলি, কিন্তু অ্যাণ্ডারসন এতই হতভম্ব যে রাগতেও ভুলে গেছে, স্তম্ভিত চেহারা হয়েছে ওর।

'তোমার বক্তব্য, শেরিফ?' জিজ্ঞেস করলো ওয়াটলি, 'শাইয়্যান জেস উইলসনকে ছেড়ে দিলো কেন? ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা দেবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'নিজের দুটি বাচ্চাকে হারিয়েছে সে, হয়তো সেজন্যেই শাদা হলেও আরেকটা বাচ্চাকে হত্যা করেনি—কে জানে!'

'এটা কোনো কথা হলো না।' চিৎকার করে উঠলো ডিক্সন।

ডিক্সনের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন, খেপে যাচ্ছে ক্রমশ। 'আর কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই আমার,' বললো সে। 'আরে, হাঁদারাম, ইণ্ডিয়ানটা আমার কি দশা করেছে দেখনি? তোমার কি ধারণা আমি নিজেই নিজের বুকে ছুরি বসিয়েছি?'

'অসম্ভব কি? আগেও অমন হয়েছে অন্য জায়গায়।'

বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন, বললো, 'আমার ব্যাজ

একবার তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে ইস্তফা দিয়েছিলাম, আবার ফেরত নিয়েছি; এরপর কিন্তু আর ফিরিয়ে নেবো না। এখুনি এই কামরায় উপস্থিত সবার ভোট চাই আমি, জানতে চাই, তোমরা আদৌ আমাকে শেরিফ হিসাবে চাও কিনা।' লোকজনের পেছনে সাংবাদিক রেভিজকে দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন। এখন পর্যন্ত মুখ খোলেনি রেভিজ, হয়তো খুলবেও না, কিন্তু কান খাড়া করে সব শুনছে, কিছুই ভুলবে না; শেষ পর্যন্ত যদি সশরীরে ডেনভারে ফিরতে পারে, প্রতিটি লাইন ছেপে দেবে।

আতঙ্কের দুঃসহ চাপ এখন ইয়েলোহর্সবাসীদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ—মোট কথা, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এটাই মূল সমস্যা। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে এরা, তাই চেষ্টা করছে যে কোনো একজনের ওপর দোষ চাপিয়ে মনের ঝাল মেটাতে, হাতের কাছে অ্যাণ্ডারসনকে পেয়েছে এখন, যেমন তখন পেয়েছিলো সাংবাদিক রেভিজকে।

'ঠিক আছে,' বললো ওয়াটলি, 'এখনই ভোটাভুটি হয়ে যাক।'

'একটা কথা,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আমি এখুনি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, এই ঝামেলাটা মিটে যাবার আগেই তোমরা আমার ইস্তফা চাইলে এখুনি আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে। রোজ একবার করে নাটক করতে পারবো না আমি!'

'মিঃ অ্যাণ্ডারসনের কথা সবাই শুনেছো,' বললো বিল ওয়াটলি, 'এবার যারা ওর ইস্তফা চাও, হাত তোলো।'

কয়েকটা হাত উঠলো, ডিক্সন আর তার স্ত্রীও আছে এই দলে। ওয়াটলি বললো, 'এবার যারা পক্ষে তারা।'

ভোটের ফলাফল কি হবে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ ছিলো

না, এবার উত্তোলিত হাতের সংখ্যা বিপক্ষদলকে তিন-এক অনুপাতে হারিয়ে দিলো।

আবার অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালো ওয়াটলি। 'অ্যাণ্ডারসন, একটু আগে তুমি বলেছিলে, আগামীকাল ইণ্ডিয়ানকে ধাওয়া করবে, কিন্তু ওভাবে চেষ্টা করে লাভ নাও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, এ-কথাই বলেছি।'

'কি করলে লাভ হবে তাহলে?'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'এখুনি ওকে ধাওয়া করে দেখতে পারি আমরা। তিন-চারজন লোকের একটা দল হলেই চলবে, দল ছোট হলে একসঙ্গে থাকার সুবিধা পাওয়া যায়, আর বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, সবাই নির্দেশ মেনে চলে। ওর খোঁজে শহর চষে ফেলবো আমরা। হয়তো এতেও কোনো কাজ হবে না, তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি—অন্তত ক্ষতি নেই।'

'কারা যাবে ওর সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করলো ওয়াটলি।

সেই বাচ্চার একঘেয়ে কান্না ছাড়া কামরায় আর কোনো শব্দ নেই।

ডিক্সনের দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। 'তোমার ধারণা শাইয়্যানের সঙ্গে আমার আঁতাত আছে, এবার দেখা যাক, এ-পর্যন্ত আমি যা করেছি তেমন কিছু করার সাহস তোমার আছে কিনা!'

'খুনীটা যদি তোমার সাঙ্গাৎ হয়, সেখানে সাহসের কি দরকার?'

'তার মানে তুমি যেতে রাজি নও?' বললো অ্যাণ্ডারসন।

রেভিজ বললো, 'আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'আর দুজন লাগবে।'

'ঠিক আছে!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো ডিক্সন, 'যাবো আমি!'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'শাইয়্যানের সঙ্গে আমার সত্যি সত্যি আঁতাত থাকলে কিন্তু তোমার জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে!'

'যেয়ো না, জন,' বললো ডিক্সনের স্ত্রী, 'তোমার সন্দেহই যদি সত্যি হয়?'

'না,' মাথা নাড়লো ডিক্সন, 'আমি যাবো।'

'প্লিজ, জন, যেয়ো না!'

জন শার্প বললো, 'আমিও আছি,' রেভিজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'নাহ্, তুমি বরং এখানেই থাকো।'

'কেন?'

'কারণ,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আমি তোমাকে নিতে চাই না, ব্যস!' শার্পের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলো না ও, আবার বললো, 'আর একজন!'

'আমি,' বললো লুইস ক্লার্ক।

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'ঠিক আছে, এবার তাহলে চলো। পেছন-দরজা দিয়ে পিছলে বের হবো আমরা, আমি চাই সবাই যেন খুব কাছাকাছি থাকে সবসময়, তাহলে কারো ওপর হামলা হলে বাকিরা টের পাবে। আর হ্যাঁ, যত যাই ঘটুক, কেউ অন্ধকারে ওকে ধরতে একা তেড়ে যাবে না কিছুতেই। বোঝা গেছে?'

মাথা দোলালো তিনজন। রেভিজের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন পস্তাচ্ছে। সন্দিহান চোখে শেরিফকে মাপছে জন ডিক্সন।

অ্যাণ্ডারসন জানে এই তিনজনকে বাইরে নেয়া বোকামি হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র লুইস ক্লার্ক ছাড়া আর কারো ওপরই নির্ভর করা

যাবে না। দুজন হয়তো আতঙ্কের চোটে দৌড়ে আবার বোর্ডিংহাউসে ফিরে আসবে এবং তখন নির্ঘাত মারা পড়বে একজন। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে ওকে, ইয়েলোহর্সের লোকজন কিছু না করে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কিছুতেই মেনে নেবে না।

সবার আগে বোর্ডিংহাউসের পেছন-দরজার উদ্দেশে পা বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন, তার আগে ওয়াটলিকে বললো ওরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র যেন দরজা বন্ধ করে তালা আটকে দেয়। প্রথমে দরজা খুলে বের হলো অ্যাণ্ডারসন, শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল ওর।

দরজার একপাশে সরে দাঁড়ালো সে, যাতে বাকিরা বের হতে পারে। ওরা তিনজন বের হলে কবাট বন্ধ হয়ে গেল পেছনে, হুড়কো আটকে দিলো ওয়াটলি। ফিসফিস করে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'কোনো কথা বলবে না, প্রয়োজনের বেশি কোনো শব্দ যেন না হয়। যেমন বলেছিলাম, কাছাকাছি থাকবে।'

বোর্ডিংহাউসের পেছনের উঠোনের ওপর দিয়ে তিনজনকে নিয়ে এগোলো অ্যাণ্ডারসন। পুরোপুরি নিঃশব্দে এগোতে পারছে না, ভয় হচ্ছে শাইয়্যান ওদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যেতে পারে। অ্যাণ্ডারসন আশা করছে, ওদের উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই শত্রুর খোঁজ পেয়ে যাবে। কিংবা মাত্র একজন লোক এসেছে ভেবে হামলা চালাতে আসবে লোকটা, চারজন থাকার কথা তার কল্পনায়ও আসবে না।

বোর্ডিংহাউসের পেছনের ছাপরাটার কোণে পৌঁছুলো অ্যাণ্ডারসন, থামলো। হি হি করে কাঁপছে রেভিজ, আতঙ্কে; ঘনঘন শ্বাস টানছে ডিক্সন। কোণে দাঁড়িয়ে গলিপথে উঁকি দিলো অ্যাণ্ডারসন।

পুড়ে কয়লা হয়ে গেলেও ভিনসেন্টের জ্বলন্ত বাড়িটা এখনো প্রচুর আলো ছড়াচ্ছে, গলিটা পরিষ্কার দেখা গেল, ফাঁকা।

গলির মাঝ বরাবর এগোলো অ্যাণ্ডারসন, বাকি তিনজন অনুসরণ করলো। শাইয়্যান হয়তো বোর্ডিংহাউসের সামনে আছে এখন, ভাবলো শেরিফ। ঘুরপথে এগিয়ে লিভারি বার্নের পেছন থেকে আচমকা গিয়ে ব্যাটাকে ভড়কে দিতে পারলে হয়তো পাকড়াও করা যাবে।

বোর্ডিংহাউসের পেছন-দরজার মোটামুটি একশ' গজ দূরে এসে চলার গতি বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ঢিল পড়লো সতর্কতায়। রাস্তার শেষ দালানটার কাছে পৌঁছুলো সে, তারপর বাঁক নিলো। পায়ের নিচে লম্বা ঘাস আর আগাছায় খসখস শব্দ হচ্ছে। ভিনসেণ্টের বাড়ি এখন স্রেফ একটা কয়লার স্তূপ, লিভারি আস্তাবলের ওপাশে থাকায় এখানে আলো আসছে না।

রাস্তা অতিক্রম করে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, তারপর লিভারি বার্নের পেছনে কোরালের দিকে এগোলো। দ্রুত এগোচ্ছে, অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমশ। ইণ্ডিয়ানকে ভড়কে দিতে পারবে কিনা তার ওপর নির্ভর করছে ওকে ধরার ব্যাপারটা। কৌশলে তাকে পরাস্ত করা না গেলেও অতর্কিত হামলায় হয়তো হার মানবে। ওর প্রায় পিঠের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে বাকি তিনজন, রেভিজ আর ডিক্সন তো জড়িয়ে ধরতে বাকি রেখেছে, ওদের পেছনে ক্লার্ক। ও সঙ্গে থাকায় হঠাৎ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো অ্যাণ্ডারসনের মন। কঠিন এবং সমর্থ মানুষ ক্লার্ক, সহজে ভয় পায় না।

শূন্য কোরালে পৌঁছুলো অ্যাণ্ডারসন, সহসা চোখে পড়লো শাইয়্যানের ঘোড়াটা। থেমে রাইফেল তুলে নিশানা করলো ও। ইণ্ডিয়ানের ঘোড়াটা যদি মেরে ফেলতে পারে, দিনের আলোয় পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না তার, তখন তাকে ধরা অনেক সহজ

হয়ে যাবে।

ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ঠিক সেই মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো ডিক্সন। গর্জে উঠলো রাইফেল, আগুনের ঝলক দেখা গেল মাজ্‌লে। হিংস্র কণ্ঠে খিস্তি করে উঠলো অ্যাণ্ডারসন, দ্রুত হাতে আবার কার্তুজ ভরলো রাইফেলে।

আবছা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসলো আরেকটা ছায়ামূর্তি। আবার গুলি করলো অ্যাণ্ডারসন ; পেছনে, একটু পাশ থেকে গুলি করলো ক্লার্ক। পরক্ষণে ঘোড়াসহ উধাও হয়ে গেল শাইয়্যান, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল কেবল।

উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো জন ডিক্সন, 'ওকে লাগাতে পারলে না কেন? কেন গুলি করলে না হারামজাদাকে? আমি শিওর, ইচ্ছা করে মিস করেছো, শালা হারামখোর!'

পাঁই করে ঘুরলো অ্যাণ্ডারসন, সপাটে ঘুসি হাঁকালো সোজা ডিক্সনের মুখে। পিছিয়ে গেল লোকটা, হোঁচট খেয়ে পড়লো দড়াম করে। হিংস্র কণ্ঠে অ্যাণ্ডারসন বললো, 'হারামজাদা, তুমি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে বলেই না ফসকে গেল গুলিটা! গর্দভ কোথাকার! তোমার ধাক্কা না লাগলে ঠিকই ওর ঘোড়াটা মারতে পারতাম, পায়ে হাঁটা ছাড়া তখন উপায় থাকতো না শাইয়্যানের!'

উঠে দাঁড়ালো ডিক্সন। অ্যাণ্ডারসন ভাবলো, ওর সঙ্গে লাগতে যাচ্ছে সে। কিন্তু কি ভেবে মত পাল্টালো ডিক্সন, বিড়বিড় করে বললো কি যেন, বোঝা গেল না। রেভিজ বললো, 'ও মিথ্যে বলেনি, ডিক্সন। তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়াতেই গুলিটা ফসকে গেছে।'

'তাহলে দ্বিতীয়বার লাগাতে পারলো না কেন?'

ক্লার্ক বললো, 'আমার গুলিও তো ফসকে গেছে। ঘোড়াসহ দ্রুত

ছুটছিলো লোকটা, সেজন্যেই গুলি লাগেনি, ব্যস। কই, তুমি একটা গুলি করলে না!'

'এখানে তর্ক করে লাভ নেই,' বিরক্তির সঙ্গে বললো অ্যাণ্ডারসন, 'চলো ফেরা যাক।'

অন্ধকার হলেও শাইয়্যান লাফিয়ে ঘোড়ায় চাপার সময় তার কেঁপে ওঠা লক্ষ্য করেছে অ্যাণ্ডারসন। এর আগে অন্তত দুবার চোট পেয়েছিলো ইণ্ডিয়ান, এবারও হয়তো আহত হয়েছে সে।

কেবল প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহাই এখনো ওকে সোজা রেখেছে, তবে অচিরেই এই শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। লোকটা আহত, রক্ত হারাচ্ছে, স্বভাবতই দুর্বল হয়ে যাওয়ায় একসময় মিইয়ে যাবে তার ইস্পাত-কঠিন প্রতিজ্ঞা।

ষোলো

ওরা বোর্ডিংহাউস পারলারে ঢুকতেই বুক ভরা আশা নিয়ে সবাই তাকালো। গুলির শব্দ শুনেছে প্রত্যেকে। ওয়াটলি জিজ্ঞেস করলো, 'কি, এবার পারলে?'

অ্যাণ্ডারসনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেও জবাব দিলো না ও, ডিক্সনের দিকে তাকালো বিতৃষ্ণ নয়নে। 'তুমিই বলো, জন। তোমার কাজ ছিলো এটা।'

ডিক্সন বললো, 'ওকে ঠিকই পেয়েছিলাম; শেরিফ আর ক্লার্ক গুলিও করেছে, কিন্তু কেউ লাগাতে পারেনি।'

চেঁচিয়ে উঠলো ক্লার্ক, 'হায় খোদা, না! এত সহজে নিজের দোষ চাপা দিতে পারবে না তুমি! শাইয়্যানের ঘোড়া বরাবর রাইফেল তাক করেছিলো ডিন, ডিক্সন তখন পেছন থেকে ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে না পড়লে কিছুতেই ফসকাতো না গুলিটা, শাইয়্যান ব্যাটাও হাতছাড়া হতো না! প্রথম গুলির শব্দ কানে যেতেই লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ে সে, দ্রুত ছুটতে শুরু করে। শেরিফ আর আমি তখন আবার গুলি করি, কিন্তু দুজনের গুলিই, খোদা মালুম, কিভাবে যেন ফসকে গেল। তবে ওই বুড়ো গাধাটা যদি তখন ডিনের ওপর গড়িয়ে না পড়তো, এখন পায়ে হাঁটতে হতো ইণ্ডিয়ানকে, সকালে

অনায়াসে ধরে ফেলা যেতো।'

'এখন একে অন্যকে দোষারোপ করে কি লাভ!' বললো বিল ওয়াটলি, অ্যাণ্ডারসনের দিকে ফিরলো সে। 'এরপর?'

'সকালের আগে আর কিছু করছি না,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'সকালে ওর ট্রেইল খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। আমাদের কারো গুলি হয়তো তার কিংবা ঘোড়ার গায়ে লেগে থাকতে পারে—তাহলে রক্তের দাগ পাওয়া যাবে।'

ক্লান্ত অ্যাণ্ডারসন, পরিষ্কার করে ভাবতে পারছে না কিছু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রায় বিনিদ্র কাটাতে হচ্ছে ওকে। ওপাশের দেয়ালের কাছে জেনি উইলসন আর জেসকে দেখতে পেলো শেরিফ। হঠাৎ ওর মনে হলো আজ কয়েক সপ্তাহ একটা দুঃস্বপ্নের মাঝে কাটাচ্ছে ওরা। গলা চড়িয়ে কথা বললো অ্যাণ্ডারসন, 'দোতলায় সামনে পেছনে পাহারা দেয়ার জন্যে দুজন লোক লাগবে, ইণ্ডিয়ানটা যাতে কোনোভাবেই পোর্চের ছাদ বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকতে না পারে। হ্যাটফিল্ডকে সকালে আমার সঙ্গে যেতে হবে, সুতরাং ওর এখন ঘুমানো দরকার, জ্যাক মফিটকেও ঘুমাতে হবে।'

অন্যমনস্কভাবে অ্যাণ্ডারসন শুনলো দুজন লোককে বেছে নিয়ে পাহারা দেয়ার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছে বিল ওয়াটলি। রাতে ওদের বিশ্রাম দেবার কথা ভাবলো না অ্যাণ্ডারসন, ওর ধারণা এতক্ষণে বহুদূর সরে পড়েছে শাইয়্যান, আর না গেলেও মাঝরাতের আগে যাবেই, তখন খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারবে পাহারাদারেরা।

জেনির দিকে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। 'ওর ঘোড়াটা অন্তত ঘায়েল করতে পারা উচিত ছিলো আমার।'

'মিঃ ডিক্সন তোমার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিশানা নষ্ট করে

দিয়েছে, এখানে তোমার দোষ কোথায় ?'

'যা হোক,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আজ আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। যাও খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। সকালে তুমি জেগে ওঠার আগেই হয়তো বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'সাবধানে থেকো।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'আগামীকাল দিনের আলোয় অবশ্য বিপদ হবে না। তবে লোকটাকে ধরারও কোনো আশা দেখছি না আমি, তবু চেষ্টা করে দেখা আরকি।'

মাথা দোলালো জেনি, তারপর জেসের হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সবচেয়ে কাছের সোফাটায় ধপ করে বসে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, একটানে খুলে ফেললো পায়ের বুটজোড়া, আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর হ্যাটটা টেনে মুখের ওপর নামিয়ে চোখ বন্ধ করলো। পর-মুহূর্তে ঘুম নেমে এলো দুচোখ ভেঙে।

নিজেই উঠতে পারবে ভেবেছিলো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু ধারণাতীত ক্লান্ত সে, বেহুঁশের মতো ঘুমাতে লাগলো। আবার যখন চোখ মেললো তখন দেখলো ওকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে ক্লার্ক। 'ওঠো, ডিন, চলো, বেরিয়ে পড়তে হয়।'

সোজা হয়ে বসে বুটজোড়ার দিকে হাত বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন। ক্লার্কের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মফিট আর হ্যাটফিল্ড। কাপড়চোপড় পরে তৈরি সবাই, সশস্ত্র। ক্লার্কের হাতে একটা ব্যাগ, খাবার নিয়েছে বোধ হয়, ভাবলো শেরিফ।

বুট পরে রাইফেল হাতে নিলো অ্যাণ্ডারসন, টুপিটা জায়গামতো বসিয়ে নিলো। ক্লার্কসহ তিনজনের পিছু পিছু বেরিয়ে এলো বাইরে,

বিরক্তির সঙ্গে গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে।

বোর্ডিংহাউসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়াগুলো, ওয়্যাগন দুটো ওদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের কাজ করছে। রেলিংয়ের ওপর ফেলে রাখা স্যাডল আর স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট। একটা শক্তিশালী বে'র পিঠে প্রথমে ব্ল্যাঙ্কেট চাপালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর স্যাডল বসিয়ে শক্ত করে পেটি বাঁধলো; লাগাম পরিয়ে খুলে ফেললো দড়ির বাঁধন। স্যাডলে চেপে রাস্তা অতিক্রম করার জন্যে এগোলো ও। গতরাতে আর থামেনি শাইয়্যান, ভাবছে, লিভারি বার্নের পেছনে তার ট্রেইল পাওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় বেঁচে যাবে ওদের।

এখনো মাটি চোখে পড়ার মতো যথেষ্ট আলো ফোটেনি, তাই ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা। অস্থির হয়ে আছে ঘোড়াগুলো। মোটামুটি আলো ফোটার পর ইণ্ডিয়ানের ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের ছাপ পেয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ শুরু করলো। সোজা শহর থেকে বেরিয়ে গেছে ট্রেইলটা, অনুসরণ করতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না, গভীর ছাপ পড়েছে মাটিতে। পোয়া মাইল দূরে আসার আগেই ছোটার গতি কমিয়ে এনেছে শাইয়্যান, বুঝতে পারলো ওরা।

'রক্তের দাগ চোখে পড়ে?' জানতে চাইলো ক্লার্ক।

মাথা নাড়লো অ্যাণ্ডারসন। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে লোকটা চোট পায়নি।'

'হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা যেভাবে দৌড়েছে, আমার তো মনে হয়, আঁচড়ও লাগেনি!'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'শহরে রয়ে যায়নি শাইয়্যান, বেশ আগেভাগে সরে পড়েছে, হয়তো আহত হয়েছে বলেই।'

'কিংবা হয়তো ভেবেছে এক রাতের মতো যথেষ্ট বদমাইশি হয়েছে

—ভিনসেন্টকে খুন করেছে, ছাই করে দিয়েছে তার ঘরবাড়ি।'

এরপর আর কথা হলো না তেমন। ছুঁড়ে দেয়া তীরের মতো সোজা পুব বরাবর চলে গেছে শাইয়্যানের ট্রেইল, মাঝে মধ্যে কোনো ডিপ-ওঅশ কিংবা উঁচু ঢিবি পাশ কাটানোর জন্যে ডানে-বামে কিঞ্চিৎ বাঁক নিয়েছে। দ্রুত ঘোড়া হাঁকালো অ্যাণ্ডারসন, সামনের দিকে দৃষ্টি, নজর রাখছে, যদি উড়ন্ত ধুলো দেখে ইণ্ডিয়ানের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে লুইস ক্লার্ক, অন্যরা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

ইয়েলোহর্স থেকে বেরিয়ে আসার ঘণ্টা দুই পর ঘোড়া থামালো অ্যাণ্ডারসন, স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়ালো মাটিতে। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, খানিকটা বিশ্রাম দেয়া দরকার, তাছাড়া শাইয়্যানের ট্র্যাক একবার পরখ করে দেখতে চায় সে।

বসলো শেরিফ, পকেট থেকে সিগার বের করে ধরালো। চোখ ছোট করে পরখ করতে শুরু করলো ইণ্ডিয়ানের ঘোড়ার খুরের ছাপ।

কোনো ট্রেইল কত পুরোনো সেটা জানার বেশ কিছু কৌশল আছে, কিন্তু কোনোটাই নির্ভুল নয়, বিশেষ করে শুকনো পথের বেলায়। এবং এদিককার মাটি সত্যি রুক্ষ। তবু অ্যাণ্ডারসন পরিষ্কার বুঝতে পারলো এই ট্রেইলটা ওরা ইয়েলোহর্স ছেড়ে আসার ছ-সাত ঘণ্টার বেশি পুরোনো হতে পারে না। আরো নিশ্চিত হতে চাইলো শেরিফ। ছ'ফুট দূরে হাঁটু গেড়ে বসেছে ক্লার্ক, মাটিতে একটা হাঁটু দাবালো সে, পরখ করতে লাগলো ট্রেইলটা। অবশেষে সে বললো, 'হয় আমরা দূরত্ব কমিয়ে এনেছি, কিংবা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেছিলো সে।'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'থেমেছিলো। কয়েক মাইল পেছনে জায়গাটা

ফেলে এসেছি আমরা। আবার রওনা দেয়ার আগে কমপক্ষে তিনচার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে লোকটা। যত হারামিই হোক, ইণ্ডিয়ানেরও ঘুমের দরকার আছে।'

'ওর ঘোড়াটাও গতকাল অতিরিক্ত পরিশ্রমে হয়রান হয়ে গিয়েছিলো।'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'তবু এই তিনচার ঘণ্টা পুষিয়ে নিতে পারবো না আমরা, অত ক্লান্ত ছিলো না ঘোড়াটা।'

'তাহলে এগিয়ে লাভ কি?'

'কোনো লাভ নেই, শাইয়্যান যদি ধরা দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে না থাকে। কেবল শহরবাসীদের একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই কাজটা করা।'

উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, সিগারের গোড়া চিবাচ্ছে, অস্থিরতার লক্ষণ। স্রেফ লোক দেখানোর জন্যে কিছু করার লোক সে নয়, তাই এই প্রহসন খেপিয়ে তুলছে ওকে। চোখ কুঁচকে সফল হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে এমন একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করলো।

'আমরা জানি,' অবশেষে বললো সে, 'শেষ বিকেলের আগেই ডানে অথবা বামে মোড় নেবে বেজম্মাটা; আরো জানি, আবার ইয়েলোহর্সেরই পথ ধরবে। খোদা, আমরা দলে চারজন, অথচ তবু একটা ইণ্ডিয়ানকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারছি না···'

'আমার মাথায় কিছু খেলছে না,' বললো ক্লার্ক।

'বাঁক নিয়ে ফের শহরমুখো হবার আগে কদ্দূর যাবে সে, আন্দাজ করতে পারো?'

'যতটা গেলে কারো চোখে পড়তে হবে না।'

'সেটা কতখানি? দুমাইল? তিন?'

'বড়জোর পাঁচ?'

'ঠিক আছে, তাহলে; জ্যাক, তুমি আর হ্যাটফিল্ড ওই হারামখোরের ট্র্যাক অনুসরণ করে এগিয়ে যাও। ক্লার্ক, তুমি যাও, দক্ষিণে, আমি উত্তরে যাচ্ছি। দু থেকে তিন মাইল এগিয়ে যাবো আমরা, তারপর কোনো টিলা বা উঁচু জায়গায় উঠে সুবিধাজনক অবস্থান বেছে নেবো। ওর দেখা পাওয়া যাবে না হয়তো, কিন্তু চারজন একসঙ্গে থেকে অযথা সময় নষ্ট করার চেয়ে এটা অনেক ভালো।'

'কাজ হতে পারে।'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে।' স্যাডলে চেপে উত্তরে এগোলো অ্যাণ্ডারসন, দক্ষিণে ক্লার্ক, মফিট আর হ্যাটফিল্ড পুব দিকে ইণ্ডিয়ানের ট্রেইল অনুসরণ করে এগিয়ে গেল।

অ্যাণ্ডারসন জানে এভাবে আলাদা হয়ে অ্যামবুশ করার কাজটা ইণ্ডিয়ানের জন্যে সহজ করে দিচ্ছে ওরা। তবে, ইণ্ডিয়ান তেমন কোনো চেষ্টা করবে না বলেই আশা করছে ও।

সিগার শেষ করে ছুঁড়ে ফেললো অ্যাণ্ডারসন, পেছনে তাকালো, কিন্তু হ্যাটফিল্ড, মফিট কিংবা ক্লার্ক কাউকেই দেখা গেল না। আনুমানিক দুমাইল এগোলো সে, তারপর চারদিকে চোখ বোলালো, উঁচু ঢিবির খোঁজে। এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যাবে, নিজেও আত্মগোপন করে থাকতে পারবে; যেখান থেকে উত্তর, দক্ষিণ আর পুবে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে।

কিন্তু তেমন কোনো জায়গা মিললো না। অবশেষে শহরের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো অ্যাণ্ডারসন। কয়েকমাইল এগোনোর পর একটা ব্লাফের কাছে পৌঁছুলো, ওটার 'রিমরক-সাইড' শহরের দিকে। এরকম জায়গাই খুঁজছিলো। রিমের নিচে ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যাবে,

পুব থেকে আগত কেউ দেখতে পাবে না।

ব্লাফটার কোনা ঘুরে উল্টোদিকে চলে এলো অ্যাণ্ডারসন, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। রিমরকে পৌঁছে বেয়ে ওঠার মতো একটা জায়গা খুঁজে বের করলো, একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধলো ঘোড়াটা। বুট থেকে রাইফেল বের করলো, তারপর ঢাল বেয়ে ব্লাফের চূড়ায় উঠে এলো। একটা অবতল জায়গা খুঁজে পেয়ে বসে পড়লো ওখানে, চোখ রাখলো পুবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, জানে: তাই যতটা সম্ভব আরাম করে বসার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন। তাকিয়ে রইলো দিগন্তের দিকে, অর্ধবৃত্তের আকারে বারবার নজর বোলাচ্ছে পুব থেকে দক্ষিণে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে লাগলো। মধ্য আকাশে উঠে এলো সূর্য। দরদর করে ঘামছে এখন অ্যাণ্ডারসন, কয়েকটা মাছি অনবরত ভনভন করছে মাথার চারপাশে। গর্ত ছেড়ে ওর ছফুটের মধ্যে চলে এলো একটা গিরগিটি, তারপর হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে সাঁৎ করে পালালো ভয়ে।

পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়তে শুরু করলো সূর্য। অ্যাণ্ডারসন আন্দাজ করলো, দুটো কি আড়াইটা হবে এখন। হঠাৎ পুব দিকে হালকা ধুলো উড়তে দেখলো ও।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হয়ে উঠলো ওর হৃৎস্পন্দন। যদি ইণ্ডিয়ান হয়, তাকে ঘায়েল করার একটা দারুণ সুযোগ পেতে যাচ্ছে! ধুলোর মেঘটা অশ্বারোহীতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো অ্যাণ্ডারসন। আরো কাছে চলে এলো ঘোড়াটা, সোজা ব্লাফের দিকেই আসছে।

আর মাত্র আধমাইল দূরে আছে এখন ঘোড়সওয়ার, অবশেষে

লোকটাকে ইণ্ডিয়ান হিসাবে শনাক্ত করা গেল। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল নেই, তবে লাগাম পরানো। হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে একটা রাইফেল ফেলে রেখেছে। নেংটি আর মোকাসিন ছাড়া কিছু নেই শাইয়্যানের পরনে, মাথার দুদিকে দুটো বেনী ঝুলছে। এগিয়ে আসছে সে।

আস্তে করে রিমের দিকে পিছিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, মাথা নিচু করে রেখেছে যাতে ইণ্ডিয়ানের চোখে ওর নড়াচড়া ধরা না পড়ে। রিমে পৌঁছে দ্রুত নেমে এলো সে, ঘোড়ার বাঁধন আলগা করে নিলো। ব্রাফের উত্তর অংশের দিকে এগিয়ে আসছে শাইয়্যান। ঘোড়ায় চেপে ওদিকে এগোলো অ্যাণ্ডারসন, প্রবল উত্তেজিত। ইণ্ডিয়ানেরটার তুলনায় তেজী এবং তাজা ওর ঘোড়া, প্রথম দুএকটা গুলিতে যদি ঘায়েল করতে নাও পারে, ধাওয়া করে ঠিকই পাকড়াও করে ফেলতে পারবে শয়তানের বাচ্চাকে।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। ইণ্ডিয়ানের দেখা নেই। ওকে দেখে ফেলেছে? সটকে পড়েছে তাই? এতক্ষণে বহুদূর চলে গেছে!

গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো অ্যাণ্ডারসন, সামনে এগোতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

আচমকা উদয় হলো শাইয়্যান। শেরিফ ভেবেছিলো গুলি লাগানোর মতো দূরত্বে পাওয়া যাবে তাকে, কিন্তু তা হলো না। একটা ডিপ-ওঅশ পাশ কাটাতে সরে গিয়েছিলো ইণ্ডিয়ান, এখনো অন্তত ছয়শ' গজ দূরে আছে। মাটিতে শুয়ে স্থির অবস্থান থেকে গুলি করার উপায় থাকলেও এত দূরের টার্গেটে গুলি লাগানো সম্ভব হতো না!

প্রায় একই সময়ে ওকেও দেখতে পেলো শাইয়্যান, সজোরে ঘোড়ার পেটে লাথি হাঁকালো সে, সরে গেল আরো দূরে। নিজের

সতেরো

হ্যাটফিল্ড আর মফিট শহরে ফিরে যাবার সময় ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলে এখানে অসহায় অবস্থায় আটকা পড়ে থাকতে হবে, জানে অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু ওরা আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনাতে পারে, নিকষ অন্ধকার নেমে আসাও বিচিত্র নয়। তবু যেভাবে হোক মফিটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, নইলে এখানে নিঃসঙ্গ পড়ে থাকতে হবে, শেষে পায়ে হেঁটে শহরের পথ ধরা ছাড়া উপায় থাকবে না কোনো; এবং সেক্ষেত্রে ইয়েলোহর্সে ফিরতে ফিরতে আগামীকাল দুপুর হয়ে যাবে। ততক্ষণে হয়তো আরো এক-জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাবে, ভস্মীভূত হবে কোনো ঘর এবং আরো বেশি খাপ্পা হয়ে উঠবে শহরবাসীরা।

কিন্তু এখনো ওর মাথায় ঢুকছে না আর কি করার ছিলো, আনু-মানিক পোয়ামাইল দূরে থাকতে নজরে এসেছে শাইয়্যান, ধাওয়া করে তাকে ধরার চেষ্টা চালানো ছাড়া উপায় ছিলো না; ও সতর্ক থাকলেও হয়তো প্রেইরি-ডগ-ভিলেজটা দেখতে পেতো না—সেজ-ঝোপের আড়ালে ছিলো—একেবারে মাঝখানে যাবার আগে টেরই পায়নি, আর যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর করার কিছু ছিলো না। একে শাইয়্যানের সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়! লোকটা

নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেছে জায়গাটা, গর্তে পড়ে যায়নি।

ব্লাফের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন, এরই মধ্যে কাঁধের ওপর রাখা স্যাডলটার ওজন যেন কয়েকমণ বেড়ে গেছে, ভারি কষ্ট হচ্ছে বইতে, স্যাডলের ধারালো প্রান্তের খোঁচা লাগছে মাংসে; ব্যথায় গোঙাচ্ছে শেরিফ, বিড়বিড় করে ক্রমাগত খিস্তি করছে। কিন্তু না থেমে এগিয়ে চললো একনাগাড়ে, অবশেষে ব্লাফের ঢালে পৌঁছুলো।

থামলো অ্যাণ্ডারসন, কাঁধ থেকে স্যাডল নামিয়ে ওটার ওপর বসে পড়লো। একটা দোমড়ানো সিগার ছিলো পকেটে, ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়ার সময় কপালগুণে হারায়নি; সিগার বের করে যতটা সম্ভব ঠিকঠাক করে লালায় ভিজিয়ে আবার পেঁচিয়ে টানার উপযুক্ত করলো, তারপর দাঁত দিয়ে গোড়া কেটে ফেলে ধরালো।

বোকার হদ্দ লাগছে নিজেকে। চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে শাইয়্যানকে পরাজিত করার আরেকটা সুযোগ হাতে এসেছিলো ওর। এর আগে ডিক্সন ওকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়েছিলো, এবার, কি বলবে, কপাল দোষে ইণ্ডিয়ানকে ধরার এমন একটা চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো সোজা, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। ডিক্সনকে দোষ দেয়া যায়, দোষ চাপানো যায় প্রেইরি-ডগ-ভিলেজের ওপর, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে দোষটা ওরই। ইয়েলোহর্সের শেরিফ সে, শাইয়্যানকে ধরার দায়িত্ব ওর, সেটা পালনে ব্যর্থ হয়েছে; এই ব্যর্থতার দায়ভাগ পোহাতে হবে শহরবাসীদের, হয়তো অকালে নির্বাপিত হবে আরেকটা জীবন-প্রদীপ—জেনি উইলসনকেই মরতে হতে পারে!

কথাটা মনে আসতেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় প্রায় পাগল হবার

ঘোড়ার গতি বাড়ালো অ্যাণ্ডারসন, রাইফেল দিয়ে ঘোড়ায় পাছায় আঘাত করতেই তুফান তুলে ছুটলো ওটা। লড়াইয়ের বদলে পিঠ-টান দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে শাইয়্যান। এবং এটাই, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, তার ভুল হয়েছে। ওর ঘোড়াটার তুলনায় অনেক বেশি ক্লান্ত প্রতিপক্ষের ঘোড়া।

লাফিয়ে একটা গর্ত পেরোলো অ্যাণ্ডারসনের ঘোড়া, প্রায় আঁতকে উঠলো সে, আরেকটু হলেই উল্টে পড়তে যাচ্ছিলো। এরপর সামনে কি আছে সেদিকে কড়া নজর রাখতে লাগলো শেরিফ, কেবল ইণ্ডিয়ানের ওপর স্থির রইলো না চোখ। ক্রমশ কমে আসতে লাগলো দূরত্ব। এখন পাঁচশ' গজ।

রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ক্রমাগত নির্দয়ভাবে ঘোড়ার পাছায় আঘাত করে চলেছে শাইয়্যান। মুহূর্তের জন্যে গতি বাড়লো ঘোড়াটার। কিন্তু অচিরেই ক্লান্তির কাছে হার স্বীকার করলো ওটা। আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো গতি, আবার ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে আনলো অ্যাণ্ডারসন।

চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়। ইণ্ডিয়ানটাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারছে! খোদা, লোকটাকে অবশেষে ধরছে ও! জীবিত, তবে সে যদি লড়াই করতে যায় তাহলে হত্যাই করবে, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভালো!

আর মাত্র চারশ' গজ! কমছে আরো! অ্যাণ্ডারসন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রায় পাগলের মতো সুবিধাজনক জায়গা খুঁজছে শাইয়্যান, বারবার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ কানে এলো অ্যাণ্ডারসনের, কিসের শব্দ বুঝতে পারলো না প্রথমে, তারপর আচমকা লাগাম টেনে ধরলো

ঘোড়ার, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

আছড়ে পড়তে শুরু করেছে ওর ঘোড়া, সামনের দিকে ডিগবাজি খাচ্ছে। ওটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, পরপর কয়েকটা গড়ান খেলো।

এত দ্রুত ঘটলো ব্যাপারটা যে সামলানোর কোনো সুযোগই পেলো না ডিন অ্যাণ্ডারসন। একটা প্রেইরি-ডগ-ভিলেজ—বুনো কুকুরের আস্তানায়—ঢুকে পড়েছিলো ও, ঘোড়ার পা পড়ে গেছে একটা গর্তে। এখন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, সামনের ডান পা ভেঙে গেছে, তিনপায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে।

উঠে বসলো অ্যাণ্ডারসন, মাথার হ্যাট আর রাইফেলটা নেই; হাত দিয়ে ডলে চোখ থেকে ধুলো সাফ করলো। কাঁধে ব্যথা, মনে হচ্ছে হাড় ভেঙেছে; হাঁটু বেঁকে আছে, হয়তো জোড়া নড়ে গেছে। ওদিকে উধাও হয়ে গেছে শাইয়্যান।

অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে গাল বকতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। এখন সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে স্বয়ং খোদা ওই শাইয়্যানের পক্ষে রয়েছেন! প্রেইরি-ডগ-ভিলেজের ভেতর দিকে তাকে যাবার সুযোগ দিয়েছেন তিনি, আর খোঁড়া করে দিয়েছেন অ্যাণ্ডারসনকে! নিরাপদে পালিয়ে গেছে লোকটা।

যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, হ্যাটটা খুঁজে তুলে নিলো, রাগের সঙ্গে মাথায় চাপালো। রাইফেল তুলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলি করে মারতে বাধ্য হলো আহত ঘোড়াটাকে। তারপর ওটার পিঠ থেকে স্যাডল, স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট আর লাগাম খুলে নিলো। এবার কাঁধের ওপর স্যাডল ফেলে তেতো মনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেই ব্লাফের উদ্দেশে এগোলো।

দশা হলো অ্যাণ্ডারসনের। দ্রুত ঢাল বেয়ে ব্লাফের চূড়ায় উঠে এলো, ঘেমে নেয়ে গেছে, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। জিন লাগাম মাটিতে রেখে ওটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখলো রাইফেলটা, তারপর শাইয়্যানের আগমনপথের দিকে বিস্তীর্ণ সমভূমির ওপর দিয়ে তাকালো। এত তাড়াতাড়ি হ্যাটফিল্ড আর মফিটকে আশা করছে না ও, কিন্তু ওদের হারানোর সামান্যতম ঝুঁকিও নিতে রাজি নয়।

কিছু চোখে পড়লো না, না কোনো ধুলোর মেঘ, না নড়াচড়া, একটানা পাঁচ মিনিট তাকিয়ে রইলো সে। কেউ আসছে না বুঝতে পেরে আগুন জ্বালানোর জন্যে লাকড়ির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। যেভাবেই হোক, আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতেই হবে, যাতে মফিটদের নজরে পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেটা দিনের আলোয় কিংবা রাতের অন্ধকারে, যখনই হোক; নইলে হ্যাটফিল্ড আর মফিট ওর চোখের সামনে দিয়ে শহরের দিকে গেলে হাত নেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কোনো লাভ হবে না।

সেজঝোপ ছাড়া তেমন কোনো গাছপালা নেই ব্লাফের চূড়ায়, অ্যাণ্ডারসন জানে, সেজের ডালপালায় আগুন ধরানোর কি ঝক্কি! হাঁটতে হাঁটতে ব্লাফের একেবারে কিনারায় চলে এলো সে, হঠাৎ একটা মরা সিডার গাছ চোখে পড়লো। রিমরক বেয়ে নামতে শুরু করলো ও, ঢালের উচ্চতা এখানে প্রায় পনেরো ফুট। নিচে পৌঁছে গাছের ডাল ভাঙতে আরম্ভ করলো সে। বেশকিছু ভাঙা ডাল জড়ো করে আগেরবার যেদিক দিয়ে উঠেছিলো সেখানে নিয়ে এলো। অর্ধেকটা ডাল ওপরে তুললো প্রথম দফায়, তারপর আবার নিচে নেমে তুলে আনলো বাকি অর্ধেক। তারপর আবার ফিরে গেল সিডার গাছটার কাছে।

সবগুলো ডাল ভেঙে শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন। তারপর ধাক্কা-ধাক্কি করে উপড়ে ফেললো আস্ত গাছটা। অবশিষ্ট ডালপালা ব্লাফের চূড়ায় ওঠালো প্রথমে, তারপর নেমে এলো গুঁড়িটার জন্যে।

দেড়শ' পাউণ্ডের কম হবে না ওটার ওজন। গুঁড়িটা ঠিক রিমের নিচে নিয়ে এলো অ্যাণ্ডারসন। ব্লাফের চূড়ায় এসে স্যাডল থেকে দড়ি খুলে নিয়ে নিচে নেমে সিডার-গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো একপ্রান্ত। খুব বেশি লাকড়ি জোগাড় করা যায়নি, ভাবলো সে, মফিট আর হ্যাটফিল্ড ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলে গুঁড়িটাও জ্বালাতে হতে পারে।

দড়ির অন্যপ্রান্ত কোমরে বেঁধে নিলো অ্যাণ্ডারসন, আবার চূড়ায় উঠলো। শরীরের সব শক্তি এক করে টেনে রিমের কিনারা পর্যন্ত তুলে আনলো গুঁড়িটা, কিন্তু ওপরে ওঠানোর আগেই পড়ে গেল ধড়াম করে, পরপর দুবার। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো অ্যাণ্ডারসন, প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেছিলো, ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো।

হাঁটু আর দুই হাতের কাঁপুনি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঠায় বসে রইলো অ্যাণ্ডারসন। অবশেষে ঘুরে ফের নিচে সমভূমির দিকে তাকালো।

অসীম শূন্যতা ধরা পড়লো কেবল ওর চোখে।

আশপাশে চোখ বোলালো সে, সিগারের গোড়াটা পেয়ে তুলে নিয়ে ধরালো, তারপর স্যাডলে হেলান দিয়ে বসে দম ফিরে পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সিগার শেষ করে পকেট-নাইফটা বের করলো অ্যাণ্ডারসন, একটা সিডার-ডাল তুলে নিয়ে ওটার বাকল ছাড়াতে শুরু করে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক ইঞ্চি উঁচু একটা ঢিবি হয়ে গেল বাকলের।

এবার ডাল ভেঙে টুকরো টুকরো করে স্তূপ করতে লাগলো, নানা আকারের টুকরো। অবশেষে আগুন জ্বালানোর মতো একটা লাকড়ির স্তূপ তৈরি হলো। এখন জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালেই দাউদাউ জ্বলে উঠবে আগুন।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার সমভূমির দিকে তাকালো শেরিফ। কখন আসবে মফিটরা? কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? এখনই আগুন জ্বেলে ক্লার্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালাবে কিনা ভাবলো একবার; সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলো চিন্তাটা। ক্লার্কের এদিকে তাকানোর সম্ভাবনা নেই, ধোঁয়ার কুণ্ডলীও হয়তো তার চোখে পড়বে না।

অপেক্ষা করতে লাগলো অ্যাণ্ডারসন। আজ রাতে কি করবে ইণ্ডিয়ান? আপনমনে প্রশ্ন করলো সে। শহরের বড় বাড়িগুলোর দুটো ইতিমধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে শাইয়্যান। এখন বাকি আছে জেনি উইলসনের বাড়িটা—গাছের কাণ্ড কেটে তৈরি বলে আগুন লাগানো কঠিন হবে—লিভারি বার্ন আছে, বোর্ডিংহাউসের উল্টোদিকে ওটাই শহরের সবচেয়ে বড় দালান। সম্ভবত ওটাতেই আগুন জ্বালাবে শাইয়্যান।

আর কে মারা যাচ্ছে আজ রাতে? কেউ না, আপনমনে জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন, ও যদি ঠিক সময়ে শহরে ফিরতে পারে, বোর্ডিংহাউসে আটকে রাখবে সবাইকে, কাউকে নাগালে পাবে না শত্রু। পারবে কি?

কিন্তু কাল? শাইয়্যানকে ধরার জন্যে কি করবে? আজকের মতো ট্রেইল করে লাভ হবে না, কারণ এখন আরো সতর্ক থাকবে সে।

গোধূলি পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন। মফিট বা হ্যাটফিল্ডের ছায়াও নেই কোথাও! শালা, ভাবলো সে,

কে জানে, হয়তো আরো আগেই ইণ্ডিয়ানকে ধরার চেষ্টা বাদ দিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে ওরা! তাই যদি হয়, পায়ে হেঁটেই ওকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শহরে যেতে হবে!

উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো অ্যাণ্ডারসন। ওর কাছে বেশি লাকড়ি নেই। কতক্ষণ আগুন জ্বালাতে হতে পারে জানা নেই। কিন্তু সে চায় না মফিট আর হ্যাটফিল্ড আগুনটা দেখার মতো দূরত্বে পৌঁছার আগেই ওটা নিভে যাক। কিন্তু আগুন জ্বালানোর আগেই অন্ধকারে ওকে পাশ কাটিয়ে ওদের চলে যাবার ঝুঁকি নেয়ারও সাহস হচ্ছে না।

যা হোক, পুরোপুরি অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর বাকলের স্তূপে দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালো। দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন, সেই আলোয় দাঁড়িয়ে রইলো সে, ভাবছে, কাছে আরেকটা সিগার থাকলে হতো! ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে পেট, বিরক্ত লাগছে। ভালো একটা ঘোড়া হারাতে হয়েছে আজ। মহাবোকামি করে ফেলেছে ও, তারওপর ঠাণ্ডামাথায় বর্বর এক খুনীকে ধরার সুযোগ হাতছাড়া করেছে; হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত হবে না ওই লোক, ইয়েলোহর্সের শেষ প্রাণীটি না মরা পর্যন্ত চলবে তার হত্যালীলা!

পায়চারি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, থামলো, বসে পড়লো আবার। একটু পর পর উঠে ভাঙা ডালের খোঁচায় আগুন উস্কে দিচ্ছে। বিপজ্জনক দ্রুততায় পুড়ছে ডালগুলো। শেষ পর্যন্ত গুঁড়িটাও আগুনে ঠেসে দিতে হবে নাকি! ভাবলো সে।

আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগলো ও। গাল বকছে শাইয়্যানকে, প্রেইরি-ডগ-ভিলেজটাকে, নির্বোধ ঘোড়াকে—ওভাবে হোঁচট খেলি

কেন।—খিস্তি করছে নিজের ভাগ্যকে। নিজেকেও বাদ দিচ্ছে না। এ-পর্যন্ত এতটুকু যোগ্যতার পরিচয় রাখতে পারেনি সে। অথচ এত-দিন ওর ধারণা ছিলো: পরিস্থিতি যেমনই হোক সামলে নেয়ার যোগ্যতা সে রাখে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আসলে সে অযোগ্য। প্রতিবার জিতে যাচ্ছে শাইয়্যান!

সিডার-গুঁড়ির মধ্যভাগ আগুনের ওপর রাখলো অ্যাণ্ডারসন, মুহূর্তে আগুন ধরে গেল ওটায়। অল্পক্ষণের মধ্যে পুড়ে কয়লায় রূপা-ন্তরিত হলো ওই অংশটুকু। গুঁড়িটা ভেঙে দুটুকরো করে ফেললো অ্যাণ্ডারসন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠে গেল আকাশের দিকে, অনেক ওপরে। গুঁড়ির একটা অংশ আগুনে ছুঁড়ে দিলো অ্যাণ্ডারসন, চট করে জ্বলে উঠলো ওটা, দ্রুত পুড়তে লাগলো। আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো শেরিফ কিছুক্ষণ, তারপর অন্ধকারে চোখ ফেরালো। হঠাৎ মনে হলো একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে।

কান খাড়া করে আবার শোনার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন, ফের এলো শব্দটা। কেউ বোধ হয় চেঁচাচ্ছে, নিশ্চয়ই মফিট আর হ্যাট-ফিল্ড! শহরের দিকে যাচ্ছে।

খানিক পর ঘোড়ার খুরের আঘাতে পাথর খসে পড়ার শব্দ পেলো অ্যাণ্ডারসন, তারপর ঝুনঝুন, মাথা দোলাচ্ছে একটা ঘোড়া! শেরিফের মনে হলো জীবনে এর চেয়ে মধুর আর স্বস্তিকর শব্দ শোনেনি। ব্লাফে উঠে এলো হ্যাটফিল্ড আর মফিট, আগুনের আলোর সীমানায় লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো।

হ্যাটফিল্ড জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে?'

'আমার ঘোড়া একটা প্রেইরি-ডগ-হোলে পা হড়কে পড়ে গিয়ে-ছিলো, হারামজাদাকে গুলি করে মারতে হয়েছে।'

'কিভাবে ঘটলো ব্যাপারটা ?'

'শাইয়্যান হারামজাদাকে ধাওয়া করতে গিয়েছিলাম।'

'গুলি লাগাতে পেরেছো ?'

'নাগালেই পাইনি। ওকে প্রথম যখন দেখলাম, প্রায় আধমাইল-টাক দূরে ছিলো, তারপর মোটামুটি পোয়ামাইলের মতো কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, তখনই আছড়ে পড়লাম।'

'ঘোড়াটা মেরে ফেলেছো ?'

'উপায় ছিলো না।'

'ঠিক আছে,' বললো হ্যাটফিল্ড, 'জ্যাককে স্যাডল দিয়ে আমার পেছনে উঠে পড়ো তুমি।'

স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট, স্যাডল আর লাগাম মফিটের হাতে তুলে দিলো অ্যাণ্ডারসন। জ্যাক মফিট তার স্যাডলের পেছনে বাঁধতে শুরু করলো ওগুলো। ব্যাপারটা তার ঘোড়ার মনঃপূত হলো না, সরে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু শক্ত হাতে লাগাম ধরে ওটাকে সামলে রাখলো মফিট, আর বাড়াবাড়ি করার সুযোগ পেলো না জানোয়ারটা।

অ্যাণ্ডারসনকে একটা রেকাব ছেড়ে দিলো হ্যাটফিল্ড, ওতে পা রেখে হ্যাটফিল্ডের পেছনে উঠে বসলো শেরিফ, আগুন নেভানোর কথা ভাবলো না। এখানে পোড়ার মতো আর কিছু নেই, আপসে নিভে যাবে।

যেভাবে ব্লাফে উঠেছিলো, সেভাবেই পশ্চিমের রিমরক বেয়ে নেমে এলো ওরা। দ্রুত শহরের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করলো।

হ্যাটফিল্ড একবার জানতে চাইলো, 'ক্লার্ককে দেখেছো ?'

'নাহ্।'

'ভাগ্যিস আমরা সময় মতো আসতে পেরেছি !'

তিক্ত মনে বিড়বিড় করলো অ্যাণ্ডারসন, কিন্তু কথা থামালো না হ্যাটফিল্ড, আবার বললো, 'নইলে পায়ে হেঁটে শহরে ফিরতে হতো তোমাকে।'

জবাব না দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলো অ্যাণ্ডারসন।

হ্যাটফিল্ড জানতে চাইলো, 'শহরে ফিরে কি কৈফিয়ত দেবে?'

তিক্ত কণ্ঠে অ্যাণ্ডারসন জবাব দিলো, 'যা সত্যি তা-ই বলবো। ঘোড়াটা গর্তে পড়ে গেছে, আমার দোষে নয়!'

এরপর নীরবে এগিয়ে চললো ওরা। অ্যাণ্ডারসনকে যে খেপিয়ে দিয়েছে বুঝলো না হ্যাটফিল্ড, খোঁচাটা বেশি হয়ে গেছে।

এবার নিজেকেই খুঁচিয়ে চললো অ্যাণ্ডারসন। ইণ্ডিয়ানকে ধরার জন্যে যত রকম কৌশল ছিলো তার প্রায় কোনোটাই বাদ রাখেনি। এখন বাকি আছে কেবল শহরের বাইরে অন্ধকারে দুজনের মরণপণ লড়াই। এছাড়া সমস্যার আর কোনো সমাধান আপাতত দেখছে না অ্যাণ্ডারসন।

আঠারো

বেশ দূরে থাকতেই শহরটা দেখতে পেলো শেরিফ ডিন অ্যাণ্ডারসন, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে কোথাও, লকলকে জিহ্বা আর কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া একশ' ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে। আধমাইল দূরে এসে

শেরিফ বুঝলো আগুন লেগেছে লিভারি বার্নে।

এবার পুরোপুরি ইণ্ডিয়ানের পক্ষে নামেননি খোদা, বোর্ডিংহাউসের ওদিক থেকে আস্তাবলের দিকে বইছে হাওয়া, দূরে গিয়ে পড়ছে পোড়া কাঠের টুকরো। ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে ঢুকলো ওরা। বোর্ডিং-হাউসের কাছাকাছি যাবার জন্যে জোর খাটাতে হলো ঘোড়াগুলোর ওপর, আগুন দেখে ভয় পেয়েছে। স্টোরের পাশে অন্য ঘোড়াগুলো পাহারা দিচ্ছে জন ডিক্সন আর হ্যারি পারসন, দুজনের হাতে শট-গান। এ-পর্যন্ত আসার পর আর এগোতে রাজি হলো না ওদের ঘোড়া। নেমে পড়লো অ্যাণ্ডারসনরা, ইণ্ডিয়ান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলো না ডিক্সন বা পারসন। আগুন জ্বলতে দেখে ওরা বুঝে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে প্রতিপক্ষ, তাকে আহত করার মতো প্রয়োজনীয় দূরত্বেও যেতে পারেনি কেউ। অ্যাণ্ডারসনের ঘোড়ার কি হয়েছে সে প্রশ্নও তুললো না কেউ। যেচে কিছু বলারও ইচ্ছা হলো না শেরিফের, অপমানকর ঘটনাটা যতক্ষণ চাপা থাকে…

কোণ ঘুরে এগোলো তিনজন। জ্বলন্ত আস্তাবলের আগুনের প্রচণ্ড তাপে বোর্ডিংহাউসের দেয়ালের রঙ ফোসকা পড়ার মতো ফেঁপে গেছে। বোর্ডিংহাউস, স্যালুন আর পাশের স্টোরে যত খালি পাত্র ছিলো সব পানি ভর্তি করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, বাতাস সহসা গতি বদলালে আগুন ধরে যেতে পারে বোর্ডিংহাউসে, তখন পানির দর-কার হবে। প্রচণ্ড তাপের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে প্রায় সবাই বোর্ডিংহাউসে অবস্থান নিয়েছে, কিংবা আতঙ্কেও হতে পারে : ওরা হয়তো ভাবছে আশপাশেই ঘুরঘুর করছে শাইয়্যান, শিকারের আশায়!

চলার পথে জেনি উইলসনের বাড়ির দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন।

লিভারি বার্ন থেকে প্রায় একশ' ফুট দূরে ওটা, বাতাস দিক বদল না করলে আপাতত নিরাপদ।

সবার আগে জেনি উইলসনকেই দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, ওর চোখে প্রথমে উদ্বেগ এবং তারপরই স্বস্তির ছাপ দেখে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো শেরিফ; নিশ্চয়ই ওর বিপদের কথা ভেবে সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে মেয়েটা, এখন ওকে অক্ষত ফিরতে দেখে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

মাথার হ্যাট নামানোর ফুরসত পেলো না ওরা, তার আগেই চড়া গলায় প্রশ্ন করলো বিল ওয়াটলি, 'পেলে ওকে?'

অ্যাণ্ডারসনের দিকে ইশারা করলো হ্যাটফিল্ড। 'ও পেয়েছিলো।'

ডাইনিংরুমে ছিলো ক্লার্ক, এগিয়ে এলো সে। 'কি ঘটেছে?'

'আমার ঘোড়া একটা প্রেইরি-ডগ-হোলে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলো,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে যাই আমি, পা ভেঙে যাওয়ায় ওটাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। অল্পের জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে শাইয়্যান।'

'তোমরা দুজন তখন কোথায় ছিলে?' জানতে চাইলো ওয়াটলি।

ওদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললো অ্যাণ্ডারসন। শেষে মফিটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ওর প্রচেষ্টার কথাও জানালো। উপসংহারে বললো, 'ওদের সাহায্য ছাড়া ফিরে আসতে পারতাম না আমি। যাকগে,' আবার বললো সে, 'অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কোনো অঘটন ঘটেনি তো?'

মাথা নাড়লো ওয়াটলি। অ্যাণ্ডারসনের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো সাংবাদিক এজরা রেভিজ, সে জানতে চাইলো, 'লোকটার চেহারা দেখেছো?'

'স্পষ্ট দেখিনি, প্রথম যখন দেখলাম, ছয়শ' গজ দূরে ছিলো, চারশ' গজের বেশি কাছে যেতে পারিনি, তার আগেই পপাত ধরণী তল!'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'ইণ্ডিয়ানরা যেমন হয়! পরনে মোকাসিন আর নেংটি ছাড়া কিছু ছিলো না।'

'যুবক না বুড়ো?'

'যুবকই বলা যায়, অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের বয়স আন্দাজ করা কঠিন, তাছাড়া আমি তেমন কাছেও যেতে পারিনি, মাথায় পাকা চুল আছে বলে তো মনে হলো না।'

অ্যাণ্ডারসন ক্লান্ত, কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, তবু জেনিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি খেয়েছো?'

মাথা দোলালো জেনি। 'জেসের খিদে পেয়েছিলো, একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছি। অবশ্য তোমার সঙ্গেও বসবো আমরা।'

অ্যাণ্ডারসন বললো, 'দুমিনিট অপেক্ষা করো, স্যালুন থেকে একটু বিয়্যার গিলে আসি। তুমি এই ফাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করো।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো জেনি, তারপর জেসকে নিয়ে ডাইনিং-রুমে চলে গেল।

বাইরে এলো অ্যাণ্ডারসন, তপ্ত হাওয়ার ধাক্কায় চমকে উঠলো হঠাৎ, তাড়াতাড়ি স্যালুনে গিয়ে ঢুকলো ও। বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে জন শার্প, আরো কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে বারের সামনে।

হুইস্কি দিতে বললো অ্যাণ্ডারসন, একটা বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিলো শার্প। বোতলের অর্ধেক হুইস্কি গ্লাসে ঢাললো অ্যাণ্ডারসন, প্রায় এক চুমুকে শেষ করে ফেললো। জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে

তাকিয়ে আছে শার্প, কিন্তু কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার মতো মানসিক অবস্থা নেই এখন। আবার আধগ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিলো অ্যাণ্ডারসন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে এখন সারা শরীর টনটন করছে। বুকের ব্যাণ্ডেজ ঢিলে হয়ে গেছে, ক্ষত ফেটে গিয়ে ফের রক্ত ঝরছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে, ক্রমাগত ব্যথা করছে হাতটা, পতনের ফল নাকি পেকে গেছে বুঝতে পারলো না অ্যাণ্ডারসন।

এরপর আগুন জ্বলবে জেনির বাড়িতে, জানে অ্যাণ্ডারসন, ওখানে আগুন ধরানো যত কঠিনই হোক। আর মাত্র একটা কৌশল হয়তো কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারবে ও, ব্যর্থ হলে শাইয়্যানের মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না। মুখোমুখি লড়াইতে ওর পরাজয় অবধারিত, গম্ভীর হয়ে ভাবলো শেরিফ।

গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করলো অ্যাণ্ডারসন, বারের ওপর দিয়ে একটা সিকি ঠেলে দিলো শার্পের দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো, বাইরে এসে দ্রুত পায়ে বোর্ডিংহাউসে ফিরে চললো।

জেসের সঙ্গে টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে জেনি। সামনে একপ্লেট ধূমায়িত স্ট্যু। বসেই খাওয়া শুরু করে দিলো অ্যাণ্ডারসন। জেনি বললো, 'অযথা নিজেকে দোষ দিয়ো না, তোমার ঘোড়া গর্তে পড়েছে, তোমার কোনো দোষ নেই।'

'হয়তো নেই। কিন্তু, শাইয়্যানকে পাকড়াও করার দায়িত্ব ছিলো আমার ওপর, অথচ এখনো সফল হতে পারিনি। লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে যাচ্ছে লোকটা।'

'আজ তো কেউ মারা যায়নি!'

'রাত ফুরোবার এখনো ঢের বাকি!'

'আমার তো মনে হয় না আর কেউ মারা যাবে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে জেনির দিকে তাকিয়ে হাসলো অ্যাণ্ডারসন। 'আমিও সেটাই আশা করি।' খাওয়া শেষ করলো ও, হঠাৎ উপলব্ধি করলো কি পরিমাণ ক্লান্তি ভর করেছে শরীরে, বললো, 'আজ তিনদিন হয়ে গেল—তিন-তিনটা দিন!'

'দেখো, ওকে ঠিকই ধরতে পারবে তুমি, হয়তো কালই। নতুন কিছু ভেবেছো?'

তা ভেবেছে। পারসনদের হাতে দেখা শটগানগুলো কাজে লাগানোর কথা ভাবছে অ্যাণ্ডারসন। বিয়ার-ট্র্যাপ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু একটায় শাইয়্যানের ঘোড়াটা ঠিকই আটকা পড়েছিলো। জেনির বাড়িতে শটগান দুটোর সাহায্যে আবার একটা ফাঁদ বসাতে পারে সে অনায়াসে।

কাজ হবেই, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, তবে ভাবনাটা প্রকাশ করার আগে আরেকটু ভাবতে হবে।

'একটা কথা ভাবছি আমি,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'কিন্তু কাজ হবে কিনা বুঝতে পারছি না। কাল দেখি কি হয়।'

অ্যাণ্ডারসন মুখ খুলবে না বুঝতে পেরে হতাশ হলো জেনি, চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেটা। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জেনির হাত ধরলো শেরিফ, বললো, 'আমার শরীরটা পাথরের মতো শক্ত হলেও এখন আমি খুব ক্লান্ত।'

'জানি। দেখ, খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারো কিনা।'

টেবিলের ওপর খাবারের দাম রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। পারলারে এসে একটা সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ওর সামনে বসলো জেস আর জেনি, স্টেজে আসা একটা সাপ্তাহিকের পাতায় চোখ বোলাতে লাগলো মেয়েটা। চোখ বন্ধ করলো অ্যাণ্ডার-

সন, তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। আবার যখন চোখ মেলে তাকালো, দেখলো অন্ধকারে ডুবে আছে পারলার, জেনি আর জেস চলে গেছে।

উঠে সামনের জানালায় গেল অ্যাণ্ডারসন, পর্দাটা একপাশে সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলো।

অন্ধকার। রাস্তার উল্টোদিকে আস্তাবলের জায়গায় এখন শুধু জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ, দেয়ালের এপাশেও আঁচ লাগছে। বোর্ডিংহাউস পারলার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, গরমেই ভেঙে গেছে ওর ঘুম।

দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো সে। বেশ হাওয়া বইছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়লার বিকিরিত তাপে বাইরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়লো।

অ্যাণ্ডারসন ভাবলো, শাইয়্যান বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে, অন্তত আজ রাতের মতো। রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো সে। স্যালুন আর স্টোর পেরিয়ে ঘোড়াগুলো যেখানে বাঁধা আছে সেখানে এলো। ডিক্সন আর পারসনকে কোথাও দেখা গেল না। ঘুমাতে গেছে হয়তো, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন।

শান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়াগুলো।

বোর্ডিংহাউসে ফিরে এলো শেরিফ, ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়লো আবার। দেয়াল ঘড়িতে দেখলো তিনটা বেজে পাঁচ মিনিট।

খানিক পর পর ঝিমুনি আসছে ওর। যতবার ঘুম ভাঙলো, শটগান দিয়ে ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করার চেষ্টা করলো।

ছোট ছোট কয়েকটা পুলি জোগাড় করবে ওরা। জেনির বাড়ির সামনে দুদিকের দুই কোণে দড়ি বেঁধে বাড়ির সামনে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধবে, শটগান দুটো বসানো হবে বাড়ির দুই কোণে দড়ি বরা-

বর বুক সমান উচ্চতায়, এ-অবস্থায় কেউ দড়ির সঙ্গে হোঁচট খেলেই সোজা বুকে গিয়ে লাগবে বাকশট। ইণ্ডিয়ানের রক্ষা পাওয়ার একটাই সম্ভাবনা আছে : যদি চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসে সে, তবু ছররার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, চোট পাবেই।

হ্যাঁ, কাজ হতে পারে। ইঁদুর থেকে ভালুক পর্যন্ত যে-কোনো জানোয়ার ফাঁদে ফেলে ধরা যায়, মানুষ ব্যতিক্রম হবে কেন।

কাল দিনের আলোয় সব প্রস্তুতি সেরে রাখবে ওরা, তবে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত লোড করবে না শটগানগুলো। গোলা ভরার পর জেসের দিকে কড়া নজর রাখতে বলতে হবে জেনিকে, নইলে দড়ির ওপর গিয়ে পড়ে শাইয়্যানের বদলে মারা পড়বে ছেলেটা।

কয়েকমুহূর্ত জেনির কথা ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। ওর কৌশলটা জেনির মনঃপূত হবে না, নিজের বাড়িতে এমন ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতার কথা কারো পছন্দ হবার কথাও নয়। জেস ওই বাড়িতে গিয়েছিলো একবার, কথাটা বারবার মনে পড়বে তার, আবার যদি কোনো খেলনা আনার জন্যে ওভাবে বেরিয়ে যায় ও?

এইসব কথা ভাবতে চায় না অ্যাণ্ডারসন, জেসকে সে পছন্দ করে, জানে ওর কারণে জেসের কোনো ক্ষতি হলে জেনির সঙ্গে ইতি ঘটবে ওর সম্পর্কের।

আকাশের ধূসর আলো স্পষ্ট করে তুলছে জানালাগুলো। সিঁড়িতে কাঠের ককানোর আওয়াজ শোনা গেল। অ্যাণ্ডারসন তাকিয়ে দেখলো সাংবাদিক এজরা রেভিজ নেমে আসছে।

'যা হোক,' বললো রেভিজ, 'কাল কাউকে মরতে হয়নি।'

উঠে বসলো অ্যাণ্ডারসন। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো রেভিজ, জরিপ করলো অ্যাণ্ডারসনকে। 'এবার কি করার কথা ভাবছো?'

'আরেকটা ফাঁদ পাতার চেষ্টা করবো।'

'কি রকম?'

জানালো অ্যাণ্ডারসন।

'কাজ না হলে?' জানতে চাইলো রেভিজ।

'তখন একাই ওকে ধরতে বেরিয়ে পড়বো।'

অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো জবাবটা নেড়েচেড়ে দেখছে এজরা রেভিজ। সাংবাদিক ধরে নিয়েছে লড়াইতে হেরে যাবে শেরিফ, এবং মারা পড়বে; ওর মৃত্যুর পর রেভিজসহ শহরবাসীদের বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না, চুপচাপ বসে মৃত্যু-প্রহর গুণতে হবে। এই প্রথমবারের মতো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো রেভিজ।

অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'এখনো কি খবরটা ছাপানোর কথা ভাবছো?'

বোর্ডিংহাউস পারলার আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সাংবাদিকের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন।

অসহায় ভঙ্গিতে হাসলো রেভিজ, জবাবে বললো, 'হ্যাঁ, তবে একটু ভিন্নভাবে। প্রথম যেমন ভেবেছিলাম, এখন আর আমার মনে হয় না ইয়েলোহর্সবাসীরা এইরকম নিপীড়নের স্বীকার হওয়ার মতো কিছু করেছে। বাচ্চাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা না নেয়াটা অন্যায় হয়েছে বটে, কিন্তু সেটার কারণ বোঝা যায়: টেরিটোরিয়াল সরকার যদি সার্কাস-মালিকের ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদুটোর মালিকানার ব্যাপারে প্রশ্ন না তোলে এখানকার লোকজন আপত্তি জানাবে কোন্ যুক্তিতে? তারপরও তো মিসেস উইলসন ওদের উদ্ধার করেছিলো, বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলো সাধ্যমতো।'

'এ-কথা জানিয়েছো কাউকে?'

মাথা দোলালো রেভিজ, একইরকম বিষণ্ণ হাসি হেসে বললো, 'তুমি জানো না এসব বলার পর আমার প্রতি সবার আচরণ কেমন বদলে গেছে!'

উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, সামনের দরজা খুললো। এখনো তাপ ছড়াচ্ছে কয়লা, তবে বেশির ভাগ জ্বলন্ত কয়লা এখন ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে গেছে, রাতের মতো অত আঁচ নেই।

আকাশে মেঘের গায়ে উদীয়মান সূর্যের আভা। দক্ষিণ থেকে ভেসে আসছে বাতাস, ঠাণ্ডা, টাটকা।

জেনি উইলসনের বাড়ির দিকে তাকালো অ্যাণ্ডারসন। হঠাৎ কি ভেবে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। ওকে অনুসরণ করলো রেভিজ।

বাড়িটার কোণগুলোয় গাছের কাণ্ডের প্রান্ত বেরিয়ে আছে, এক-টার ওপর একটা, শটগান দুটো বসানো কোনো সমস্যা হবে না। এ-বাড়ির কোনো পেছন-দরজা নেই, আগুন ধরাতে হলে সামনে দিয়েই ঢুকতে হবে শাইয়্যানকে।

ফাঁদ বসানোর কাজটা কঠিন নয়, কিন্তু অ্যাণ্ডারসনের কেন যেন মনে হচ্ছে শাইয়্যান ঠিকই ফাঁদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে, ধরা দেবে না; অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে। ইণ্ডিয়ান যদি এবার ধরা না পড়ে—ছাই হয়ে যাবে জেনির বাড়ি। তারপর ওকে মুখোমুখি হতে হবে শাইয়্যানের। কথাটা মনে হতেই বুকটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল ওর। মনে মনে স্বীকার করলো, জীবনে আর কখনো এত ভয় সে পায়নি।

উনিশ

সকালে জেনি আর জেসকে নিয়ে ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে নাশতা সারলো ডিন অ্যাণ্ডারসন। ওর পরিকল্পনার কথা ইতিমধ্যে শহরবাসীদের জানিয়েছে। একবাক্যে সায় দিয়েছে সবাই। ফাঁদ পাতার কাজে সাহায্য লাগবে, তাই লুইস ক্লার্ক, রাতেই ফিরেছে সে, আর বিল ওয়াটলিকে বেছে নিয়েছে অ্যাণ্ডারসন। ক্লার্ক যে-কোনো কাজই সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে পারে, আর ওয়াটলি এ-শহরের কামার, যে-কোনো আকারের ব্র্যাকেট অথবা ক্ল্যাম্প-এর প্রয়োজন মেটাতে পারবে—ফাঁদ বসানোর জন্যে লাগবে।

নাশতার পুরো সময়টুকু ওকে জরিপ করে চললো জেনি, ওর চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ, অবশেষে সন্দিহান কণ্ঠে বললো, 'ডিন, সত্যি কি কাজ হবে?'

হাসলো অ্যাণ্ডারসন, মনে মনে প্রার্থনা করলো, ও ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের আশঙ্কা করছে সেটা যেন চেহারায় না ফোটে। ফাঁদটা হয়তো কাজ দিতেও পারে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, তাহলে আর ওকে শাইয়্যানের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে না।

'আশা তো করি,' অবশেষে বললো সে, 'না হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।'

'লোকটা যদি দড়ি দেখে ফেলে ?'

'যাতে না দেখে সেই ব্যবস্থা নেবো—কালি মাখাবো।'

ভীত চেহারায় অ্যাণ্ডারসনের চেহারা জরিপ করলো জেনি। 'এখন থেকে এক সপ্তাহ আগে হলেও কাজটাকে অমানবিক বলতাম আমি।'

'অমানবিক তো বটেই,' স্বীকার করলো অ্যাণ্ডারসন, 'কিন্তু এটা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা—উপায় নেই।' জেসের দিকে একবার তাকালো, তারপর আবার বললো, 'শোনো, ফাঁদ বসাবার পর থেকে জেসকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে, আবার কোনো খেলনা-টেলনা আনার জন্যে বেরিয়ে পড়লে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।'

কথাটা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেনির চেহারা, তবু জোরগলায় বললো, 'আমার হাতছাড়া হতে দিচ্ছি না ওকে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন। 'যাই, পরে আবার কথা হবে।'

'আমরা দেখতে গেলে অসুবিধা আছে ?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'আছে। এখন হয়তো শহর থেকে বহুদূরে আছে শাইয়্যান, কিন্তু খোদা না করুন, যদি আশপাশে থাকে, আমি চাই না তোমার বাড়ির সামনে একটা জটলা জমে উঠতে দেখে ফেলুক সে। জটলা দেখলে কোথাও গড়বড় আছে বুঝে যাবে শয়তানটা।'

অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় বেরিয়ে এলো জেনি। জেসের হাতে এখনো সেই খেলনা-ট্রেন, বারান্দার ধারে মাটিতে বসে খেলতে লেগে গেল সে। অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে জেনির বাড়ির দিকে এগোলো ক্লার্ক আর ওয়াটলি, ওদের হাতে পারসনদের

সেই শটগান দুটো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্ত চষে ফেললো অ্যাণ্ডারসন। কিছু চোখে পড়লো না, অবশ্য আশাও করেনি। আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, ভাবলো সে, হওয়াই স্বাভাবিক। এটাই ওর শেষ কৌশল, কায়মনোবাক্যে চাইছে যেন কাজ হয়।

নিজের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলো অ্যাণ্ডারসন। জীবনে আর কখনো এতটা আতঙ্কিত হয়নি সে, বহুবার ভয় পেয়েছে, অস্বীকার করে না; যুদ্ধক্ষেত্রে ভয় পায় না একমাত্র নির্বোধ, এবং অ্যাণ্ডারসন নির্বোধ নয়; তবে শাইয়্যানকে যেমন ভয় লাগছে এরকম ভয় আর কাউকে পায়নি।

আতঙ্কিত হওয়ার কারণ বোঝার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন, বুঝতে চাইলো এত ভয় কেন পাচ্ছে। কারণ, শাইয়্যানটা মোটেই মানুষ নয়, প্রেতাত্মা; অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়, ভড়কে দেয়ার সুযোগ পায় শিকারকে; শুধু তাই নয়, অসম্ভব বুনো লোকটা, শাদাদের বিরুদ্ধে তার অন্তরে রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা, এই ঘৃণাই হিংস্র খুনীতে পরিণত করেছে তাকে। এই শহরের প্রতিটি মানুষকে সে ঘৃণা করে।

জেনির বাড়ির একটা কোণ থেকে অ্যাণ্ডারসনকে ডাকলো ওয়াটলি, শেরিফ কাছে যেতেই বুক সমান উচ্চতায় বসানো একটা কাণ্ডের বেরিয়ে থাকা প্রান্তের দিকে ইশারা করলো। 'এখানে একটা শটগান বসানো যায়—কুঁদোটা এমনভাবে বসাতে হবে যাতে এই কোনাকুনি অবস্থানে থাকে ব্যারেল।' হাতের ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করলো সে।

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'এজন্যে কি ধরনের ব্র্যাকেট লাগবে

তুমিই ভালো বোঝো, যাও, বানিয়ে নিয়ে এসো, ওগুলো যেন মজবুত হয়, ইণ্ডিয়ানটা যত জোরেই আছাড় খাক না কেন শটগানগুলো যেন ছিটকে না পড়ে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো ওয়াটলি, শটগান দুটো সঙ্গে নিয়ে তার কামারশালার উদ্দেশে এগোলো।

কুপারের স্টোরে গিয়ে ঢুকলো অ্যাণ্ডারসন। ভেতরে জিনিসপত্র ঝাড়পোছ, ইত্যাদি টুকটাক কাজ করছিলো মিসেস কুপার। কিন্তু শেরিফ জানে, আসলে কাজে ডুবে থেকে স্বামী হারানোর শোক ভুলে থাকার চেষ্টা করছে মহিলা।

'আমার কিছু দড়ি লাগবে, মিসেস কুপার,' বললো অ্যাণ্ডারসন।

ওকে একটা কাউন্টারের কাছে নিয়ে এলো মিসেস কুপার। কাউন্টারের ওপর অনেকগুলো ফোকর, ওগুলো দিয়ে নানা মাপের দড়ির প্রান্ত বের হয়ে আছে, কয়েলগুলো কাউন্টারের নিচে, তাকের ওপর; কাউন্টারের কিনারে দৈর্ঘ্য মাপার জন্যে দাগ কাটা রয়েছে, দেখতে পেলো শেরিফ। পোয়া ইঞ্চি পুরু মজবুত একটা দড়ি বেছে নিলো অ্যাণ্ডারসন, টান পড়লে বাড়বে না। প্রায় দেড়শ' ফুট দড়ি মেপে নিলো অ্যাণ্ডারসন, দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো। রাস্তার উল্টোদিকে লিভারি আস্তাবলের ছাই এখনো গরম, ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠছে। একটুকরো পোড়া কাঠ খুঁজে বের করলো শেরিফ, তারপর ওটা দিয়ে ঘষে ঘষে কালো করে ফেললো দড়িটার আগা-গোড়া। কয়লা মাখানো দড়ি হাতে জেনি উইলসনের বাড়ির দিকে এগোলো সে।

একটা ইস্পাতের ক্রো-বার জোগাড় করেছে লুইস ক্লার্ক, শক্ত মাটিতে ওটা পোঁতার জন্যে হাতুড়িও এনেছে। রোদের আলোয় বসে

পড়লো ওরা, অপেক্ষা করতে লাগলো ওয়াটলির ফেরত আসার। অ্যাণ্ডারসনের উদ্দেশে একটা সিগার বাড়িয়ে দিলো ক্লার্ক। সিগার ধরিয়ে টানতে লাগলো দুজন।

ক্লার্ক জানতে চাইলো, 'এবার কি কাজ হবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাণ্ডারসন। 'আশা তো করি। ব্যাটা যদি ঘোড়ায় চেপে না এগোয়, সেক্ষেত্রেও পায়ে গুলি লাগা উচিত।'

'কিন্তু কাজ না হলে?'

'আমি আর কিছু জানি না।' মিথ্যে কথা। জানে অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু শটগান-ফাঁদ ব্যর্থ হলে সে কি করবে ভেবেছে সেসব এখন আলোচনা করে কাজ নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এলো ওয়াটলি, হাতে শটগান দুটোর সঙ্গে ইস্পাতের গোটাকতক ব্র্যাকেট আর একটা ছোট হাতুড়ি, কয়েকটা গজালও রয়েছে। ওরা তিনজন একসঙ্গে বাড়িটার এককোণে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অ্যাণ্ডারসনের হাতে শটগান দিলো ওয়াটলি ব্র্যাকেট বসানোর কাজ শুরু করলো সে, অপেক্ষা করতে লাগলো শেরিফরা। অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করছে ওয়াটলি, অবশেষে অ্যাণ্ডারসন জানতে চাইলো, 'কাজটা করতে কি খুব খারাপ লাগছে?'

মাথা দোলালো ওয়াটলি। 'নিজেকে ধর্মযাজক মনে করি আমি, জীবনের কথা বলে বেড়াই, অথচ এখন আমিই আরেকজন মানুষের জীবন কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করছি।'

'চ'রজনকে খুন করেছে ওই লোকটা,' বললো অ্যাণ্ডারসন, 'আমরা ঠেকাতে না পারলে আরো আটজনকে খুন করতেও বাধবে না তার।'

'জানি। অনেক সময় যুক্তি দিয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়া যায়

না। আসলে আমরা ভুল করছি।'

এ-নিয়ে আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছা হলো না অ্যাণ্ডারসনের। ও যত কিছুই বলুক ওয়াটলির মনস্তাপ কমবে না। এইসব দুশ্চিন্তা থেকে ওকে বিরত রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশেষে জায়গামতো বসানো হলো শটগান। বাড়ির সামনে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, এখান থেকে সরাসরি শটগানের মাজ্‌ল্‌ দেখা যায়। একটু উবু হয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলো সে, ঠিক মতোই বসানো হয়েছে অস্ত্রটা। ওয়াটলি আর ক্লার্ক অপর শটগানটা বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এদিকে দুটো পুলি বসালো অ্যাণ্ডারসন, যাতে প্রথম শটগানের ট্রিগারের সঙ্গে আট-কানো দড়ি মাটির আট ইঞ্চি ওপরে থাকে, পুলির ভেতর দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে বের করে আনলো সে। ক্লার্ক আর ওয়াটলি অপর শটগানটা বসানোর পর ওটার ট্রিগারের সঙ্গেও একইভাবে দড়ি বাঁধলো অ্যাণ্ডারসন, আরেকটা পুলির ভেতর দিয়ে বের করে আনলো দড়ির প্রান্ত।

এবার বাড়ির সামনে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করলো সে যেখান থেকে দুটো শটগানেরই ব্যারেল চোখে পড়ে। দুটো অস্ত্রই ওর দিকে তাক করা। এখানে ক্লার্ককে ক্রো-বার পোঁতার জন্যে বললো অ্যাণ্ডারসন, ওটাই খুঁটি হিসাবে কাজ করবে। ক্রো-বার বসানোর পর, যাতে আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে পড়ার মতো চাপ না পড়ে, সাবধানে দড়ির প্রান্ত টান করে বেঁধে ফেললো ওটার সঙ্গে।

পরখ করে দেখার জন্যে শটগানগুলোর কাছে গিয়ে 'কক' করলো। দেখা গেল দড়িতে সামান্য চাপ পড়তেই টান পড়ছে ট্রিগারে। কুকুর কিংবা বিড়াল হোঁচট খেতে পারে দড়ির সঙ্গে, ভাবলো অ্যাণ্ডারসন,

সঙ্গে সঙ্গে গোলা বেরিয়ে আসবে তাহলে। তবে অন্ধকারে দড়িটা ঠিকই দেখতে পাবে বিড়াল, টপকে যাবে। অ্যাণ্ডারসন বললো, 'সবাইকে বলে দিই, যাদের কুকুর আছে তারা যেন ওগুলো বেঁধে রাখে। কুকুর-বেড়াল হোঁচট খেয়ে ফাঁদটা বরবাদ করে দিক, চাই না। বাচ্চাদের যেন সন্ধ্যার পর বাইরে আসতে না দেয়, তা-ও বলে দিতে হবে।'

শহরে ছেড়ে দেয়া কোনো ঘোড়া নেই, আর আশপাশে গরুবাছুরও নেই। সুতরাং দুর্ঘটানাবশত দড়িতে টান পড়ার আশঙ্কা থাকছে না।

জেলভবনের নিজের অফিসের দিকে এগোলো অ্যাণ্ডারসন, হাতুড়ি হাতে ওকে অনুসরণ করলো ক্লার্ক। যন্ত্রপাতি হাতে কামারশালার উদ্দেশে পা চালালো বিল ওয়াটলি।

বোর্ডিংহাউসে ঢুকে পড়লো ক্লার্ক।

অফিসে এসে দরজা আটকে দিলো অ্যাণ্ডারসন, কিছুটা উত্তেজিত, অস্থির হয়ে আছে। নিজেকে শান্ত করার জন্যে ঘরময় পায়চারি শুরু করলো সে। বিয়্যার-ট্র্যাপ বসানোর পর অসম্ভব খেপে গিয়েছিলো শাইয়্যান, কোরালের প্রত্যেকটা ঘোড়া জবাই করেছে সে প্রতিশোধ নিতে। এবারের ফাঁদও যদি ব্যর্থ হয়, যদি মারা যাবার বদলে আহত হয় লোকটা, আরো হিংস্র হয়ে উঠবে, ধ্বংস করে ছাড়বে গোটা শহরটা।

কিন্তু এবার হয়তো ব্যর্থ হবে না ফাঁদটা। বাকশট হতচ্ছাড়া ইণ্ডিয়ানের মাথাটা উড়িয়ে দেবে হয়তো, মারা যাবে সে, একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাবে ইয়েলোহর্সবাসীরা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে আবার।

ডেস্কের পেছনে এসে বসলো অ্যাণ্ডারসন, ড্রয়ার থেকে সিগার

বের করে ধরালো। ধোঁয়ায় নীল হয়ে গেল কামরা, হঠাৎ খেয়াল হলো অস্বাভাবিক দ্রুত সিগার টানছে সে।

বিষণ্ণ হাসলো অ্যাণ্ডারসন। নিজেকে শান্ত করতে হবে, ভাবলো, আজ রাতে এরকম অস্থির হয়ে থাকলে শেষাবধি যদি শাইয়্যানের পিছু নিতে হয়, তখন আর সশরীরে ফেরার এতটুকু আশা থাকবে না, স্থির অবস্থায় বাঁচার ক্ষীণ হলেও একটা আশা আছে।

ভেতরে ঢুকলো জেনি উইলসন, দরজা আটকে এগিয়ে এসে অ্যাণ্ডারসনের সামনে পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ অ্যাণ্ডারসনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে, কোমল দৃষ্টি, হাসি নেই মুখে। অবশেষে বললো, 'এটাই আমাদের শেষ চেষ্টা, তাই না?'

মিথ্যে বলবে কিনা ভাবলো অ্যাণ্ডারসন, পরক্ষণে মত পাল্টালো, মাথা দোলালো সে।

'যদি কাজ না হয়, কি করবে তাহলে?'

'ওর পিছু নেবো, এছাড়া কিছু করার নেই।'

'কাউকে নেবে না সঙ্গে? একাই যাবে?'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'দুতিনজনের ওপর হামলা চালাবে না সে, একা কাউকে পেতে চাইবে, ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। শাই-য়্যানের হাতে অফুরন্ত সময়, অনির্দিষ্টকাল বসে থাকতে পারবে সে।'

'কিন্তু আমরা পারবো না।'

'ঠিক। তোমার বাড়িটা বাদ দিলে আর মোটে দুটো বড় দালান রয়েছে এ-শহরে—স্টোর আর বোর্ডিংহাউস। যে-কোনো একটায় যদি শাইয়্যান আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, দুটোই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে সবাইকে, আশ্রয় নেয়ার মতো কিছুই থাকবে না।'

'সুতরাং যা করার আজ রাতেই করতে হবে!'

মাথা দোলালো অ্যাণ্ডারসন। 'ফাঁদ ব্যর্থ হলে কিংবা শাইয়্যান স্রেফ আহত হলে আরো খেপে যাবে সে, তার ঘোড়া বিয়্যার-ট্র্যাপে আটকা পড়ার পর যতটা খেপেছিলো তার চেয়ে বেশি। আমার আশঙ্কা, তখন তোমার বাড়ি রেখে স্টোর কিংবা বোর্ডিংহাউসেই আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'আজ সারারাত যদি জাগতে হয়,' বললো জেনি, 'এখন তাহলে একটু ঘুমিয়ে নাও না!'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো অ্যাণ্ডারসন। দরজার দিকে এগোলো জেনি, ওকে এগিয়ে দিলো অ্যাণ্ডারসন। 'কাল সব ঝামেলা চুকে যাবে,' বললো সে, 'তারপর একটা রিগ নিয়ে পুয়েবলো চলে যাবো আমরা, বিয়েটা সেরে সপ্তাহখানেক বেড়িয়ে আসবো, ঠিক আছে?'

'মিঃ ওয়াটলি ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না।'

'ওয়াটলি তো সত্যি সত্যি পাদ্রি নয়! যদিও এখানে বেশ কয়েকটা বিয়ে পড়িয়েছে সে, কিন্তু ওগুলো জায়েজ কিনা বুঝবো কিভাবে!'

হাসলো জেনি, 'তুমি দেখছি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নও? আমারও একই কথা—ঝুঁকি নেবো না—অন্তত এই একটা ব্যাপারে!' বেরিয়ে গেল জেনি। দরজা আটকালো অ্যাণ্ডারসন, তারপর কাউচের দিকে এগিয়ে গেল।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দ্রুত উঠে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, বেশ কয়েকটা দশ-গেজি বাকশট বের করে নিলো ড্রয়ার থেকে; তারপর বাইরে এসে তালা আটকালো দরজায়, দ্রুত পায়ে এগোলো জেনি উইলসনের বাড়ির দিকে। সাবধানে দড়ি টপকালো ও, তারপর সিঁড়ির ওপর বসে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অপেক্ষা করতে

লাগলো।

খুব ধীরে, মনে হলো অ্যাণ্ডারসনের, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। একটু পর লিভারি আস্তাবলের ধ্বংসস্তূপের ওপাশের কোরালটাও আর দেখা গেল না। উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, ধীর পদক্ষেপে সাবধানে এগোলো সে, যাতে দড়িতে পা বেঁধে না যায়, জানে, কোথায় আছে, তবু ছুঁয়ে নিশ্চিত হয়ে টপকাতে চায়। দড়ি টপকালো অ্যাণ্ডারসন, এগিয়ে গেল ঘরের এক কোণে, শটগানে 'বাকশট' ভরে 'কক' করলো।

কোনোরকম ঝুঁকি নিলো না এবার সে, বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে অন্য শটগানের কাছে এলো, বাকশট ভরে কক করলো এটাও। কাজ শেষ হলে বাড়িটার চারদিকে লম্বা এক চক্কর দিলো, তারপর পা বাড়ালো বোর্ডিংহাউসের দিকে।

শহরের প্রায় সবাই এখন বোর্ডিংহাউসের পারলারে সমবেত হয়েছে। ছ-সাতজন একসঙ্গে জানতে চাইলো ফাঁদ বসানো হয়েছে কিনা, হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলো অ্যাণ্ডারসন। কয়েকজন জিজ্ঞেস করলো শাইয়্যানের ঘায়েল হতে কতক্ষণ লাগতে পারে, জবাব দিতে পারলো না ও। শাইয়্যান আজ রাতে জেনির ঘরেই আগুন ধরাতে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, স্যালুন কিংবা বোর্ডিংহাউসেই আগুন ধরিয়ে বসতে পারে!

তেমন কিছু যদি ঘটে যায়, এই আশঙ্কায় সশস্ত্র লোকদের বোর্ডিং-হাউস আর স্যালুনের সামনে-পেছনে পাহারা দিতে পাঠিয়ে দিলো অ্যাণ্ডারসন, ওদের বললো আগুন না দেখলে যেন গুলি না করে।

ডাইনিংরুমে ডিনার সার্ভ করছে মিসেস ফোর্ড। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন অস্থির, খাওয়ার রুচি হলো না ওর। মদ খেতে পারলে হতো, কিন্তু ড্রিঙ্ক করে এখন চিন্তাশক্তি ঘোলা করে ফেলতে চায় না। শেষে আর

কিছু না পেয়ে পায়চারি শুরু করলো সে। একসময় ওয়াটলি জোর করে থামালো ওকে।

হাসলো অ্যাণ্ডারসন, দরজার পাশে এসে কান খাড়া করে দাঁড়ালো, প্রয়োজন নেই যদিও, জেনির বাড়ির ওখানে শটগানের গুলি হলে শহরের যে-কোনো জায়গা থেকেই স্পষ্ট শোনা যাবে আওয়াজ।

আচমকা গুলির প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো সবাই। মনে মনে তৈরি ছিলো অ্যাণ্ডারসন, তবু, যেন ওকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে, এমনিভাবে কেঁপে উঠলো। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলেই ঝড়ের বেগে দৌড় লাগালো রাস্তার উল্টোদিকে।

স্যালুন থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছে দুজন। অন্ধকারে ওদের আবছা অবয়ব দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, চিনতে পারলো না কাউকে, চিৎকার করে উঠলো সে, 'যেয়ো না। অন্য শটগানটা এখনো লোডেড!'

শুনলেও থামলো না ওরা। পেছনে আলোর আভাস পেলো শেরিফ, বুঝলো কেউ একজন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে।

সহসা অন্য শটগানটাও গর্জে উঠলো, প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লাগার অবস্থা হলো অ্যাণ্ডারসনের।

আর্তনাদ করে উঠলো কে যেন।

আরো জোরে দৌড়ুলো অ্যাণ্ডারসন, জানে শাইয়্যান হয়তো মারা যায়নি, সে আহত হয়ে থাকলে পালিয়ে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে।

যেভাবে হোক।

বিশ

জেনি উইলসনের বাড়ির পঁচিশ ফুট দূরে এসেই কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেলো অ্যাণ্ডারসন, হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, দ্রুত সামলে নিলো, পরক্ষণে চট করে সরে গেল একপাশে, আক্রমণ চালানোর জন্যে রাইফেল প্রস্তুত। কিন্তু শাইয়্যানের গায়ে হুমড়ি খায়নি অ্যাণ্ডারসন, শহরেরই লোক, শেরিফের পায়ের খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠলো সে। সম্ভবত হ্যাটফিল্ড, ভাবলো শেরিফ, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলো না। লোকটাকে চিনতে গিয়ে আর সময় নষ্ট করলো না ও, একলাফে উঠে দাঁড়ালো, ইণ্ডিয়ানের মোকাবিলা করবে বলে তৈরি, লোকটা আহত হলে সে-ই আগে হামলা চালাবে।

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। হ্যাটফিল্ডের সঙ্গী তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় লেগেছে, ম্যাক্স?'

'পিঠে। খোদা, আগুনের মতো জ্বলছে!'

গলা শুনে অপরজনকে চিনতে পারলো অ্যাণ্ডারসন, জ্যাক মফিট।

'ওকে বোর্ডিংহাউসে নিয়ে যেতে হবে,' বললো মফিট, 'আমাকে সাহায্য করো।'

ওর কথায় কান দিলো না অ্যাণ্ডারসন। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না—ফাঁদের অন্য

দড়িটার কাছাকাছি হুমড়ি খেয়ে পড়া কোনো মানুষের অবয়ব কিংবা ঘাপটি মেরে থাকা শাইয়্যান—কিচ্ছু না। আপনমনে রাগত কণ্ঠে খিস্তি করলো অ্যাণ্ডারসন। যেভাবেই হোক—শেরিফের মাথায় আসছে না কি করে ঘটলো ব্যাপারটা—শটগানের গোলা থেকে বেঁচে গেছে শাইয়্যান।

লণ্ঠন নিয়ে ওয়াটলিসহ আরো কয়েকজন হাজির হলো। তাদের দুজনের সাহায্যে হ্যাটফিল্ডকে বোর্ডিংহাউসে নেয়ার ব্যবস্থা করলো মফিট। ওয়াটলির হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে অপর দড়ির দিকে এগোলো অ্যাণ্ডারসন, রক্তের দাগ খুঁজছে।

দড়ির সীমানার ভেতর দিকে শাইয়্যানের পতনের জায়গাটা দেখতে পেলো অ্যাণ্ডারসন। ধুলায় আছড়ে পড়েছিলো সে, হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছে। পতন ঠেকাতে নিশ্চয়ই সামনে হাত ছড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক ফোঁটা রক্তও চোখে পড়লো।

স্বস্তির সঙ্গে হাঁপ ছাড়লো অ্যাণ্ডারসন। ফাঁদটা একেবারে বিফলে যায়নি। চোট পেয়েছে ইণ্ডিয়ান, কিন্তু আঘাতটা কতখানি মারাত্মক কে জানে! বাকশটের ক্ষতে খুব বেশি রক্তপাত হয় না।

হিসাবে গলদ রয়ে গেছে, এবার বুঝতে পারলো অ্যাণ্ডারসন, ফাঁদ বসানোর সময় গতির কথা মনে রাখেনি। শাইয়্যান আর হ্যাটফিল্ড দুজনই দ্রুত এগিয়েছে, সেজন্যেই বেঁচে গেছে ওরা, যদিও গোলার আঘাত এড়াতে পারেনি।

অ্যাণ্ডারসনের কনুইয়ের কাছে এসে ওয়াটলি বললো, 'ব্যাটা পালিয়েছে, না?'

'হ্যাঁ,' বললো অ্যাণ্ডারসন। 'এখন সবাইকে নিয়ে বোর্ডিংহাউসে ফিরে যাও তুমি। দুটো দালানের সামনে-পেছনে পাহারা বসাও।

চোট পেয়েছে শাইয়্যান, উস্কে দেয়া র‍্যাটল সাপের মতো খেপে থাকবে এখন। যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে। একটা কিছু সে করবেই। জলদি, এখুনি যাও, লোকটা সামলে ওঠার আগেই।'

'তুমি কি করতে যাচ্ছো?'

'ওকে পাকড়াও করতে।'

'অসম্ভব! আরে...'

'আমাকে হয়তো হত্যা করবে, কিন্তু মরার আগে ওকে খতম করবো আমি।'

ইতস্তত করলো ওয়াটলি। অধৈর্য হয়ে উঠলো অ্যাণ্ডারসন। 'যাও! জলদি!'

বিড়বিড় করে ওয়াটলি বললো, 'গুড লাক,' তারপর হ্যাটফিল্ডকে যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের পিছন পিছন বোর্ডিংহাউসের দিকে পা বাড়ালো। প্রতিবার ঝাঁকি লাগতেই গুঙিয়ে উঠছে হ্যাটফিল্ড। বাকিরাও এগিয়ে যাচ্ছে বোর্ডিংহাউসের দিকে। ওখানে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে জেনি, দেখলো অ্যাণ্ডারসন, চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো, এখন অন্যদিকে মন দিলে হামলা করে বসবে শাইয়্যান, ওকে হত্যা করে আবার পালাবে। বোর্ডিংহাউসের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, কিন্তু কথাগুলো বুঝলো না অ্যাণ্ডারসন, বোঝার চেষ্টাও করলো না।

লণ্ঠন নেই, চারদিকে এখন অন্ধকার, ওকে যেন গিলে নিতে চাইছে। আকাশে হালকা মেঘে ঢাকা পড়েছে তারা, তবু মেঘের ওপাশ থেকে পিছলে আসা ফিকে আলোয় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকা দালান-কোঠা চোখে পড়ে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন, দুহাতে ধরে আছে রাইফেল,

প্রয়োজনে গুলি করবে কিংবা লাঠি চালানোর কায়দায় ঘোরাবে সপাটে। সমস্ত মনোযোগ এক করে শোনার চেষ্টা করলো অ্যাণ্ডারসন, বাতাসের হু-হু হাহাকার আর নুয়ে পড়া ঘাসের সড়সড় শব্দ ছাড়া কিছু কানে এলো না।

হয়তো, ভাবলো শেরিফ, ভালোমতোই চোট পেয়েছে শাইয়্যান, আরো খেপে গেছে সে, সুতরাং এখন আর নিঃশব্দে আসার কথা ভাববে না, বেপরোয়া হয়ে উঠবে। অ্যাণ্ডারসন এখানে, জানে সে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থেকে নজর রেখেছিলো, ও রয়ে গেছে, এটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আড়াল ছেড়ে ঠিকই বেরিয়ে আসবে ইণ্ডিয়ান। এই মুহূর্তে আসছে হয়তো, কে জানে! কথাটা ভাবতেই আতঙ্কের হিমস্রোত বয়ে গেল ওর সারা শরীরে, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

আচমকা বোর্ডিংহাউসের দিক থেকে মৃদু খসখস শব্দ ভেসে এলো। সাঁই করে সেদিকে ঘুরলো অ্যাণ্ডারসন, চোখ কুঁচকে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করলো, কিছু দেখা গেল না। অপেক্ষা করবে, সাহসে কুলালো না ওর। এক লাফে দ্রুত জায়গা বদল করলো, শব্দ গোপন করার চেষ্টা চালালো না; প্রাণ বাঁচাতে দ্রুত অবস্থান বদলানো ছাড়া উপায় নেই।

এবার উল্টোদিকে সড়সড় শব্দ উঠলো ঘাসে, এটা বাতাসের শব্দ নয়। তাহলে কিসের? ভাবলো অ্যাণ্ডারসন। মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার সরে গেল। আদৌ কোনো শব্দ হয়েছে? নাকি মনের ভুল? ও সরে আসার সময় কোনো পাথর স্থানচ্যুত হয়েছে, তারই গড়ানোর শব্দ? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসনের মনে। দুজন নয়তো শত্রু? গায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো ওর। হ্যাঁ,

তাই হবে। একজন বোর্ডিংহাউসের দিকে, আরেকজন জেনির বাড়ির দিকে।

প্রথম ইণ্ডিয়ান-হামলার পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত এই সম্ভাবনার কথা একবারের জন্যেও ভাবেনি অ্যাণ্ডারসন। কল্পনাও করেনি ইণ্ডিয়ান দুজন থাকতে পারে। কোনোবারই একাধিক ট্রেইল চোখে পড়েনি ওদের। একজনকে দেখেছে বারবার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একাধিক লোক থাকতে পারে না, নিশ্চয়ই আলাদাভাবে এসেছে।

সব কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ভেবে হতাশায় মুষড়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। আতঙ্ক জেগে উঠলো মনে। আর আশা নেই, মরতে চলেছে সে অসহায়ভাবে, মরার আগে দু-দুজন শত্রুকে হত্যা করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। একজন বেঁচে থাকবে এবং চালিয়ে যাবে তার সন্ত্রাসী তৎপরতা, যতক্ষণ না পুড়ে ছাই হচ্ছে প্রতিটি ঘর, মারা যাচ্ছে সব মানুষ।

আবার সড়সড় শব্দটা শুনতে পেলো অ্যাণ্ডারসন।

ঠিক পরমুহূর্তে দুদিক থেকে দুজনের একসঙ্গে আগে বাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

একটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসনের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার, মাত্র পাঁচ-ছয় গজ দূরে, ভয়-জাগানো আর্তনাদ।

আচমকা আর্তনাদ শুনে চমকে গেল হামলাকারী, বিমূঢ় হয়ে রইলো মুহূর্তের জন্যে। রাইফেল তুললো অ্যাণ্ডারসন, ঠেকালো ইণ্ডিয়ানের শ্বাসনালিতে। প্রতিপক্ষের হাতের ছুরি রাইফেলের ব্যারেলে বাধা পেলো, পরক্ষণে পিছলে বিঁধলো অ্যাণ্ডারসনের হাতে, গভীর একটা

ক্ষত সৃষ্টি হলো, অসহায়ভাবে রাইফেলটা ছেড়ে দিলো ও।

রাইফেলটা এখন আর কোনো উপকারে আসবে না। ওটা ব্যবহার করতে হলে দুহাত দরকার, কিন্তু আহত রক্তাক্ত হাতের ওপর ভরসা করা যায় না। রাইফেল ছেড়েই একটা হাঁটু ভাঁজ করে শাইয়্যানের উরুসন্ধিতে আঘাত করলো অ্যাণ্ডারসন, যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো লোকটা।

অ্যাণ্ডারসন উপলব্ধি করলো ওই আর্তনাদটা ছিলো জেনির, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। মেয়েটা যেন আবার কোনো ঝুঁকি না নেয়, মনে মনে প্রার্থনা করলো শেরিফ। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলো না। জেনি ফের বোকামি করে বসার আগেই শেষ করতে হবে শাইয়্যানকে! যা হোক, দুজন ইণ্ডিয়ানের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে না ওকে!

সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন, একই সঙ্গে হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে আনলো রিভলভার; এক ঝটকায় সামনে বাড়ালো, বুড়ো আঙুলে হ্যামার পেছনে টেনেই চাপ দিলো ট্রিগারে। প্রচণ্ড আঘাতে টলে উঠলো শাইয়্যান, এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল, পরক্ষণে সামলে উঠলো, দুকদম পিছিয়ে গিয়েছিলো, অ্যাণ্ডারসন ফের গুলি চালানোর আগেই উবু হয়ে তেড়ে এলো বুনো শুয়োরের মতো, হামলা করলো, তার গতি দেখে কে বলবে এইমাত্র একটা গুলি খেয়েছে! ইণ্ডিয়ানের কাছে ছুরি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু তার মনে দাউদাউ জ্বলছে ঘৃণা আর ক্রোধের আগুন, ফলে রাজ্যের শক্তি ভর করেছে শরীরে। পর পর দুবার ছুরি চালালো শাইয়্যান, দুবারই লক্ষ্যভেদ করলো সে। পিছিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন, ফের গুলি করলো। এত অল্প দূরত্বে ওর গুলি ফসকাতে পারে না। অবিশ্বাস্য, অলৌকিক কাণ্ড, ইণ্ডিয়ান যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়,

প্রেতাত্মা! গুলি যেন তাকে স্পর্শ ই করেনি! আবার শেরিফের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শাইয়্যান, কিন্তু আগেই পিছিয়ে এসেছে অ্যাণ্ডারসন, ফলে জেনির ওপর গিয়ে পড়লো লোকটা। পড়ে গেল জেনি, হোঁচট খেয়ে তার ওপর পড়লো শাইয়্যান।

এখন দুজনের মাঝখানে পড়ে গেছে জেনি। কাকে হত্যা করছে তা নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাবে না শাইয়্যান। এবার আর রিভলভার ব্যবহার করার কথা ভাবলো না অ্যাণ্ডারসন, ওটা কোনো কাজে আসবে না। ক্রল করে জেনিকে অতিক্রম করলো সে, হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিলো মেয়েটাকে, তারপর উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর ওপর।

অন্ধকারে ইণ্ডিয়ানের ছুরিটা দেখা যাচ্ছে না। ওটা কোন্ হাতে আছে খোদা মালুম! অ্যাণ্ডারসন চাইছে জেনিকে শাইয়্যানের হামলা থেকে বাঁচাতে, আর কিছু না। হঠাৎ ওর উরুতে সেঁধিয়ে গেল ইণ্ডিয়ানের ছুরি, যন্ত্রণায় যেন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে বলে মনে হলো অ্যাণ্ডারসনের। তারপরই দূরে ছুঁড়ে ফেললো শাইয়্যানকে, ছুটে গিয়ে চেপে বসলো তার বুকে, রক্তে ভেজা পিচ্ছিল হাত দিয়ে ছুরিটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো।

আবার চিৎকার করে উঠলো জেনি, স্যালুন আর বোর্ডিংহাউস-বাসীদের সাহায্য চেয়ে। ছুটন্ত পদশব্দ পেলো অ্যাণ্ডারসন।

হঠাৎ থেমে গেল ইণ্ডিয়ানের নড়াচড়া, নিথর হয়ে গেল।

শহরবাসীদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো অ্যাণ্ডারসন, উঠে দাঁড়াতে গেল সে, পরক্ষণে শাইয়্যানের অফুরন্ত জীবনীশক্তির কথা মনে হতেই ঝুঁকে তার বুকে হাত রাখলো, নিশ্চিত হলো লোকটা আর বেঁচে নেই, বিপদ কেটে গেছে।

উঠে দাঁড়ালো অ্যাণ্ডারসন, যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা। পা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে, টের পাচ্ছে; হাত থেকেও টুপটুপ করে পায়ের কাছে বালিতে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

ওয়াটলির হাতে লণ্ঠন ছিলো, শাইয়্যানের ওপর ধরে তাকে জরিপ করলো সে। বিহ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো পরক্ষণে, 'ইয়া খোদা, এ কি অবস্থা! এর পুরো শরীর তো ঝাঁঝরা হয়ে আছে, এত আঘাতে দশবারোজন লোকেরও মারা যাবার কথা! অ্যাণ্ডারসন যখন ভেবেছে ওর গুলি ফস্কে গেছে আসলে কিন্তু ঠিকই লক্ষ্যভেদ করেছে সে, কিন্তু হার মানেনি শাইয়্যান!'

খুঁড়িয়ে সরে এলো অ্যাণ্ডারসন, ক্লান্ত এবং দুর্বল। ওর পাশে এসে দাঁড়ালো জেনি, হাত ধরে ঘরের দিকে এগোলো। 'তুমি আমার ওখানে চলো।'

ভেতরে এসে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো অ্যাণ্ডারসন। ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লেগে গেল জেনি। তাকিয়ে রইলো শেরিফ, হঠাৎ খেয়াল হতেই লাল হয়ে উঠলো মেয়েটার চেহারা। 'যেভাবে তাকাচ্ছো, তোমার শরীরে ছুরি লেগেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।' বলে আবার কাজে মন দিলো সে।

ওর মসৃণ চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাণ্ডারসন। ভাবছে। বুনো হিংস্র ইণ্ডিয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছে ও, কে বলে ওর বয়স হয়েছে। জেনি বয়সে ওর ছোট, হোক না, তাতে কি।

জেনিকে নিয়ে ওর পরিকল্পনার কোনো রদবদল হচ্ছে না!

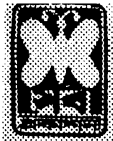

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা কাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে মাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে রেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর হক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে কবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা নুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে টালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪৪

রোমহর্ষক সিরিজের দ্বিতীয় বই

বিষধর

রচনা **জাফর চৌধুরী**

প্রকাশের তারিখ ১২-৫-৯০ মূল্য—১৮·০০ টাকা

বিষয় চিড়িয়াখানার গবেষক আকরাম বন্ধু রেজা। তার সুজাকে ড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গেল।...খাঁচা থেকে পালিয়েছে সদ্য না বিষধর কালকেউটে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো দুই ভাই।